চতুর্থ অধ্যায়

দক্ষিণবঙ্গের কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতির স্বরূপ

কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা বলতে আমরা কৃষিকাজ, কৃষিজ অনুষঙ্গ বা কৃষকের জীবন জীবিকা কেন্দ্রিক শব্দ বা বাক্যকে গ্রহণ করেছি। দক্ষিণবঙ্গের এলাকা বহু বিস্তৃত। মোট তেরোটি জেলা নিয়ে দক্ষিণবঙ্গের ভৌগোলিক-রাজনৈতিক সীমানা। জেলাগুলির মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নানা ভেদাভেদ বিদ্যমান। তেরোটি জেলার আবহাওয়া-জলবায়ুও একরকম নয়। জলবায়ুগত পার্থক্যের কারণে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার কৃষিরূপে রয়েছে নানা মাত্রা। জেলাভেদে কৃষি সংস্কৃতিতেও এসেছে বিভিন্নতা। যেমন উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদীয়া, হুগলী প্রভৃতি জেলার আবহাওয়া কিছুটা সমভাবাপন্ন হওয়ায় জেলাগুলিতে সব্‌জি চাষের পরিমাণ অনেক বেশি। আমাদের এই সিদ্ধান্তের অর্থ এমন নয় যে সংশ্লিষ্ট জেলার বাইরে দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলায় সব্‌জি চাষ হয় না। সব্‌জি চাষ সব জায়গাতেই হয়। তবে উল্লেখিত জেলাগুলিতে তার পরিমাণ ও বৈচিত্র্য বেশি। তুলনায় বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম জেলায় সব্‌জি চাষের পরিমাণ কম। বলাবাহুল্য এর মূল কারণ জলবায়ু। ধান চাষ দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলার কৃষিকাজের প্রধান দিক হলেও চাষের বৈচিত্র্যে ও পরিমাণে বর্ধমান, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলা অন্যান্য জেলার থেকে অনেক এগিয়ে। আবার গম চাষ উত্তর ২৪ পরগনা, নদীয়া জেলা থেকে প্রায় হারিয়ে গিয়েছে; এদিকে বীরভূম জেলায় আজও যথেষ্ট মাত্রায় গমের চাষ হয়। ফসলের এই বৈচিত্র্যের কারণে বৈচিত্র্য এসেছে কৃষিক্ষেত্রে; বৈচিত্র্য তৈরি হয়েছে কৃষকের জীবনেও। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার যে কৃষক কেবলমাত্র বর্ষার সময় ধানের চাষ করে তার সঙ্গে উত্তর ২৪ পরগনার যে কৃষক সারা বছরই কোনো না কোনো উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাদের জীবনাচরণ ও সংস্কৃতিতে কমবেশি বিভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার কৃষি সংস্কৃতি নানা রঙে রঞ্জিত হয়েছে । বৈচিত্র্যের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়েছে কৃষকের ভাষারীতিতেও। তবে এই পার্থক্য কখনোই চূড়ান্ত রূপ নেয়নি। কেননা বৈচিত্র্য সত্ত্বেও দক্ষিণবঙ্গের কৃষিক্ষেত্রে কিছু সাধারণ সাদৃশ্য রয়েছেই। যেমন কৃষিকাজে ব্যবহৃত উপকরণ জেলা নিরপেক্ষ ভাবে প্রায় একই। আবার বিশেষ কিছু কৃষিকাজ যেমন জমি প্রস্তুত করা, কৃষিজ পণ্য বিপণন, ফসলের পরিচর্যা করা প্রভৃতি কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত শব্দকথাও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে প্রায় এক। আঞ্চলিক উপভাষার প্রভাবে হয়ত বিভিন্ন জেলার কৃষকের ব্যবহৃত শব্দে ধ্বনিগত পার্থক্য তৈরি হয়েছে, কিন্তু বিষয়গুলি সর্বত্র প্রায় একই থেকেছে। যেমন ধান

জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে কাদা করাকে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কৃষকরা বলে ‘ কাদা করা ’। কিন্তু বিষয়টি বীরভূমে ‘ কাদানো’, পুরুলিয়ায় ‘পাকানো’ নামে পরিচিত। জমি প্রস্তুতি বিষয়ক মূল কাজটা একই, কিন্তু জেলাভেদে এর বিভিন্ন নাম প্রচলিত রয়েছে।

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা জেলা ভেদে কৃষিজ শব্দ ও অনুষঙ্গের রূপ পরিবর্তনের চিত্র উপস্থাপন করেছি। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবো। এক্ষেত্রে জেলা নিরপেক্ষ ভাবেই আমাদের আলোচনা অগ্রসর হবে। আমাদের সংগৃহীত তথ্য সমূহকে আমরা তিনটি পর্বে ভাগ করেছি। প্রত্যেকটি পর্ব আবার একাধিক উপবিভাগে বিভক্ত। প্রতিটি উপবিভাগ নাম দ্বারা চিহ্নিত। আমাদের সংগৃহীত তথ্যে কিছু কৃষি কেন্দ্রিক শব্দ আছে, আছে সেগুলির বাক্যে প্রয়োগ। এক্ষেত্রে রাঢ়ী উপভাষার বাক্য ব্যবহারের রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। কৃষি কেন্দ্রিক শব্দের পাশাপাশি বিভিন্ন কৃষিজ অনুষঙ্গ, কৃষি কেন্দ্রিক প্রবাদ প্রবচন ও বাক্যবন্ধও আমাদের আলোচনায় উঠে এসেছে। এইভাবে বিভিন্ন দিকের আলোচনার মাধ্যমে দক্ষিণবঙ্গের কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতির সামগ্রিক পাঠ নেওয়ার চেষ্টা করেছি আমরা। আমাদের সংগৃহীত তথ্যের শ্রেণি বিভাজন এইরকম--

পর্ব—১

ক) আনুষঙ্গিক পরিষেবা সংক্রান্ত শব্দ-শব্দবন্ধ

খ) উপকরণ বিষয়ক শব্দ-শব্দবন্ধ

গ) উৎপাদন পরবর্তী পরিচর্যা সংক্রান্ত শব্দ-শব্দবন্ধ

ঘ) উপজাত দ্রব্যের নাম

ঙ) কৃষি শ্রমিক সংক্রান্ত শব্দ-শব্দবন্ধ

চ) জমির প্রকৃতি বিষয়ক শব্দ-শব্দবন্ধ

ছ) জমি প্রস্তুতি বিষয়ক শব্দ-শব্দবন্ধ

জ) ফসল পরিবহন বিষয়ক শব্দ-শব্দবন্ধ

ঝ) ফসল পত্তন ও পরিচর্যা বিষয়ক শব্দ-শব্দবন্ধ

ঞ) ফসলের বৃদ্ধি ও ফলনের পরিমাণ বিষয়ক শব্দ-শব্দবন্ধ

ট) ফসল সহ অন্যান্য বিষয়ের নাম বৈচিত্র্য

ঠ) বিপণন সংক্রান্ত শব্দ-শব্দবন্ধ

ড) রোগ ব্যাধি বিষয়ক শব্দ

ঢ) বিবিধ

পর্ব–২

ক) কৃষি কেন্দ্রিক অর্থ ব্যবস্থা

খ) পরিমাপের একক

গ) মাঠের নাম-ক্ষেতের নাম

ঘ) সময় নির্দেশক শব্দকথা

ঙ) বিবিধ

পর্ব– ৩

ক) বিশেষ কিছু বাক্যবন্ধ ও তার বিশ্লেষণ

খ) কৃষি কেন্দ্রিক প্রবাদ প্রবচন

সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ ও বাক্যে প্রয়োগ

পর্ব–১

ক) আনুষঙ্গিক পরিষেবা সংক্রান্ত শব্দ-শব্দবন্ধ

সাজাল দেওয়া

দক্ষিণবঙ্গের সম্পন্ন কৃষকের বাড়িতে গরু প্রতিপালনের রেওয়াজ ছিল, কারণ জমিতে লাঙল দেওয়া বা

গোবর সারের জন্য গরুর প্রয়োজন হত। গরুর গোয়ালে সন্ধ্যার পর মশা তাড়ানোর জন্য সাজাল দেওয়া হত। সাজাল দেওয়ার বিষয়টি এইরকম—কোনো মাটির পাত্রে ধূনোর সঙ্গে নারিকেলের খোসা জ্বালিয়ে প্রচুর ধোয়া করা। এছাড়া ভিজে খড় জ্বালিয়ে ধোয়া করেও সাজাল দেওয়া হত। তবে বর্তমানে সাজাল দেওয়ার রেওয়াজ অনেক কমে গিয়েছে। কারণ গরুর গোয়ালের মশা তাড়ানোর জন্য অনেক আধুনিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। তাছাড়া জমিতে চাষ দেওয়া বা সারের জন্য কৃষকদের আর গরুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকতে হয় না। ফলে গরুর প্রতিপালন কমে এসেছে। সাজাল দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তাই এখন অনেক কম।

‘‘ সন্ধ্যে উতরে গেলো, এখনো গোইলি সাজাল দেয়া হলনা?’’

ফুল ঠেকানো

কথাটি পটল চাষের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হয়। আমরা জানি পুং ও স্ত্রীলিঙ্গ ফুলের মধ্যে পরাগ মিলনের ফলেই ফল তৈরি হয়। পটল চাষের ক্ষেত্রে উক্ত মিলন অতি আবশ্যক। ইতিপূর্বে কৃষকরা পরাগ মিলনের জন্য প্রকৃতির উপরেই নির্ভর করতো। কৃত্রিম পরাগ মিলনের প্রয়োজনীয়তা সেদিন ছিল না। কিন্তু বর্তমানে বাজার চাহিদা বৃদ্ধির কারণে অতিরিক্ত ফলনের প্রয়োজন। কৃষকরা তাই ফুল ঠেকানো পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। এতে পরাগ মিলনের নিশ্চয়তার কারণে ফসলের ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে। ফুল ঠেকানোর বিষয়টি এইরকম : একটি পুং লিঙ্গ ফুল হাতে নিয়ে একের পর এক স্ত্রীলিঙ্গ ফুলে ঠেকিয়ে কৃত্রিম পরাগ মিলন ঘটানো। অনেকক্ষেত্রে সন্ধ্যায় কিছু পুংলিঙ্গ ফুল তুলে জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। ঐ জল পরের দিন সকালে ড্রপার এর মাধ্যমে প্রত্যেক স্ত্রীলিঙ্গ ফুলে এক ফোটা করে দেওয়া হয়। একেও ফুল ঠেকান বলে।

‘‘ একটা ফুলেও যেন ফুল ঠেকানো বাদ না যায়’’।

ক্যারি করা

পটল চাষ করার আগে পটলের চারা তৈরি করা হয়। দক্ষিণ বঙ্গের অনেক জেলায় পটলের চারা করার ক্ষেত্রে ক্যারি করা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ক্যারি করার অর্থ হল—ছোটো ছোটো পলিথিনের প্যাকেটে মাটি

ভর্তি করে তাতে পটলের শিকড় বসানো হয়। এরপর ঐ ব্যাগগুলো আলাদা ভাবে রাখা হয়। ঐ ব্যাগে জল ও অল্প পরিমাণে সার দেওয়া হয়। কয়েক দিনের মধ্যে ব্যাগে পটলের চারা বার হয়। তারপর চারা সমেত ব্যাগগুলোকে জমিতে বসান হয়। ক্যারি ব্যাগে আলাদা ভাবে চারা তৈরি করার পদ্ধতিকে ক্যারি করা বলা হয়। পটল চাষ ছাড়া অন্যান্য চাষেও এই পদ্ধতির প্রচলন আছে।

‘‘ ক্যারি করা খুব ঝামেলার কাজ, কিন্তু না করেও উপায় নি । ”

খ) উপকরণ বিষয়ক শব্দ-শব্দবন্ধ

গরুর গাড়ি

কৃষি সংস্কৃতিতে গরুর গাড়ি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ। আগে কৃষিক্ষেত্র থেকে ফসল বাজারজাত করার জন্য গরুর গাড়ি ব্যবহৃত হত। তবে বর্তমানে গরুর গাড়ির ব্যবহার অনেক কমে এসেছে। কারণ পরিবহনের অনেক বিকল্প মাধ্যম আবিষ্কৃত হয়েছে। গরুর গাড়ি’র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো হল–

পাচন

গরুর গাড়ি যে চালায় তাকে বলে গাড়োয়ান। গাড়োয়ানের হাতে যে ছড়ি থাকে তাকে পাচন বলা হয়। গাড়োয়ান পাচন দিয়ে আঘাত করে গরু নিয়ন্ত্রণে রাখে ও গাড়ি চালায়।

‘‘ পাচনের আগায় সব ঠাণ্ডা।”

মাচা

এটি গরুর গাড়ির মূল অংশ। এখানে বহনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সাজানো হয়।

‘‘ মাচার বাঁশ ভালো না হলে গাড়ি তাড়াতাড়ি ভেঙে যায়।”

শ্বেতবাই

এটি পাঁচ ছয় হাত লম্বা শক্ত বাঁশ। গরুর গাড়ির চাকা মাটিতে বসে গেলে তা তোলার কাজে শ্বেতবাই ব্যবহৃত হয়।

‘‘ ঘরের আড়ার জন্য শ্বেতবাই শ্বেতবাই বাঁশ দরকার।”

পাখি

গরুর গাড়ির মাঝখানের মূল কাট। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Chasis । এটি থাকে মাচার মাঝ বরাবর লম্বালম্বিভাবে। গরুর গাড়ির কাঠামোর মূল অবলম্বন পাখি।

‘‘ পাখি ভাঙা মানে সব শেষ।”

আড়ার বাঁশ

গরুর গাড়ির দুই প্রান্তে আড়াআড়ি ভাবে অবস্থিত লম্বা বাঁশ। এই বাঁশ গাড়ির গঠন ও অন্যান্য বাঁশ গুলোকে শক্তভাবে ধরে রাখে।

‘‘ তল্লা বাঁশে আড়ার কাজ হয়না।”

ধুরো

গরুর গাড়ির দুটো চাকা সংযোগকারী লোহার বা কাঠের দণ্ড। এটি লম্বায় পাঁচ থেকে ছয় ফুট হয়। এইদণ্ডের দুই দিকে গাড়ির চাকা জোড়া থাকে।

বেড়

এটি লোহা দিয়ে তৈরি গোলাকার রিং। গরুর গাড়ির কাঠের চাকার চারিদিকে এই বেড় পরানো থাকে। বেড় না থাকলে কাঠের চাকা শক্ত রাস্তায় চলতে চলতে অল্প দিনেই নষ্ট হয়ে যায়। এই জন্য লোহার বেড় লাগানো হয়।

‘‘ কামার বাড়ি থেকে বেড়টা আনতে হবে।”

মেশিন

জমিতে জলসেচ করার জন্য মেশিন খুবই প্রয়োজনীয় উপকরণ। মেশিন আবিষ্কৃত হওয়ার পরই কৃত্রিম জলসেচের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। যে সব এলাকায় কৃষিক্ষেত্রের কাছাকাছি ডিপ টিউবওয়েল থাকে না সে এলাকায় মেশিন দিয়ে জলসেচ করা হয়। মেশিন বিভিন্ন প্রকারের হয়। কোম্পানি অনুযায়ী মেশিনের নামকরণ হয়। যেমন-Honda, Kilosker, Chaina ইত্যাদি। মেশিনের বিভিন্ন অংশ হল–

সেকশান পাইপ

এটি মোটা এবং শক্ত পাইপ। জলাশয় ও মেশিনের সংযোগ স্থাপন করে সেকশান পাইপ। বলা যায় জলাশয়ের জল এই পাইপের মাধ্যমে উঠে মেশিনের মধ্যে দিয়ে জমিতে গিয়ে পড়ে।

‘‘ এই বয়সে আর সেকশান পাইপ ঘাড়ে নিতে পারি? ’’

সার্ভিস পাইপ

এটি রাবার বা প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি এক প্রকার পাইপ। এই পাইপ বিভিন্ন মাপের হয়। যেমন চার ইঞ্চি, পাঁচ ইঞ্চি, ছয় ইঞ্চি ইত্যাদি। জলসেচ করার মেশিনের হলারে এই পাইপ জুড়ে দিয়ে দূর দূরান্তের জমিতে জল নিয়ে যাওয়া হয়।

‘‘ ঠিকঠাক গোটাস, নইলে পাইপ ফেটে যাবে।’’

হ্যাণ্ডেল

অত্যাধুনিক হণ্ডা মেশিন আবিষ্কারের পূর্বে লোহার তৈরি এক বিশেষ ধরনের বস্তু দিয়ে মেশিন চালু করা হত। এই বস্তুটির নাম হ্যাণ্ডেল। এর এক প্রান্তে থাকে সকেট ও অন্য প্রান্তে থাকে হাতল। ঐ লোহার সকেটটি মেশিনের নির্দিষ্ট জায়গায় সেট করে হাতল ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মেশিন স্টার্ট দিতে হত।

‘‘ হ্যাণ্ডেল মারতি গেলি দম লাগে। ’’

দড়ি

নাইলনের মোটা শক্ত দুই তিন হাত লম্বা দড়ি। হণ্ডা মেশিন স্টার্ট দেওয়ার কাজে এই দড়ি ব্যবহার করা হয়।

‘‘ হ্যাণ্ডেল মারার থেকে দড়ি টেনে স্টার্ট দেয়া অনেক সোজা। ’’

ক্যাপ

সেকশান পাইপের যে প্রান্ত জলাশয়ের মধ্যে ডোবানো থাকে সেই প্রান্তে পরাতে হয়। এটি লোহার তৈরি জালিকা। জলের সঙ্গে যাতে মাছ বা আর্বজনা পাইপে না ঢোকে তার জন্য এই ক্যাপ লাগানো হয়।

‘‘ এই দেখ....সেকশানের মাথায় ক্যাপ লাগাতে ভুলিসনে যেনো। ’’

তেলপিস

যে কোনো তেল চালিত জল তোলা মেশিনের তেল ট্যাঙ্কের মুখে লাগান থাকে। তেলপিস না থাকলে ট্যাঙ্কিতে তেল ঢালতে অসুবিধা হয়।

‘‘ তেলপিসের দড়িটা ছিড়ে গেলো ! কখন যে হরিয়ে যায় তার ঠিক নি।’’

মুদো

জলসেচ মেশিনের যে মুখে সার্ভিস পাইপ বাঁধা হয় তাকে মুদো বলে। এই মুখটি লোহা দিয়ে তৈরি।

‘‘ জলের বদলে মুদো দে হাওয়া বেরোচ্ছে। ’’

হলার

জলসেচ মেশিনের যে মুখ দিয়ে জল বার হয় তাকে হলার বলে।

‘‘ তোর ক্ষ্যাতের আল হলার করে দেছ দেকগে যা। ’’

জলসেচের অন্য উপকরণ

ছেউতি

একপ্রকার পাত্র যার দুই প্রান্তে দড়ি বাঁধা থাকে। কোনো জলাশয়ের পাড়ে দু’ জন দাঁড়িয়ে দুই প্রান্তের দড়ি ধরেপাত্রটি জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। তারপর জল ভর্তি পাত্র হাতের শক্তিতে উপরে টেনে তুলে জমিতে জলসেচ করা হয়। সাধারণত জলাশয়ের কাছাকাছি জমিতে এভাবে জলসেচ করার পদ্ধতি

দক্ষিণবঙ্গের কোনো কোনো জেলায় অল্প পরিমাণে প্রচলিত আছে।

‘‘ ছেউতি কী আর এ যুগে আছে ভাই, ওসব দিন চলে গেছ। ’’

ঝাঁঝরি

চারাগাছে বা চারার খোলায় জল দেওয়ার পাত্র। এর যে মুখ দিয়ে জল পড়ে, সেখানে ছোটো ছোটো ছিদ্র থাকে, যাতে শাওয়ারের মতো করে জলটা পড়তে পারে। যেসব ফসলের পক্ষে বেশি জল ক্ষতিকারক কিন্তু নিয়মিত জল দেওয়ার দরকার হয় সেসব ফসলে ঝাঁঝরির দ্বারা জল দেওয়া হয়।

‘‘ চারাখোলায় ঝাঁঝরি ছাড়া জল দেয়া যায়না। ’’

টিন

সরিষার তেল যে টিনে বিক্রি হয় সেই টিন। এর এক দিকের চাদর কেটে পুরো ফাঁকা করা হয়। ঐ ফাঁকা মুখে কাঠের হ্যাণ্ডেল লাগানো হয়। পুরানো টিন কৃষিক্ষেত্রে বিশেষত জলাশয় থেকে জলতোলা ও জল পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হয়।

‘‘ কাজের সময় টিন দেওয়া যাবে না। ’’

ভাঁড়

মাটির তৈরি কলসির মত দেখতে পাত্র। তবে এর আয়তন কলসির থেকে ছোটো। কৃষি সংস্কৃতিতে এর বিচিত্র ব্যবহার প্রচলিত ছিল। বর্তমানে এর ব্যবহার খুব কম।

‘‘ রসের ভাঁড় গাছ থেকে পাড়া খুব কঠিন কাজ। ’’

বদনা বা গাড়ু

অ্যালুমিনিয়ামের বা প্লাস্টিকের তৈরি ছোট পাত্র। কোন গাছের গোড়ায় নির্দিষ্ট ভাবে জল দিতে হলে বদনা খুব উপযোগী পাত্র। এর সরু মুখ দিয়ে জল নির্দিষ্ট ভাবে পড়ে বলে গাছের গোড়ায় জল দেওয়ার কাজে বদনা ব্যবহৃত হত।

‘‘ না হয় মরেই যেতুম, তাই বলে মোচমানের বদনার জল খেতি হল! ’’

লাঙল

কৃষিক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ লাঙল। যন্ত্রচালিত লাঙল আবিষ্কারের পূর্বে লোহার ফলাযুক্ত কাঠের লাঙলই ছিল কৃষকদের প্রধান ভরসা। জমিতে চাষ দেওয়ার কাজে লাঙল ব্যবহৃত হত। লাঙলের বিভিন্ন অংশগুলি হল–

''সারাদিন লাঙল দেবার পর যদি পয়সা না পাওয়া যায়, তবে মটকা ঠিক থাকে না।''

জোল

দুটো গরুকে পাশাপশি দাঁড় করিয়ে তাদের কাঁধে একটা কাঠ চাপানো হয়। ঐ কাঠকে জোল বলে। দুটো গরু যাতে পাশাপাশি সমানভাবে হাঁটে, কেউ যাতে পালাতে না পারে তার জন্য গরুর কাঁধে জোল চাপানো হয়। জোলের সঙ্গে লাঙলের সংযোগ থাকে। গরু হেঁটে এগিয়ে গেলে লাঙলও এগিয়ে যেতে থাকে।

'' কথা না শুনলে ঘাড়ে জোল চেপকে দে, সব ঠিক হয়ে যাবে।''

পাচন

বাঁশের কঞ্চির একটা ভাগ। যে কৃষক জমিতে লাঙল দিচ্ছে এটি তার হাতে থাকে। লাঙল দেওয়া কালীন কোনো গরু লাফালাফি করলে বা সঠিক পথে না হাঁটলে পাচন দিয়ে তার পিঠে আঘাত করে তাকে সঠিকভাবেপরিচালনা করা হয়।

'' পাচন হাতে থাকলে গরু আবার কথা শুনবে না !''

ঈশ

লাঙলের হাতল, যা কৃষকের হাতে থাকে। ঈশ ধরে চাপ দিয়ে লাঙলের ফলাটা মাটিতে গেঁথে দিতে হয়।

''শক্ত হাতে ঈশ না ধরলে লাঙল দেয়া ভালো হয়না।''

ফাল

লাঙলের এই অংশটি লোহা দিয়ে তৈরি। কাঠের কাঠামোর মাথায় এটি আটকানো থাকে। লাঙলের ঈশ ধরে চাপ দিলে ফাল মাটিতে গেঁথে গিয়ে মাটি খোড়ার কাজ করে।

‘‘ আল্লা চাষির বুকে ফাল চেলগে দেছ্।’’

খোঁটা

একফুট বা দেড় ফুট বাঁশের আগালে দিয়ে তৈরি একপ্রকার আলম্ব, যা মাটিতে পোতা থাকে। গরু ছাগলের দড়ি এই আলম্বে বেঁধে রাখা হয়।

‘‘ বাঁধবো লম্বা দড়ায়, ঘুরে আসবি খোঁটার গোড়ায়।’’

আগালে

বাঁশের মাথার দিকের সরু অংশকে বলে আগালে। যেকোনো ফসলের মাচা দেওয়ার কাজে আগালে ব্যবহৃত হয়।

‘‘ভালো আগালে না হলে আঁকড়া ভালো হয় না।’’

চটা

একটি বাঁশকে চিরে চার বা তারও বেশি ভাগে ভাগ করলে এক একটি অংশকে চটা বলে। কৃষিক্ষেত্রে চটার বিবিধ ব্যবহার আছে। কৃষিক্ষেত্র ঘেরা, জমিতে মাচা দেওয়া, ধান ঝাড়া ঝালন তৈরি ইত্যাদি কাজে চটা ব্যবহৃত হয়।

‘‘বাঁশ চিরে চটা তৈরি করা সহজ না।’’

গড়ে

দুই ফুটের মত উচু গোলাকার কাঠ। যা গরুর গাড়ির চাকার মাঝখানে আলম্বের কাজ করে। একে গড়ে বলে। গড়ে গরুর গাড়ির চাকায় ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গেলে ধান ঝাড়ার সময় ব্যবহার করা হয়। ধান ঝাড়া ঝালনের একদিক গড়ের উপর রাখা হয়। এতে ঝালনের একদিক উঁচু ও অন্যদিক নিচু হয়ে

কিছুটা ঢালু হয়ে অবস্থান করে। ফলে ধান ঝাড়ায় সুবিধা হয়।

‘‘ ঝালনের নিচে গড়েটা ঠিকঠাক লাগাস, নইলে কাজে অসুবিধা হবে।”

গলানে

গরুর গলায় বাঁধা থাকা গোলাকার দড়ি। গলানের সঙ্গে লম্বা দড়ি বেঁধে গরুকে বেঁধে রাখা হয়।

‘‘ গলানে পরানো খুব মাপের কাজ, উল্টোপাল্টা হলে গরু দম আটকে মরে যাবে।”

গেজে

গরুর মুখ আটকে রাখার জন্য দড়ির তৈরি একপ্রকার জাল। গেজে গরুর মুখে লাগিয়ে দিলে গরু আর কিছু খেতে পারে না। লাঙল দেওয়ার জন্য যখন গরুকে মাঠে নিয়ে যাওয়া হয় তখন গরু অন্য কৃষকের ক্ষেতের ফসল খেয়ে নষ্ট করে দিতে পারে। এই জন্য গরুর মুখে গেজে পরিয়ে তবে মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়।

‘‘ মুখে গেজে দিয়ে বেশিক্ষণ কাজ করা যায় না । ”

টোকা

তালপাতার তৈরি গোলাকার টুপি। মাঠে কাজ করার সময় রৌদ্রের হাত থেকে মাথাকে বাঁচাতে কৃষি শ্রমিকরা এটি ব্যবহার করে। তবে বর্তমানে এর ব্যবহার কমে আসছে।

‘‘ওরে মাঠে তোর বাবাকে টোকাটা দিয়ে আয়, যা রোদ পড়েছে!”

ঢেঁকি

কৃষিজ সংস্কৃতিতে ঢেঁকি খুবই ব্যবহার্য জিনিস। ধান থেকে চাল বার করার বৈদ্যুতিক যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে কৃষক সমাজে ঢেঁকিতেই ধান ভানা হত। এখন ধান ভানার বৈদ্যুতিন যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে ঢেঁকির ব্যবহার অনেক কমে গিয়েছে। তবে পরিমাণ কমে গেলেও কৃষক সমাজে আজও ঢেঁকির প্রচলন রয়েছে। বিশেষত চালের আটা তৈরির কাজে ঢেঁকি কোনো কোনো জায়গায় ব্যবহৃত হয়।

‘‘ ঢেঁকিতে পাদ দিতি গেলে কোমরে জোর থাকা চাই।”

ঢেঁকির বিভিন্ন উপকরণ থাকে। যথা

ছেকাঠ

লম্বা গোলাকার হাতির শুড়ের মতো একটা অংশ। সামানের দিকে থাকে। ছেকাট আর লোটের সংঘর্ষে ধান পেষাই হয়।

‘‘ বেশি কথা বললি পাছার ছেকাঠ খুলে নোব। ’’

লোট

লোট বাবলা কাঠের গুড়িতে গর্ত করে তৈরি করা হয়। লোটের কাঠ মাটিতে গর্ত করে ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল করে বসানো থাকে। ছেকাঠের মাথা লোটের উপর আঘাত করে। এর ফলেই ধান বা অন্যান্য দ্রব্য পেষাই হয়।

‘‘ লোটের মদ্যি পড়লি সব শেষ। ’’

হাতল

ঢেঁকিতে পাদ দিতে হলে শরীরের ব্যালান্স রাখার জন্যে কিছু ধরতে হয়। এর জন্য ঢেঁকিশালের মধ্যে হাতে ধরার জন্যে ঢেঁকির পাদানির দিকে বাঁশ বাঁধা থাকে। ঐ বাঁশ হল হাতল।

‘‘ তোদের এ কেমন হাতল, খালি ঢকমক করে। ’’

পাদানি

ঢেঁকির পিছনের দিকের অংশ। এর উপর চাপ দিয়ে ঢেঁকিতে পাদ দিতে হয়।

‘‘ পাদানির উপর অত লাফালাফি করিসনে, পিছলে পড়ে যাবি। ’’

ডেকচি

অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি বড় আকারের পাত্র। যা ধান সিদ্ধ, ধান ভিজানোর কাজে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও অন্যান্য কৃষিকাজে ডেকচির ব্যবহার আছে।

‘‘ এখন ধামা আর দেখতে পাবেনা দাদা, সবাই ডেকচি ব্যবহার করে। ’’

নেট

নাইলনের তৈরি; মশারির মতো বস্তু বা জাল বিশেষ। ধান ঝাড়া, ধান শুকনো করার সময় নেট বিছানো হয়। অন্যান্য ফসল শুকনো করার ক্ষেত্রেও নেট কাজে লাগে।

‘‘ কদিন আগে নেটটা কিনে আনলাম, এর মধ্যেই ছিঁড়ে ফেললে? পয়সা তো রোজগার করতে হয়না বুঝবে কী? ’’

নিড়েন

কিছুটা খুন্তির মতো দেখতে, লোহার তৈরি যন্ত্র। জমিতে ঘাস, আগাছা নিড়ানো বা পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

‘‘ এই ঘাস নিড়োতে নিড়েন লাগবে না, হাত দিয়েই হয়ে যাবে। ’’

পেয়ে

মাটির তৈরি খুব বড় আকারের কলসি। দানাশস্য সংরক্ষণ, বীজ সংরক্ষণের জন্য খুবই উপযোগী। কৃষি সংস্কৃতিতে এর বহুল ব্যবহার আছে। সাধারণ কৃষক পরিবারে সারা বছরের খাওয়ার চালও একটা সময়ে পেয়েতে সংরক্ষণ করা হত। বর্তমানে ধান, চাল সংরক্ষণের অনেক আধুনিক পাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলে পেয়ের ব্যবহার অনেক কমে এসেছে। তাছাড়া পেয়ে মাটির তৈরি হওয়ায় ক্ষণভঙ্গুর। তাই পেয়ে ব্যবহারের প্রবণতা এখন কমে গিয়েছে।

‘‘ পেয়ের ঢাকনাটা ঠিক করে লাগাস, নইলে ইঁদুর ঢুকে যাবে। ’’

বাখারি

একটি কাঁচা বাঁশ লম্বালম্বি ভাবে চিরে ফেললে এক একটি অংশকে বাখারি বলে। কৃষিক্ষেত্রে এর বিচিত্র ব্যবহার আছে।

‘‘ বেড়া করার আগে বাখারিগুলো পচিয়ে নিস, তালি ভালো হবে ’’

বাজরা

বাঁশের বাখারি দিয়ে তৈরি বৃহদায়তনের ঝুড়ি। সব্‌জি জাতীয় ফসল বাজরায় ভরে মাঠ থেকে বাড়ি আনা হয় বা বাজারে নিয়ে যাওয়া হয়। মোটকথা ফসল পরিবহনের কাজে বাজরা ব্যবহৃত হয়।

‘‘ তোরা আমার হাতে মাল দে, আমি বাজরা সাজাচ্ছি। ’’

বাঁক

পাঁচ ছয় হাত লম্বা বাঁশ বা বাঁশের অর্ধাংশ। এর দুই দিকে দড়ির সাহায্যে জিনিস পত্র ঝোলানোর ব্যবস্থা থাকে। বাঁকে করে কৃষিজ দ্রব্য পরিবহন করা হয়।

‘‘ বাঁকে করে মাল বইতে তখন খুব কষ্ট হত, এখন আর সেই কষ্ট নেই। ’’

হেঁসো

লোহার তৈরি বড় আকারের অস্ত্র। যা ভীষণ ধারালো। বিশেষত পাট কাটার কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও কৃষিক্ষেত্রের অন্যান্য কাজেও হেঁসো ব্যবহৃত হয়।

‘‘ হেঁসোর আগায় সব জব্দ, পাট তো কোন ছার। ’’

বেঁকি

হেঁসোর মতই অস্ত্র। তবে এর আকার ছোট এবং আরও শক্ত পোক্ত। কপি কাটার কাজে, আগাছা পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

‘‘ অত মোটা ডাল বেঁকি দিয়ে কাটিস না, ভেঙে যাবে। ’’

আঁকড়া

মোটা কঞ্চি অথবা বাঁশের আগালে দিয়ে তৈরি। এর এক প্রান্তে বাঁশের মোটা কঞ্চি প্রায় ৪০ ডিগ্রি কোন করে আটকানো থাকে। জমিতে মই দেওয়ার জন্য আঁকড়া কাজে লাগে। গরুর পিঠের জোল এবং কৃষাণের পায়ের নিচে থাকা মইকে সংযুক্ত করা হয় আঁকড়া দ্বারা।

‘‘ শুধু লাঙল দোবা না, গাছ থেকে কাঠ পাড়তেও আঁকড়া লাগে। ’’

কাটারি

লোহার তৈরি ধারালো অস্ত্র। উত্তর ২৪ পরগনার কৃষকরা একে 'দা' বলে। কৃষিক্ষেত্রে কাটারির বিচিত্র ব্যবহার প্রচলিত আছে।

'' কাটারি পানানো না থাকলে কাজ করে সুখ পাওয়া যায়না। ''

কাস্তে

অর্ধচন্দ্রাকার লোহার তৈরি অস্ত্র। এই অস্ত্রে ছোটো ছোটো করাতের মত দাঁত থাকে। মূলত ধান, গম, প্রভৃতি ফসল কাটার জন্য এই অস্ত্র ব্যবহৃত হয়।

'' কোমরে কাস্তে গুঁজে সারা মাঠ খুঁজলি হবে? ''

কোদাল

কোদাল কৃষিকাজের জন্য অপরিহার্য উপাদান। মাটি কাটার কাজেই মুখ্যত কোদাল ব্যবহৃত হয়। কোদাল বিভিন্ন ধরনের। যথা-

দাঁড় কোদাল

লম্বা হাতল সমেত কোদাল। এর ফলা হয় চওড়া। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই কোদাল ব্যবহার করা যায়।

হাত কোদাল

ছোটো হাতল সমেত কোদাল। এর ফলা দাঁড় কোদালের চেয়ে একটু ছোটো হয়। জমিতে পিলি দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়।

পাশ কোদাল

খুব ছোটো হাতল এবং ছোট ও সরু ফলা যুক্ত কোদাল। আলু তোলার কাজে ব্যবহৃত হয়।

কোলা

মাটির তৈরি খুব বড় কলসি। উচ্চতা প্রায় সাড়ে তিন ফুট। এতে দানাশস্য সংরক্ষণ ও সঞ্চয় করা হয়।

'' কোলা আর আমরা বানাই না বাবু, কেনার লোক নেই। ''

চালন

মূল শব্দরূপ চালুনি। চাল, গম, ডাল প্রভৃতি দানাশস্য থেকে নোংরা পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

‘‘ চাল কোটার সময় চালন ঠেলা একটা বিশেষ কাজ। ”

ম্যাসলা

মাটি বা সিমেণ্ট দিয়ে তৈরি বড় আকারের পাত্র। ধান ভেজানো, গরুকে খেতে দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়।

‘‘ এমন বেদো গরু ম্যাসলায় পা না তুললে ওনার খাওয়া পোষায় না। ’

ভোগো

পলিথিন অথবা পাট দিয়ে তৈরি বড় আকারের বস্তা। কৃষিজ দ্রব্য বা উৎপাদিত ফসল পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হয়।

‘‘ ভোগো ছিড়ে গেলেও ফেলা যায়না, অনেক কাজে ছেড়া ভোগো দরকার লাগে। ”

চৌবাচ্চা

ইঁট, বালি, সিমেন্ট দিয়ে তৈরি বড় আকারের পাত্র। একসঙ্গে বেশি পরিমাণ ধান ভেজানোর কাজে ব্যবহার করা হয়।

‘‘ ও তো আর বাচ্চা নেই, চৌবাচ্চা হয়ে গেছ। ”

এঁকো

বাঁশের যে জায়গা থেকে কঞ্চি বার হয়। এর অন্য নাম গাঁট। এই জায়গাটি অসমান হয়।

‘‘ ঠিক করে এঁকো মার, নইলে পরে অসুবিধা হবে। ”

এঁকো মারা

বাঁশের এঁকো কাটারি বা কুড়ুল দিয়ে কেটে সমান করাকে এঁকো মারা বলে। বাঁশ ব্যবহার করতে হলে

এঁকো মারা আবশ্যিক।

‘‘ মোটে চারটে বাঁশের এঁকো মারতে তোর বেলা পার হয়ে গেল? ’’

গুন সুই

মোটা বড় সূচ। পাটের বস্তা সেলাই করতে ও ছেঁড়া বস্তা সারাই করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

গুবরে সার

কৃষিজ সংস্কৃতিতে গুবরে সার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। গ্রামে যারা গরু পালন করে তারা প্রতিদিনের গোবর একটি নির্দিষ্ট জায়গায় গর্ত করে সারাবছর ধরে জমা করে। ঐ গোবর ধীরে ধীরে শুকনো হয়ে মাটি হয়ে যায়। ঐ মাটি চাষের ক্ষেত্রে সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই সার গোবর থেকে তৈরি হয় বলে একে গুবরে সার বলে।

‘‘ গুবরে সার দিলে ফসল খোলে ভালো। ’’

গোড়ালে

বাঁশের গোড়ার দিকের মোটা অংশ। কৃষিক্ষেত্রে মাচা তৈরিতে খুঁটি হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

‘‘ গোড়ালে আগালে সব মিলিয়ে ফেলিসনে, পরে সমস্যা হবে। ’’

ছেউটি বেড়া

বাঁশের বাখারি দিয়ে তৈরি একপ্রকার বেড়া। যা কৃষিজমি ঘেরার কাজে লাগে।

‘‘ ছেউটি বেড়া এখন আর কেউ করেনা। সবাই নেট দিয়ে জমি ঘেরে। ’’

ট্রাক্টর

জমিতে চাষ দেওয়ার ক্ষেত্রে ট্রাক্টর অত্যাবশ্যক উপাদান। লাঙলের বিকল্প। ট্রাক্টর দুই ধরনের হয়--

বড় ট্রাক্টর

বড় আকারের ইঞ্জিন চালিত। এতে স্টিয়ারিং ও বসার সিট থাকে। এর কার্যক্ষমতা অনেক বেশি। অনেক সময় কৃষিজ দ্রব্য বা অন্যান্য কিছু পরিবহনের কাজেও ব্যবহার করা হয়।

হ্যান্ড ট্রাকটর

ছোট আকারের। এটিও ইঞ্জিন চালিত। তবে এতে স্টিয়ারিং থাকে না, হাত দিয়ে হ্যাণ্ডেল ধরে চালাতে হয়। হাত দিয়ে চালানো হয় বলে একে হ্যান্ড ট্রাকটর বলে।

বিদেকাটি

বাঁশ বা কাঠের উপর বড় বড় লোহার ফলা লাগানো থাকে। লম্বায় চার বা পাঁচ ফুট হয়। বাঁশ বা কাঠের গায়ে গর্ত করে পাশাপাশি লোহার ফলা লাগানো হয়। ঐ ফলা গুলো মাটিতে চেপে চেপে মাটি আলগা করা হয়। পাট চাষের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ব্যবহৃত উপাদান।

‘‘ ঠিক করে দানা ছড়ালে বিদে দেওয়ার দরকার পড়ে না। ’’

আঁকড়া

চার পাঁচটি লোহার ফলা যুক্ত একপ্রকার যন্ত্র। এর হাতল হয় কাঠের। আগাছা পরিষ্কারের কাজে ব্যবহার করা হয়।

‘‘ আঁকড়ার কাজ নিড়েন দিয়ে হয়? ’’

গাইতি

লোহার তৈরি। খুব শক্ত মাটি কোপানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। যে মাটি সাধারণ কোদাল দিয়ে কোপানো যায় না সেই মাটি গাইতি দিয়ে কোপাতে হয়।

‘‘ আমাদের এখানে কোদাল দিয়ে কোপানো যায় না, গাইতি ছাড়া উপায় নেই। ’’

কুড়ুল

সরাসরি কৃষিকাজে এর ব্যবহার প্রায় নেই। তবে কৃষিজ উপকরণ তৈরির কাজে এর ব্যবহার আছে।

‘‘ যেভাবে তাড়াহুড়ো করছিস, কুড়ুল যেনো পায় না পড়ে। ’’

জাল

নাইলনের সুতো দিয়ে তৈরি জাল। কৃষি জমি ঘেরার কাজে ব্যবহার করা হয়।

‘‘ জাল না টাঙিয়ে বেগুন চাষ করা খুব রিস্ক। ’’

তার

লোহার বা অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি সরু তার। বিভিন্ন ফসলের মাচা দেওয়ার কাজে এর ব্যবহার আছে।

‘‘ অ্যালুমিনিয়ামের তার দিয়ে মাচা করতে পারলে তবু কিছুদিন চলে, লোহার তার এক্কার বেকার। ’’

চুপড়ি

বাঁশের কঞ্চি সরু সরু করে ফালি করে তা দিয়ে তৈরি এক প্রকার ছোট পাত্র। কৃষিক্ষেত্রে ফসল সংগ্রহ ও গৃহস্থালী নানা কাজে চুপড়ি ব্যবহৃত হয়।

‘‘ খোকাকে দিয়ে এক চুপড়ি শাক পাঠিয়ে দিও তো, রান্না করবো।’’

কাঠা

স্টিলের বড় বাটির মত আকারের বেতের তৈরিপাত্র। দক্ষিণবঙ্গে একদা ফসল পরিমাপ করার জন্য কাঠা ব্যবহৃত হত।

‘‘ এক কাঠা আটার জন্য এই নোংরা কাজ করা পোষায় না।’’

ঝাঁপি

চুপড়ির মত দেখতে বাঁশের তৈরি পাত্র। এর ঢাকনা থাকে। কৃষি সংস্কৃতিতে ঝাঁপির বিচিত্র ব্যবহার প্রচলিত ছিল। বর্তমানে এর ব্যবহার খুব কম।

‘‘ এমন জাঁহাবাজ বিড়াল ঝাঁপির ঢাকনা খুলে মাছ গুলো খেয়ে নিলো !’’

চাঙারি

বাঁশের চাঁচাড়ি দিয়ে তৈরি ধামার সাইজের পাত্র। ফসল পরিবহন সহ অন্যান্য নানা কাজে চাঙারি ব্যবহৃত হত। বর্তমানে এর ব্যবহার কম।

‘‘ মাত্র কয়েক চাঙারি ধান বইতেই তোর কোমর ব্যাথা হয়ে গেল!’’

ডালা

ঝাঁপি বা কাঠা কৃষি সংস্কৃতিতে ডালা নামেও পরিচিত। কৃষক রমনীরা যখন কাঠা বা ঝাঁপিতে সংসারের নানা দ্রব্য স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করে তখন কাঠা বা ঝাঁপিকে ডালা নামেও পরিচিত করা হত। বর্তমানে এর ব্যবহার কম।

‘‘ ডালা থেকে কিছু শুকনো লঙ্কা নিয়ে আয় তো।’’

শিকে

বর্তমান দিনে শিকে প্রায় দেখতেই পাওয়া যায় না। অথচ একটা সময় দক্ষিণবঙ্গের প্রায় প্রতিটা কৃষক পরিবারে শিকে ব্যবহৃত হত। ধান বা গমের খড় পাকিয়ে গোল করে শক্ত করে বেঁধে রিং মত করা হত, তারপর ঐ রিং গুলি চারটি মোটা পাটের দড়ির মাঝে উপর নির্দিষ্ট দূরত্বে সাজানো হত। প্রতিটা রিংয়ের মাঝে থাকত প্রায় এক ফুটের ব্যবধান। খড়ের রিং সমেত ঐ দড়ি ঘরের চাল থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হত। একে বলা হত শিকে। মাছ, মাংশ, বা দুধের হাঁড়ি কুকুর বিড়ালের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শিকের উপর তুলে রাখা হত।

‘‘ দুধের হাঁড়িটা মনে করে শিকেয় তুলিস, নইলে বিড়াল খেয়ে নেবে।’’

খোলা

মাটি দিয়ে তৈরি একপ্রকার পাত্র। পিঠে তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। নবান্ন উৎসবে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় প্রতিটা বাড়িতে খোলা ব্যবহৃত হয়।

‘‘ গ্যাসে খোলা ব্যবহার করা যায় না, এর জন্য দরকার চুলো।’’

ওকড়া

কৃষি সংস্কৃতির অনেক পুরানো পাত্র ওকড়া। বর্তমান দিনে এটি দেখতেই পাওয়া যায় না। একটি নারকেলের অর্ধেক মালায় এক বা দুই ফুট বাঁশের কঞ্চি পরানো হত। এই কঞ্চি হাতল এর কাজ করত। রান্না করা ডাল বা তরল খাবার পরিবেশন করার জন্য ওকড়া ব্যবহৃত হত।

‘‘ ওকড়া দিয়ে ডাল তোলার দিন আজ আর নেই।’’

চাঁচালি

একটা সময় দক্ষিণবঙ্গের গ্রাম গুলিতে ডালের বড়ি দেওয়ার রেওয়াজ ছিল প্রচুর। এজন্য ডালের সঙ্গে ঝিরঝিরে করে কাটা চালকুমড়ো মেশাতে হত। চালকুমড়ো ঝিরঝিরে করে কাটার জন্য চাঁচালির ব্যবহার ছিল। পুরানো অ্যালুমিনিয়ামের থালার তলায় পেরেক দিয়ে অসংখ্য ছিদ্র করলে ঐ থালাকে বলা হত চাঁচালি। বড়ি দেওয়ার রেওয়াজ কৃষক পরিবারে আজও আছে, তবে চাঁচালির ব্যবহার বিশেষ দেখতে পাওয়া যায় না।

‘‘ চাঁচালি দিয়ে চালকুমড়ো কোরার কথা এযুগে কেউ বিশ্বাস করবে না।’’

শিল নোড়া

একটা সময় দক্ষিণবঙ্গের কৃষক পরিবারে রান্নার মশলা পেশাই করার কাজে একমাত্র শিল নোড়া ব্যবহৃত হত। বর্তমানে গুড়ো মশলা বাজারে সহজলভ্য হওয়ায় শিল নোড়ার ব্যবহার কমে এসেছে।

‘‘ এখনকার বউ ঝি’রা শিল নোড়ায় মশলা পেশার কথা ভাবতেই পারে না।’’

নুড়ো

অত্যাধুনিক নানা দ্রব্য আবিষ্কারের আগে নোংরা থালা বাসন মাজার আগে নুড়ো ব্যবহৃত হত। এক মুঠো পরিমাণ ধান বা গমের খড় হাতে নিয়ে তা দিয়ে ঘসে বাসন মাজা হত। ঐ খড়কে বলা হত নুড়ো। এখন এর ব্যবহার কম।

‘‘ ছাই নুড়ো দিয়ে বাসন মাজতে তখন মেয়েদের হাত ক্ষয়ে যেত।’’

ঝামা

খুব পোড়া ইঁটকে ঝামা বলা হয়। উনুনে রান্না করলে হাঁড়ি কড়াই এর তলায় কালো কালি জমা হয়। ঐ কালি পরিষ্কার করার কাজে গ্রাম্য মহিলারা ঝামা ব্যবহার করত।

‘‘ এখন তোমাদের কত সুখ, ঝামা দিয়ে কড়ার কালি তুলতে হলে বুঝতে।”

ছোবা

খুব ছোটো মাটির হাঁড়ি। কৃষি সংস্কৃতিতে গৃহস্থালীর নানা জিনিস সংরক্ষণের কাজে ছোবা ব্যবহৃত হত। বর্তমানে এর ব্যবহার একেবারেই নেই।

‘‘ ছোবা আর এ যুগে দেখতে পাবে না বাবা।”

যাঁতা

দক্ষিণবঙ্গের কৃষি সংস্কৃতিতে বিভিন্ন ডাল পেশাই করার কাজে যাঁতা ব্যবহার করা হত। এখন এর ব্যবহার খুব কম।

‘‘ তখনকার দিনে যাঁতায় ডাল পেশাই করা বেশ কষ্টের কাজ ছিল।”

কাকতাড়ুয়া

দক্ষিণবঙ্গের কৃষি সংস্কৃতির অতি পরিচিত বিষয় কাকতাড়ুয়া। ফসল ক্ষেত থেকে পাখি তাড়ানোর জন্য কাকতাড়ুয়া লাগানো হয় । খড় দিয়ে মানুষের দেহের কাঠামো তৈরি করে তাতে একটা ছেঁড়া জামা পরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর মাটির হাঁড়ির পিছনে কালি দিয়ে মানুষের মুখ এঁকে তা ঐ কাঠামোর মাথায় বসিয়ে দেওয়া হয়। দূর থেকে দেখতে মনে হয় মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। জমিতে কাকতাড়ুয়া লাগানো থাকলে পাখিরা ভয় পায়। ঐ জমির ফসলে বিশেষ ক্ষতি করে না।

‘‘ বেগুন ক্ষেতে কাকতাড়ুয়া না দিলে পাখিতে পুরো শেষ করে দেবে।”

আঁটলা

. কৃষিজ দ্রব্য ভর্তি ঝাঁকা মাথায় করে বহন করার সময় ঝাঁকার ওজনে মাথায় খুব ব্যথা লাগে। এর জন্য গামছা বা কাপড় গোল করে জড়িয়ে তার উপর ঝাঁকা বসাতে হয়। ঐ গোলাকার কাপড়কে বলে আঁটলা। মাথায় করে দ্রব্য পরিবহনের জন্য আঁটলা খুব প্রয়োজনীয় জিনিস।

" মাথায় আঁটলা দিয়ে নিস, নইলে খুব লাগবে।"

মার্কার **(Marker)**

শ্রী পদ্ধতিতে ধান চাষের জন্য এটি খুব উপকারী যন্ত্র। জমিতে সঠিক দূরত্বে ও সঠিক সারিতে ধানের বীজ রোপনের জন্য জমিতে দাগ কেটে নিতে হয়। দাগ কাটার কাজে মার্কার ব্যবহার করা হয়। মার্কারে ছয় বা আটটি বড় লোহার রড এবং তার সঙ্গে আট বা দশ ইঞ্চি অন্তর ছোটো লোহার রড জোড়া থাকে। বড় রডের মধ্যভাগে থাকে বিয়ারিং এবং হাত দিয়ে ধরে টানার জন্য থাকে হাতল। হাতল ধরে যন্ত্রটি মাটিতে টানলে জমির উপর নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর দাগ পড়ে যায়। ঐ দাগ বরাবর ধানের বীজ রোপন করতে হয়। অত্যাধুনিক কৃষি পদ্ধতির একটি বিশেষ উপকরণ এটি।

কোনো প্যাডি উইডার (**Cono Paddy Weeder)**

শ্রী পদ্ধতিতে ধান চাষের সময় আগাছা নিয়ন্ত্রণের জন্য এই যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্রে মাঝের আলম্বে দুটি ড্রামের মত বস্তু থাকে যার উপর লোহার অনেক গুলি ফলা যুক্ত থাকে। জমিতে মেশিনটি রেখে হাতল ধরে টানলে বিয়ারিং এর সাহায্যে ড্রাম ঘুরতে থাকে। এর ফলে লোহার ফলা মাটির বেশ গভীরে গেঁথে যায় ও মাটি ওলট পালট হয়ে আগাছা উপড়ে যায়। এই যন্ত্র ব্যবহার করলে আগাছা মাটিতে মিশে সার হয়।

লিফ কালার চার্ট (**Leaf Colour Chart**)

অত্যাধুনিক কৃষি পদ্ধতির একটি বিশেষ যন্ত্র বা চার্ট এটি। ধানের পাতার রং অনুযায়ী কতটা সার প্রয়োগ করতে হবে তার তালিকা এতে দেওয়া থাকে। ধান জমি থেকে ধানের পাতা তুলে এই তালিকার সঙ্গে

মিলিয়ে পরিমাণ অনুযায়ী জমিতে সার প্রয়োগ করা হয়।

ড্রাম সিডার (**Drum Seeder**)

ধান বোনার জন্য একটি অত্যাধুনিক যন্ত্র। একটি লোহার দণ্ডে প্লাস্টিকের চার বা পাঁচটি ড্রাম লাগানো থাকে। লোহার দণ্ডের দুই পাশে থাকে চাকা ও যন্ত্রটি টানার জন্য থাকে হাতল। প্লাস্টিকের ড্রামের দুই দিকে থাকে ছোটো ছোটো সারিবদ্ধ ছিদ্র। ড্রামের মধ্যে অঙ্কুরিত ধান ভর্তি করে যন্ত্রটি জমিতে টানলে অঙ্কুরিত ধান সরাসরি জমিতে পড়ে যায়। এই ভাবেই ধান চাষ করা হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে চাষ করলে ধানের বীজ রোপন করার দরকার হয় না।

প্যাডি ট্রান্সপ্লান্টার (**Paddy Transplanter**)

ইঞ্জিনচালিত ধান রোয়া মেশিন। ধানের বীজ এই মেশিনের সাহায্যে সরাসরি জমিতে রোপন করা যায়। এই মেশিনের সাহায্যে চাষ করলে শ্রমিকের খরচ অনেক কম লাগে। এর সাহায্যে অল্প সময়ে অনেক বেশি পরিমাণ জমিতেধান রোপন সম্ভব হয়।

প্যাডি রিপার (**Paddy Reeper**)

ইঞ্জিনচালিত ধান কাটা মেশিন। এর সাহায্যে অল্প সময় ও কম খরচে অনেক বেশি পরিমাণ জমির ধান কাটা যায়।

ধান ঝাড়া মেশিন

এটিও ইঞ্জিন চালিত এক প্রকার মেশিন। পাকা ধান ঝাড়ার কাজে ব্যবহার করা হয়। এই মেশিন দুই প্রকার। কিছু মেশিন ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিন সহযোগে চলে, কিছু মেশিন পা দিয়ে চালাতে হয়।

গ) উৎপাদন পরবর্তী পরিচর্যা সংক্রান্ত শব্দ-শব্দবন্ধ

আটি বাঁধা

ধান ও গম চাষের ক্ষেত্রে শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। ধান বা গম পেকে গেলে তা কাটার পর অল্প অল্প ধান বা গম গাছ একসঙ্গে বাঁধা হয়। এর ফলে ধান বা গম ঝাড়া ও বহন করতে সুবিধা হয়। কৃষি সংস্কৃতির অন্য আরও অনেক ক্ষেত্রে আটি বাঁধা কথাটির প্রচলন আছে।

‘‘ এ কী আটি বাঁধা হয়েছে? এ তো দুটো বাড়ি দিলেই খুলে যাবে। ’’

এক নাড়া-দু নাড়া

ধান সিদ্ধ করার পর শুকানোর জন্য রৌদ্রে দেওয়া হয়। এই সময় সঠিক ভাবে শুকানোর জন্য উপরের ও নিচের ধান পা দিয়ে নেড়ে ওলট- পালট করে দিতে হয়। রৌদ্রে দেওয়ার পর উপরের ধানগুলো শুকিয়ে গেলে নিচের ধান উপরে তোলার জন্য পা দিয়ে নেড়ে ওলট-পালট করে দিতে হয়। প্রথম বার ওলট-পালট করার নাম এক নাড়া ও দ্বিতীয় বারের নাম দু-নাড়া। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় নাড়ার মাঝে বেশ কিছুটা সময়ের ব্যবধান রাখতে হয়। ধানকে যথাযথ ভাবে শুকনো করার জন্য চার বা পাঁচ নাড়ার প্রয়োজন হয়।

‘‘ সেদিনের কামিনিসরু ধান নাড়তে গেলে পা কেটে রক্ত বের হত, এত সরু। ’’

এক রোদ-দু-রোদ

শুকনো ধান মাড়াই করার জন্য ধানগুলোকে যথেষ্ট পরিমাণে শুকনো করতে হয়। এর জন্য দুই থেকে তিন দিন পর্যাপ্ত রৌদ্রে দেওয়ার দরকার হয়। একদিনের রৌদ্রে শুকানো ধানকে বলে একরোদ ও দুই দিনের রৌদ্রে শুকনো ধানকে বলে দুই রোদ।

‘‘ আজ যা রোদ হচ্ছে, এক রোদেই ধান হয়ে যাবে। ’’

এক সেদ্ধ

ধান থেকে চাল করতে হলে ধান সিদ্ধ করতে হয়। রান্নার জন্য যেমন ভাবে আমরা সব্জি সিদ্ধ করি

তেমন ভাবে ধানও সিদ্ধ করা হয়। উৎকৃষ্ট মানের চাল তৈরির জন্য ধান দুই বার সিদ্ধ করা লাগে। একবার সিদ্ধ করা ধানকে বলা হয় একসেদ্ধ। একসেদ্ধ ধান থেকে চাল করলে তার গুণমান ভালো হয় না।

‘‘ একসেদ্ধ চালের ভাত বেশিক্ষণ ভালো থাকে না। ’’

ঝাড়া

সমস্ত দানা শস্যের মধ্যে কেবলমাত্র ধানই ঝাড়া হয়। পাকা ধান ছোটো ছোটো আটি বেঁধে কাঠের পাটাতনে বা ঝালনে আছাড় মেরে ধান গাছ থেকে ধান আলাদা করা হয়। এই পদ্ধতিকে বলে ঝাড়া।

‘‘ এই গরমে ধান ঝাড়া কাজ করা খুব কষ্টের, গা চুলকে ছিড়ে যায়। ’’

সারা

ধান ঝাড়ার পর ধানের মধ্যে কিছু ছোটো ছোটো খড়কুটো মিশে থাকে। ধান থেকে ঐ খড়কুটো আলাদা করাকে বলে সারা।

‘‘ ঝাড়ার পর সারাই তো আসল ঝামেলার কাজ। ’’

উড়োন দেওয়া

ধান ঝাড়া ও সারার পরও তাতে ধুলো ও ছোটো ছোটো খড়ের টুকরো মিশে থাকে। এই অবস্থায় কুলোয় করে অল্প অল্প ধান নিয়ে হাওয়ার অনুকূলে ছড়ানো হয়। এতে ছোটো খড় ও ধুলো বাতাসে উড়ে যায় এবং পরিষ্কার ধান এক জায়গায় জড় হয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় উড়োন দেওয়া। অনেকক্ষেত্রে উড়োন দেওয়ার সময় ছড়িয়ে পড়া ধানের উপর আলাদা করে কুলো দিয়ে হাওয়া দেওয়া হয়।

‘‘ বর্ষাকালে ধান ওড়ানো খুব সমস্যা। ’’

কাস্তে নামানো

ধান, গম, সরিষা, তিল, রেড়ি প্রভৃতি ফসল কাটার জন্য কাস্তে ব্যবহার করা হয়। কাস্তে নামানো কথাটি ফসলের পুরুষ্টু হওয়ার পরিমাণ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদীয়া

প্রভৃতি জেলার চাষিরা বলে– ‘এখনও কাস্তে নামাইনি ভুঁইতি’। কথাটির অর্থ, ফসল এখনও কাটার উপযুক্ত হয়নি।

খামার

‘খামার’ হল যেখানে ফসল ক্ষেত থেকে তুলে এনে পরিচর্যা করা হয় সেই জায়গা। ধান, সরিষা, গম, প্রভৃতি ফসল ঝাড়া, সারা, সিদ্ধ করা, শুকনো করা প্রভৃতি কাজ খামারে করা হয়। তবে সব কৃষকের খামার থাকে না। সাধারণত ভাগ চাষিদের খামার থাকে না। সম্পন্ন কৃষকদেরই খামার থাকে। ‘খামার’ শব্দটি থেকেই ‘খামার বাড়ি’ কথাটির উৎপত্তি।

‘‘ আমার সাথে এমন করলি তো? এবার আমার খামারে আসিস, আমিও বুঝে নোব। ’’

খ্যাত উটকে দেওয়া

শসা, লাউ, কুমড়ো, উচ্ছে, বেগুন, পটল প্রভৃতি সব্‌জি চাষের ক্ষেত্রে কথাটি ব্যবহৃত হয়। উক্ত ফসলগুলি চাষ করার পর একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ফলন ভালো হয়। তারপর ফলন কমে যায় এবং ফসলের গুণমানও কমে যায় এবং তা মোটেই লাভজনক হয় না। এই অবস্থায় ঐ জমিতে অন্য ফসল চাষ করার জন্য পূর্বের ফসল তুলে দেওয়া হয়। এইভাবে ফসল তুলে দেওয়াকে বলে খ্যাত উটকে দেওয়া।

‘‘ ওরা খ্যাত উটকে দেছ, চল গিয়ে দেখি যদি কিছু পাওয়া যায়। ’’

গাদা দেওয়া

ধান, গম, সরিষা প্রভৃতি ফসল কাটার পর এক জায়গায় জড়ো করে রাখা হয়। এক্ষেত্রে এমন পদ্ধতি নেওয়া হয় যাতে বৃষ্টি হলেও গাদা দেওয়া ফসল ভিজবে না। নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ফসল জমা করে রাখাকে গাদা দেওয়া বলা হয়।

‘‘ ঠিক করে গাদা দিয়ে রাখ। আকাশ ধরলে ঝেড়ে নিস। ’’

গাবা দেওয়া

তিল চাষের ক্ষেত্রে গাবা দেওয়া কথাটি প্রযোজ্য। অনেক তিলগাছ এক জায়গায় জমা করে তার উপরে

পলিথিন দিয়ে চাপা দেওয়া হয়। এমন ভাবে চাপা দিতে হয় যাতে ভিতরে বাতাস ঢুকতে না পারে। এভাবে কয়েকদিন রাখলে তিল ফল গুলো পচে যায়। তাতে ফলের ভিতর থেকে তিল বার করতে সুবিধা হয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় গাবা দেওয়া।

‘‘ তোর তিলের গাবা দেওয়া হয়ে গেলে আমার গুলো দিয়ে দিস ভাই, আমি ঠিকঠাক পারি না। ’’

গোলা ওঠা

ধান সিদ্ধ শুকনো করার পর গোলায় তোলা সম্পূর্ণ ভাবে শেষ হওয়াকে গোলা ওঠা বলে। গোলা ওঠার দিন বাড়িতে ভালো খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। যে সব শ্রমিকরা ধানতোলা বা আনুষঙ্গিক কাজে যুক্ত ছিল তাদেরকেও খাওয়ানো হয়।

‘‘ আকাশের যা হালচাল, যতদিন না গোলা উঠছে শান্তি পাচ্চিনে। ’’

জাগ দেওয়া

পাট চাষে জাগ দেওয়া কথাটি প্রযোজ্য। পাট কাটার পর বোঝা বেঁধে বোঝাগুলো একসঙ্গে জলে ভিজিয়ে রাখা হয় পচনের জন্য। এই পদ্ধতিটি জাগ দেওয়া নামে পরিচিত। আম চাষে জাগ দেওয়া কথাটি আবার ভিন্ন অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হয়। সেখানে কাঁচা আম পাকানোর জন্য জাগ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে একটা বড় ঝুড়ি বা ঝাঁকার নিচের দিকে কারবাইড দিয়ে তার উপর কাঁচা আম পর পর সাজানো হয়। এরপর কারবাইড সমেত পুরো আমগুলো এমন ভাবে ঢাকতে হয় যাতে ভিতরে বায়ু প্রবেশ করতে না পারে। এই ভাবে কয়েকদিন রাখলে কাঁচা আম পেকে যায়। এই পদ্ধতিটিও জাগ দেওয়া নামে পরিচিত।

‘‘ জাগ দেওয়ার জায়গা না থাকলে পাট চাষ করা যায় না। ’’

জালি দেওয়া

ধান গাছ আঁটি বাধার পর সঙ্গে সঙ্গে খামারে বা বাড়িতে আনা সম্ভব না হলে জমির পাশে বিভিন্ন জায়গায় ছোটো ছোটো গাদা দিয়ে রাখা হয়। ঐ ছোটো ছোটো গাদাকে বলে জালি। জালি এমনভাবে দেওয়া হয় যাতে বৃষ্টি হলেও জল ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে।

‘‘ আমি রিস্ক নিইনি, আলের মাথায় জালি দে রেখিছ। ’’

জ্বাল দেওয়া

ধান সিদ্ধ করার সময় বড় উনুনে বড় লোহার কড়াই বসিয়ে তাতে সিদ্ধ করা হয়। সিদ্ধ করার সময় উনুনে সদা সর্বদা ভালো আগুন থাকার দরকার। অন্যথায় চালের গুণমান খারাপ হয়ে যায়। সিদ্ধ করার সময় উনুনে নিয়মিত জ্বালানি দেওয়াকে বলে জ্বাল দেওয়া। জ্বাল দেওয়াই হল ধান সিদ্ধ করার সময় সবচেয়ে কষ্টের কাজ। 'জ্বাল দেওয়া' কথাটি রান্না করার সময়ও ব্যবহৃত হয়।

" বেশি কথা না বলে এক মনে জ্বাল দে। "

টানা দেওয়া

যে কোনো ফসল কাটার পর এক জায়গায় জমা করাকে বলে টানা দেওয়া। হাওড়া, মেদিনীপুরের চাষিরা প্রায়শ বলে 'আলির মাথায় টানা দে'।

" আপাতত টানা দে রাখ, পরে দেখা যাবেন কী করা যায়। "

তোলা

জমিতে ফসল বিক্রি বা অন্যান্য উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করার উপযুক্ত হলে তা জমি থেকে সংগ্রহ করা হয়। অর্থাৎ উপযুক্ত ফসল জমি থেকে সংগ্রহ করাকে বলে তোলা।

" বেগুন এখনো তোলা শুরু করিনি। "

ধান তোলা

পাকা ধান জমি থেকে কেটে সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গোলায় তোলার কাজকে একত্রে ধান তোলা বলে।

" ধান তোলা না হলে কোথাও যাওয়া যাবে না। "

ধান বাঁধা

পাকা ধান গাছ কাটার পর শুকনো ধান গাছ একমুঠে পরিমাণ নিয়ে বাণ্ডিল করাকে বলে ধান বাঁধা। ধান বাঁধা একটা শিল্প। সবাই এ কাজ পারে না। ধান বাঁধা বিশেষ ভাবে শিখতে হয়।

" ধান বাঁধা শেষ না করে বাড়ি যাবো না। "

নাচি করা

কথাটি পাট চাষের সঙ্গে সংযুক্ত। ভিজে পাট রৌদ্রে শুকিয়ে বোঝা বাঁধার আগে ছোটো ছোটো বাণ্ডিল করা হয়। কৃষি সংস্কৃতিতে ঐ বাণ্ডিল গুলোকে বলে নাচি। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় কথাটি বিশেষভাবে প্রচলিত।

‘‘ নাচি ধরে ধরে আলাদা কর, তালি জড়াবে না।’’

নাতা দেওয়া

এটি খামার পরিচর্যার একটি বিষয়। ফসল খামারে তোলার আগে খামারের ধুলো পরিষ্কার করতে হয়। জলে গোবর ও মাটি গুলে নিয়ে ঐ মিশ্রণটি খামারে ঢেলে ঝাঁটা দিয়ে পুরো খামারে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। নাতা দিলে খামারের ধুলো মরে যায়। এছাড়া ঘরের মাটির মেঝের ধুলো মারার জন্যও নাতা দেওয়া হয়। কৃষিজ সংস্কৃতি থেকে কথাটির উৎপত্তি।

‘‘ ধান তোলার আগে খামারে নাতা দিয়ে নিতে হয়। ’’

পল মাড়া

ধান ঝাড়ার সময় ধান সমেত কিছু খড় জমা হয়। ঐ খড়কে বলে পল। ধান ঝাড়া হয়ে গেলে সমস্ত পল এক জায়গায় জড়ো করে তার উপর গরু দিয়ে বা মানুষের পা দিয়ে রগড়ানো হয়। একে পল মাড়া বলে। এর ফলে পলের সঙ্গে আটকে থাকা ধান আলাদা হয়ে পলের নিচে মাটিতে জমা হয়।

‘‘ পল গুলো মেড়ে ধান বার করতে হবে, যা পাওয়া যায়। ’’

পাদ দেওয়া

এটি ঢেঁকিতে চাল কোটা সংক্রান্ত শব্দ। ঢেঁকির পিছনের অংশে পা দিয়ে চাপ দিয়ে ঢেঁকি ওঠানো নামানো করা হয়। এই কাজকে পাদ দেওয়া বলে।

‘‘ একটু পাদ দিয়ে দিস, তোরে কিছু আটা দোব। ’’

পানানো

ধান, গম, সরিষা কাটার জন্য কাস্তে ব্যবহৃত হয়। বহু ব্যবহারের ফলে কাস্তের দাঁত ক্ষয়ে যায়। তখন ঐ কাস্তে কোনো কাজে লাগে না। ভোঁতা কাস্তে কামারের কাছে নিয়ে গিয়ে নতুন করে দাঁত তৈরি করা হয়। একে বলে পানান।

‘‘ নতুন পানানো কাস্তে দিয়ে কাজ করার মজাই আলাদা। ’’

পুলো বাঁধা

ধান ঝাড়া হয়ে গেলে খড় গুলোকে মাঝারি সাইজের বাণ্ডিল করে বাঁধা হয়। ঐ বাণ্ডিলকে বলে পুলো। ঐ কাজকে বলা হয় পুলো বাঁধা।

‘‘ বিচলি গুলোর পুলো বাঁধা এখনো হয়নি। ’’’

বাজরা সাজানো

বাজরা হল বাঁশ দিয়ে তৈরি এক বিশেষ ঝুড়ি, যা আকারে অনেকটা বড়। ঐ পাত্রে সব্জি জাতীয় ফসল বাজারজাত করা হয়। বেগুন, পটল বা অন্যান্য সব্জি বাজরায় পরপর সাজানোকে বলে বাজরা সাজানো।

‘‘ বাজরা সাজানোর উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। ’’

বীজ রাখা

পরবর্তীকালে কোনো ফসলের বীজ তৈরি করার জন্য সংশ্লিষ্ট ফসল কিছুটা গুছিয়ে রাখা। ধান, গম, সরিষা প্রভৃতি ফসলের বীজ করার জন্য কিছুটা ফসল সংরক্ষণ করা হয়। আবার যে সব ফসল এর বীজ দানা থেকে করতে হয়, যেমন-বেগুন, শসা, কুমড়ো, লাউ প্রভৃতি তার বীজ করার জন্য কিছু ফল গাছে রেখেই অতিরিক্ত পুরুষ্টু করা হয়। বীজ করার উদ্দেশ্যে ফসল অতিরিক্ত পুরুষ্টু করাকেও বীজ রাখা বলা হয়।

‘‘ শত অভাবেও বীজ রাখা ধান আমরা খাই না। ’’

বীজের জাতে

বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো প্রভৃতি সব্জি জাতীয় ফসল চাষের পর দেখা যায় যেসব গাছ জমির মধ্যে সবচেয়ে ভালো হয় সেই সব গাছের ফসল বিক্রি করা হয় না। ঐ গাছ গুলোকে সংরক্ষণ করা হয়। বীজের উদ্দেশ্যে জমিতে কোনো গাছকে সংরক্ষণ করাকে 'বীজের জাতে' বলা হয়।

" ও গাছটা বীজের জাতে রাখা আছে। "

বুজলো দেওয়া

ধান, গম, সরিষা প্রভৃতি দানাশস্য পাটের বস্তায় সংরক্ষণ করা হয়। ঐ বস্তায় কোনো ছিদ্র থাকলে বা ছেঁড়া থাকলে সেখানে ধানের খড় গুঁজে দেওয়া হয়। একে বলে বুজলো দেওয়া।

" আপাতত বুজলো দিয়ে কাজ চালাই, পরে সেলাই করে নোব। "

ভাঙানো

ধানকলে নিয়ে গিয়ে ধান ভেঙে চাল করাকে এবং সর্ষে পেষাই করে তেল বার করাকে বলে ভাঙানো।

" সময়ের অভাবে ধান গুলো ভাঙাতে নিয়ে যেতে পারছি না। "

ভাপান

ধান সিদ্ধ করার আগে ধান কড়াইতে করে জল দিয়ে গরম করা হয়। সিদ্ধ করার আগে ধানকে জল সহযোগে অল্প পরিমাণে গরম করাকে বলে ভাপানো।

" ভাপানো ধানও চুরি করে নিগেছ। "

ভেজানো

'ভাপানো' ধান এক বা দুই দিন ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। একে 'ভেজানো' বলে। ভেজানো হল ধান সিদ্ধ করার পূর্বের কাজ।

" একটু রোদ হলেই ভেজানো ধান গুলোকে সিদ্ধ করে নোব। "

ধান মাড়া

ধান সিদ্ধ শুকনো করার পর ধান ভেঙে চাল বার করা হয়। ধান থেকে যে পদ্ধতিতে চাল বার করা হয়, তাকে ধান মাড়া বলে। ধান মাড়াকে ভাঙনোও বলা হয়।

‘‘ চাল ফুরিয়ে গেছ, ধান মাড়তে হবে। ’’

শিষ কাটা

ধান পেকে যাওয়ার পরও জমিতে জল জমে থাকলে ধান গাছ গোড়া থেকে কাটা যায় না। তখন কেবলমাত্র ধানের শিষ গুলো কেটে নেওয়া হয়। এইভাবে ধান সংগ্রহ করাকে শিষ কাটা বলা হয়। শিষ কাটলে ধানের বিচুলি পাওয়া যায় না। কিন্তু বর্ষাকালে কৃষকরা অনেক সময় বাধ্য হয় শিষ কাটতে। শিষ কাটাকে কোনো কোনো অঞ্চলে মাথা মারাও বলা হয়।

‘‘ শিষ কাটা ছাড়া আর কোন উপায় নি। ’’

মেলে দেওয়া

যে কোনো ফসল রৌদ্রে শুকাতে দেওয়াকে বলে মেলে দেওয়া।

‘‘ ধান মেলে পাহারা না দিলে পাখিতে সব শেষ করে দেবে। ’’

ভেসে যাওয়া

পচানোর জন্য নদীতে পাট জাগ দিলে নদীর স্রোতে জাগ অনেক সময় ভেসে যায়। একে ভেসে যাওয়া বলে।

‘‘ যাতে ভেসে না যায় তার এত চেষ্টা করলুম, তবু হলনা। ’’

হ্যাঙা দেওয়া

পাট গাছ থেকে পাটের আঁশ ছাড়িয়ে নেওয়ার পর যে দণ্ডটি পড়ে থাকে তাকে বলে পাটকাঠি। পাটকাঠি জ্বালানির কাজে ব্যবহৃত হয়। ভিজে পাটকাঠি শুকনো করার জন্য পিরামিডের আকারে এক বিশেষ

পদ্ধতিতে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। পিরামিডের আকারে পাটকাঠি শুকনো করতে দেওয়ার নাম হ্যাঙা দেওয়া।

" তোর পাকাটি হ্যাঙা দেয়া হয়ে গিয়েছ? "

সেদ্ধ শুকনো করা

ধান থেকে চাল তৈরি করার জন্য কতকগুলি পর্যায়ে কাজ করতে হয়। যেমন ভেজানো, ভাপানো, সিদ্ধকরা, শুকনো করা এবং ধান ভানা। এই সব কাজ গুলোকে একসঙ্গে বলা হয় সেদ্ধ শুকনো করা। সাধারণত কৃষক পরিবারের মেয়েরা এই কাজগুলি করে থাকে। এটি বেশ কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ কাজ।

" এযুগে ধান সেদ্ধ শুকনো করে কোন লাভ নেই। "

ছুচে নেওয়া বা ছুলে নেওয়া

জমি থেকে ধান সংগ্রহের একটি পদ্ধতি। পাকা ধানের জমিতে যদি প্রচুর জল জমে যায় তবে সেই জমি থেকে আর ধানগাছ বা ধানের শিষ কাটা যায় না। কৃষকরা তখন বাধ্য হয়ে ধানের শিষ থেকে হাত দিয়ে ধানগুলো টেনে টেনে ছাড়িয়ে নেয়। এই কাজকে বলা হয় ছুচে নেওয়া বা ছুলে নেওয়া।

" কোন উপায় না পেয়ে শেষে ছুচে নিয়েছি। "

টাল দেওয়া

যেকোন ফসল কাটার পর জমিতে বা খামারে উঁচু ঢিবির মত করে জমা করাকে টাল দেওয়া বলা হয়। টাল দেওয়া কথাটি জমা দেওয়া বোঝাতে ব্যবহার করা হয়।

" আপাতত টাল দিয়ে রাখ, ভালো মন্দ পরে বাছাই করা যাবে।"

ভাঙা

সরিষা, মুশুরি, ছোলা, মটর প্রভৃতি দানাশস্য পেকে শুকিয়ে যাওয়ার পর গাছ সমেত জমি থেকে সংগ্রহ

করা হয়। দানাশস্যের শুকনো গাছ জমি থেকে সংগ্রহ করাকে ভাঙা বলা হয়। আবার ফল জাতীয় ফসল যেমন পটল, পেঁপে, শশা, বেগুন প্রভৃতি গাছ থেকে সংগ্রহ করাকেও ভাঙা বলা হয়।

" আমার মুশুরি সব ভাঙা হয়ে গেছ। "

পেটানো

সরিষা, তিল, গম, মুশুরি, গম প্রভৃতি দানাশস্যের গাছ খামারে নিয়ে আসার পর তার থেকে শস্যের দানা বার করতে হলে বড় শক্ত কাঠ দিয়ে শুকনো গাছের উপর আঘাত করতে হয়। এই কাজকে বলা হয় পেটানো। গাছ উপযুক্ত পরিমাণে শুকনো না হলে দানা বার হয় না। প্রখর রৌদ্রের মধ্যে এই কাজ করতে হয়।

" রোদ যত চড়া হবে, পেটানো তত ভালো হবে। "

ঘ) উপজাত দ্রব্যের নাম

গোঁজা

পাট কেটে নেওয়ার পর যে অংশটুকু মাটির মধ্যে থেকে যায় তাকে গোঁজা বলে। পরের চাষের জন্য জমিতে লাঙল দিলে গোঁজাগুলো উঠে আসে। গোঁজা জ্বালানির কাজে ব্যবহৃত হয়।

" কাল এক বস্তা গোঁজা কুড়িয়েলাম, আজ দেখি কটা হয়। "

পাটকাঠি বা পাকাটি

পাট পচিয়ে তন্তু ছাড়িয়ে নেওয়ার পর যে শক্ত সরু দণ্ডটি থাকে তাকে পাটকাটি বা পাকাটি বলে। পাটকাটি মূলত জ্বালানির কাজে বা পান বরজের বেড়া দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়।

" বর্ষাকালের জন্য কিছু পাকাটি গুছিয়ে রাখতে হবে। "

ছেলো

পাট চাষ করলে জমির সব পাট সমানভাবে বৃদ্ধি পায় না। যে সব পাট গাছের বৃদ্ধি যথাযথ হয় না তা কেটে

আলাদা করে শুকনো করা হয়। একে ছেলো বলে। ছেলো থেকে পাট হয় না। মূলত জ্বালানির কাজে ও বেড়া দেওয়ার কাজে ছেলো ব্যবহৃত হয়।

‘‘ এবার ছেলো এত বেশি হয়েছে যে লাভ করা কঠিন হবে। ’’

পাটশাক

পাট গাছের কচি পাতা গ্রামের মানুষ ভাজা করে খায়। গ্রামের মানুষ পাট চাষের সময় প্রচুর পাটপাতা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। কচি পাট পাতা পাটশাক নামে পরিচিত।

‘‘ গরম ভাতে পাটশাক আর লঙ্কা পোড়া হলে আমার আর কিছু লাগে না। ’’

বিচুলি

ধান গাছ থেকে ধান ঝেড়ে নেওয়ার পর যে শুকনো ধানগাছ অবশিষ্ট থাকে তা ‘বিচুলি’ নামে পরিচিত। দক্ষিণবঙ্গের অনেক জেলায় বিচুলি ‘খড়’ নামেও পরিচিত।

‘‘ বর্ষায় সব বিচুলি পচে গেলো, গরু গুলোকে যে কী খেতে দোব সারাবছর তাই ভাবছি। ’’

পল

বিচুলির রকমফের। ধান ঝেড়ে নেওয়ার পর গাছগুলি শক্তপোক্ত থাকলে হয় বিচুলি; অন্যথায় তা পলে পরিণত হয়। মূলত জ্বালানির কাজে পল ব্যবহৃত হয়।

‘‘ খুব সাবধানে পল জ্বাল দিতে হয়, নইলে ধরে যাওয়ার ভয় থাকে। ’’

নাড়া

ধান গাছ কেটে নেওয়ার পর যে অংশটুকু মাটির সঙ্গে থেকে যায় তাকে বলে নাড়া। জমিতে লাঙল দিলে নাড়া গুলো বাইরে বেরিয়ে আসে। নাড়া জ্বালানির কাজে ব্যবহৃত হয়।

‘‘ বসে না থেকে নাড়া কুড়োলিও তো পারিস, তবু কাজে লাগে। ’’

বাকল

কলা গাছের কাণ্ডে স্তরে স্তরে সবুজ মোটা পর্দা জড়ানো থাকে। কাণ্ডের চারিদিকে জড়িয়ে থাকা এই অংশকে বাকল বলা হয়।

" থোড় বের করে বাকল গুলো গাড্ডায় ফেলে দিস, নইলে পচে গন্ধ বেরোবে। "

বাসনা

কলাগাছের শুকনো পাতাকে বাসনা বলে। কৃষিক্ষেত্রে বাসনা বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া জ্বালানির কাজেও ব্যবহৃত হয়।

" বাসনা গুলো সব কেটে আনিস, জ্বালানো যাবে। "

পালা

বাঁশের শুকনো কঞ্চি পালা নামে পরিচিত। আবার বেগুন, লাউ, কুমড়ো, শসা, বরবটি, প্রভৃতির মৃত শুকনো গাছকেও পালা বলে।

" পালাগুনো কেটে সাইজ করে রাখতে হবে। "

হাপসা, হাপসা পালা

বিশেষত লতানো জাতীয়, যেমন- শিম, বরবটি, মটরশুটি প্রভৃতি ফসলের মৃত শুকনো গাছকে হাপসা বলে। হাপসা এক জায়গায় অনেক জমা হলে তাকে হাপসা পালা বলা হয়।

" আমি ক্ষেতেই হাপসা পালা পুড়িয়ে দিছ, কে অত ঝামেলা নেয়। "

এঁটে

বাঁশ কেটে নেওয়ার পর অবশিষ্ট যে অংশ মাটিতে আটকে থেকে যায় তার নাম এঁটে। এঁটে থেকে নতুন বাঁশের জন্ম হয়। আবার কচু ও ওল এর বীজকেও এঁটে বলে।

" অভাবের দায়ে একসময় আমরা এঁটে রান্না করেও খেয়িছ। "

কড়াল

বাঁশ ঝাড়ে বর্ষার সময় পুরানো বাঁশের গোড়া থেকে নতুন বাঁশ বের হয়। ঐ নতুন বাঁশকে বলে কড়াল।

‘‘ ঝাড়ের গোড়ায় মাটি ফেলতে পারলে কড়াল একটু বেশি বের হয়। ’’

কাঁকচা

সরিষা গাছে এক প্রকার লম্বা আবরণের মধ্যে সরিষার দানা থাকে। গাছ শুকিয়ে যাওয়ার পর ঐ আবরণের ভিতর থেকে সরিষার দানা বার করতে হয়। সরিষার দানা বার করার পর তার আবরণের যে খোসা জমা হয় তাকে একত্রে কাঁকচা বলা হয়। মূলত জ্বালানির কাজে কাঁকচা ব্যবহৃত হয়।

‘‘ ওরা সরষে পিটিয়ে কাঁকচা নিয়ে যাবে। ’’

ফেঁসো

পাটের উপজাত দ্রব্য ফেঁসো। শুকনো পাটের খুব সরু ছেঁড়া আঁশ হল ফেঁসো। পাটকাঠি থেকে পাটের মূল আঁশ ছাড়িয়ে নেওয়ার পর পাটকাটির গায় ফেঁসো জড়িয়ে থাকে। অনেক ফেঁসো একজায়গায় করে গৃহস্থালীর নানা কাজে ব্যবহার করা হয়।

‘‘ পাটের কাজ করা আর নাক মুখ দিয়ে ফেঁসো খাওয়া একই ব্যাপার। ’’

কুঁড়ো

ধান মাড়াই করে চাল বার করার পর ধানের যে খোসা জমা হয় তাকে কুঁড়ো বলা হয়। মূলত জ্বালানির কাজে, সেইসঙ্গে গৃহপালিত গরু, মুরগি, হাঁস, ছাগলের খাদ্য হিসাবেও কুঁড়ো ব্যবহার করা হয়।

‘‘ ঘরের কুড়ো ওরা যত পারে খাক, কিছু যায় আসে না। ’’

তুষ

ধান ও কুঁড়োর মাঝামাঝি অবস্থা হল তুষ । কুঁড়ো যথেষ্ট পরিমাণে মিহি না হলে অন্য অর্থে গৃহপালিত পশুর খাদ্যের উপযোগী না হলে তাকে তুষ বলা হয়। জ্বালানি হিসাবেই এর মূল ব্যবহার।

‘‘ চুলোয় অল্প অল্প করে তুষ দে, ভালো জ্বলবে। ’’

খোল

সরিষা, তিল এসব পেষাই করে তেল বার করার পর যে অংশ পড়ে থাকে তাকে খোল বলা হয়। গরু ছাগলের খাদ্য হিসেবে খোলের বহুল ব্যবহার রয়েছে।

‘‘ এত বেলা হল এখনো গরুকে খোল জল দিসনি! ’’

খুদ

ধান মেড়ে চাল তৈরি করার পর দেখা যায় কিছু চাল ভেঙে ছোট ছোট হয়ে গিয়েছে। এইরকম ছোটো ছোটো ভাঙা চালকে বলা হয় খুদ। সাধারণত গৃহপালিত পশুর খাদ্য হিসাবে খুদ ব্যবহৃত হয়।

‘‘ একটা সময় অভাবের কারণে মানুষ খুদ রান্না করেও খেয়েছে।’’

চিটে

ধানক্ষেতে শোষক পোকা লাগলে সব ধানের মধ্যে চাল তৈরি হয় না। চালহীন ধানের খোসাকে চিটে বলা হয়।

‘‘ এত চিটে হলে লাভের আশা না করাই ভালো।’’

ডাঁটা

লাউ, কুমড়ো, পুঁইশাক প্রভৃতি গাছের কাণ্ডকে বলা হয় ডাঁটা। কৃষি সংস্কৃতিতে ডাঁটা রান্না করে খাওয়ার রেওয়াজ আছে।

‘‘ ভালো পুঁইশাকের ডাঁটাও খেতে ভালো লাগে।’’

ঙ) কৃষি শ্রমিক সংক্রান্ত শব্দ-শব্দবন্ধ

কাজ ছেড়ে দেওয়া

কৃষি মজুররা জমিতে কাজ করতে করতে নির্দিষ্ট সময়ের পরে কাজ বন্ধ করে দেয়। একে বলে কাজ ছেড়ে দেওয়া।

‘‘ এত তাড়াতাড়ি কাজ ছেড়ে দিলি, আর একটু করা যেত না। ’’

জল খাবার

কৃষি মজুররা যে কৃষকের জমিতে কাজ করে ঐ জমির মালিককে শ্রমিকদের টিফিন খাওয়াতে হয়। ঐ টিফিন জলখাবার নামে পরিচিত। তবে অন্যান্য পেশাতেও কথাটি প্রচলিত আছে।

‘‘আমরা জলখাবার খাবোনা, টাকা নোব। ’’

জোন বওয়া

একজন কৃষি মজুরের প্রতিদিন কাজ পাওয়া কে বলে ‘জোন বওয়া’। জোন না বইলে কৃষি শ্রমিকদের রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যায়।

‘‘ সারা বছর জোন বইলে আবার ভাতের চিন্তা? ’’

জিরোন

কৃষি শ্রমিকরা জমিতে কাজ করার সময় একটানা কিছুক্ষণ কাজ করার পর, কিছুটা সময় কাজ বন্ধ করে বিশ্রাম করে। কাজের ফাঁকে এই বিশ্রাম নেওয়া ‘জিরোন’ নামে পরিচিত।

‘‘ কাজের থেকে জিরোনো বেশি হয়ে যাচ্ছে। ’’

দক্ষিণে লোক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় অন্যান্য জেলার তুলনায় দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেশি। এই জেলার কৃষিশ্রমিকরা সারাবছর নিয়মিত কাজ পায় না। এ কারণে ধান বা পাট চাষের মরশুমে বহু মানুষ এই জেলা থেকে উত্তর ২৪ পরগনা, নদীয়া, হুগলী প্রভৃতি জেলায় কাজ করতে আসে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা থেকে আগত শ্রমিকদের বলা হয় দক্ষিণে লোক।

‘‘ দক্ষিণে লোক দে কাজ করিয়ে সুখ আছ। ’’

পেট ভাতা

দক্ষিণবঙ্গের কৃষিক্ষেত্রে একসময় প্রয়োজনের অতিরক্তি শ্রমিক কাজ করতো। ফলে তখনকার শ্রমিকরা শ্রমের বিনিময়ে টাকা পাওয়ার কথা ভাবতো না। তাদের কাছে কাজের বিনিময়ে একবেলা পেট ভরে

খেতে পাওয়াটা ছিল বেশ আনন্দের ব্যাপার। খাওয়ার বিনিময়ে কাজ করাকে 'পেট ভাতা' বলে। সেদিনের সম্পন্ন কৃষকরা কৃষি শ্রমিকদের কেবলমাত্র খেতে দিয়েই কখনো কখনো চাষের কাজ করিয়ে নিত। বর্তমানে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। উপার্জনের বিকল্প মাধ্যম বেড়ে যাওয়ায় শ্রমজীবী মানুষ আর শুধুই কৃষিক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকছে না। ফলে বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকের অভাব দেখা যাচ্ছে।

'' আমরা কী পেট ভাতায় কাজ করছি, যে যা বলবে তাই করবো। ''

মেন্দার

সম্পন্ন কৃষকের বাড়ির মাহিনা দেওয়া কাজের লোক হল মেন্দার। যখন কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রাচুর্য ছিল তখন শ্রমিকরা প্রতিদিন কাজ পেত না। ফলে কেউ কেউ কোনো সম্পন্ন কৃষকের বাড়িতে সারাবছরের চুক্তিতে কাজে যোগ দিত। এই চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরাই মেন্দার নামে পরিচিত। মেন্দারদের মজুরি তুলনায় একটু কম হলেও তাদের সারা বছরের কাজের নিশ্চয়তা থাকে। এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মেন্দার এর ধারণা আর তেমন প্রকট নয়।

'' মেন্দারই আমার চাষবাস সব দেখাশুনো করত, আমার অত ভাবতে হত না''

রোজ কামাই

কৃষি শ্রমিক একদিন কাজ না করে বসে থাকাকে বলে রোজ কামাই। কথাটি অন্য পেশার শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও প্রচলিত রয়েছে।

'' রোজ কামাই করে বিয়ে বাড়ি যেতে পারবো না। ''

রোজ গণ্ডা

কৃষি শ্রমিকদের প্রতিদিনের কাজের পারিশ্রমিক হল রোজ গণ্ডা। প্রতিদিনের পারিশ্রমিক প্রতিদিনে বুঝে পাওয়া কৃষি শ্রমিকদের কাছে বেশ আনন্দের।

'' কাজ করবো রোজ গণ্ডা বুঝে নোব, অত কথায় আমাদের কী? ''

লাঙলের দাম

লাঙল গরু সব কৃষকের থাকে না, কিন্তু লাঙল এর প্রয়োজনীয়তা থাকে সবারই। তাই যাদের নেই তারা যাদের আছে তাদের থেকে লাঙল গরু ভাড়া করে। একদিন লাঙল গরু ব্যবহার করতে যে ভাড়া লাগে তাকে বলে লাঙলের দাম।

‘‘ বাবু লাঙলের দামটা দিলে ভালো হত। ’’

লাঙল বওয়া

কৃষিজ সংস্কৃতিতে অন্যের জমিতে লাঙল দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করাও একপ্রকার পেশা। গ্রামে গঞ্জে এমন অনেক মানুষ আছে যাদের নিজস্ব জমি না থাকলেও ভালো লাঙল গরু আছে এবং তারা নিজেরা লাঙল চালাতে পারে। এই ব্যক্তিরা অন্যের জমিতে লাঙল দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করে। আলোচ্য ব্যক্তিদের সাপেক্ষ প্রতিদিন লাঙল টানার কাজ পাওয়ার নাম লাঙল বওয়া।

‘‘ লাঙল না বইলে পেটে ভাত জুটবে না। ’’

লোক দে করা

যে সব কৃষকের জমির পরিমাণ অনেক বেশি তারা নিজেরা পরিশ্রম করে সব জমিতে চাষ করতে পারে না। তখন তারা কৃষি শ্রমিকের সাহায্য নেয়। কৃষি শ্রমিকের সাহায্যে চাষ করাকে বলে লোক দে করা। বর্তমানে উপার্জনের প্রচুর নতুন নতুন মাধ্যম তৈরি হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে বর্তমানে শ্রমিকের অভাব দেখা দিয়েছে। ফলে কৃষি শ্রমিকদের পারিশ্রমিকও বেড়ে গিয়েছে প্রচুর। এমন অবস্থায় সম্পূর্ণ রূপে শ্রমিক এর সাহায্যে চাষ করলে লাভ বিশেষ হয় না। এই প্রেক্ষিতে লোক দে করা কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

‘‘ লোক দে করার চেয়ে চাষ ছেড়ে দোবা ভালো। ’’

ধরে দেওয়া

কৃষি শ্রমিক ভালো কাজ করলে তার বিনিময়ে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত কিছু টাকা

দেয়। এই অতিরিক্ত টাকা দেওয়াকে ধরে দেওয়া বলা হয়।

‘‘ একটু টেনে কর, টাকা ধরে দেবো। ’’

জোনে কাজ

কৃষি শ্রমিকদের কৃষিজ পরিভাষায় জোন বলা হয়। জোনদের প্রতিদিনের নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক থাকে। কোনো কৃষিকাজ জোনদের দিয়ে করানোকে জোনে কাজ বলে। জোন দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট সময় ধরে কাজ করে। সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে কাজ বন্ধ করে দেয়। জোন দিয়ে কাজ করলে কাজ ভালো হয় না এবং কাজের পরিমাণও কম হয়।

‘‘ এযুগে জোনে কাজ করানো লস। ’’

ফুরন কাজ

অনেক সময় কৃষিকাজ শ্রমিক দিয়ে করানোর ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক বিষয়ে চুক্তি করে নেওয়া হয়। চুক্তিতে কাজের পরিমাণ এবং পারিশ্রমিকের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা থাকে। কত সময় ধরে কাজটি করা হবে তা চুক্তিতে নির্দিষ্ট করা থাকে না। শ্রমিকরা কাজটি সম্পূর্ণ করবে এবং চুক্তি অনুসারে পারিশ্রমিক পাবে। এইভাবে কাজ এবং পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট করে কাজ করাকে ফুরন কাজ বলে। জোনে কাজের বিপরীত প্রক্রিয়া ফুরন কাজ।

‘‘ ফুরন কাজ বলে যেনো যা তাই করে দিস না, একটু ভালো করে করিস বাব। ’’

রোজ সই

কৃষি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কথাটি প্রযোজ্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে কৃষি শ্রমিকরা কাজ করার জন্য মাঠে যায়, কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে কাজ করে না। প্রচুর ফাঁকি দিয়ে নির্দিষ্ট সময় কাটায় এবং নির্ধারিত পারিশ্রমিক নিয়ে বাড়ি ফেরে। এমন কাজ করাকে রোজ সই বলে।

‘‘ আর কষ্ট, যাবো রোজ সই করে চলে আসবো। ’’

লোক হওয়া

যেসব কৃষকের অনেক জমি তাদের একার পক্ষে সমস্ত কৃষিজ কাজ করা সম্ভব হয় না। ঐ কৃষক টাকার বিনিময়ে জমিতে কৃষি শ্রমিক দিয়ে কাজ করায়। জমিতে শ্রমিক লাগানো বিষয়টি লোক হওয়া নামে পরিচিত।

‘‘ মাঠে পাঁচজন লোক হয়েছে, অনেক ঝামেলা। ”

জোনের দাম

কৃষি শ্রমিকদের চলতি কথায় বলে জোন। জোনের দাম হল কৃষি শ্রমিকের একদিনের কাজের পারিশ্রমিক।

‘‘ কাজ না করেই কী জোনের দাম নিবি?”

মাঠের ভাত

একটা সময় দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জায়গায় কৃষি শ্রমিকদের জলখাবার হিসাবে ভাত খাওয়ানো হত। কৃষক পরিবারের বধূরা আগের দিন রাতে বেশি পরিমাণে ভাত রেঁধে রাখত। তারপর সকালবেলা সেই ভাত শ্রমিকদের জন্য মাঠে পাঠিয়ে দেওয়া হত। শ্রমিকদের জন্য মাঠে পাঠানো ভাতই মাঠের ভাত নামে পরিচিত ছিল।

‘‘ মাঠের ভাত পাঠাতে দেরি হলে আর মান থাকবে না।”

চ) জমির প্রকৃতি বিষয়ক শব্দ-শব্দবন্ধ

এক ফসলি জমি

যে জমিতে সারাবছরে মাত্র একবার চাষ হয়, তাকে একফসলি জমি বলে।

‘‘ এই রকম এক ফসলি জমি নিয়ে সারাবছর পেটের ভাত করা মুশকিল।”

দু-ফসলি জমি

যে জমিতে বছরে মাত্র দুই বার চাষ হয়, তাকে দু-ফসলি জমি বলে।

‘‘আমাদের এখানে সব জমিই বহু ফসলি, দু-ফসলি জমি নেই।”

খাসির মাথা

খুব ভালো মানের জমি। এই জমিতে সারাবছর চাষ করা যায় এবং সমস্ত ফসল এখানে ভালো হয়। এই প্রকার জমির দামও প্রচুর।

‘‘ এইরাম খাসির মাথা জমি কেউ বিক্রি করে! ’’

ওটন ডাঙা

যেসব জমি উঁচু তাদের ওটন ভাঙা বলে। ওটন ভাঙা জমিতে জল দাঁড়ায় না। যেসব ফসলে জল বেশি দরকার যেমন- ধান, পাট প্রভৃতি ওটন ভাঙা জমিতে চাষ করা যায় না। এমন জমির দামও কম।

‘‘ ওটন ডাঙায় কচু চাষ হয়না। ’’

জোল

চারিদিকে উচু এবং মাঝখনের বেশ কিছুটা নিচু জমিকে জোল বলে। জোল জমিতে সারাবছর জল থাকে। ফলে এখানে রবি শস্য চাষ করা যায় না। মূলত ধান, পাট প্রভৃতি চাষ এই জমিতে ভাল হয়।

‘‘ সামনের বার মাঠপুকুরির জোলে ধনিচা দানা ছড়িয়ে দেব। কিছু জ্বালানি তো হবে। ’’

টেঁক

এটি খুব উঁচু জমি। এই জমিতে একেবারেই জল দাঁড়ায় না। যে ফসলে বেশি জলের প্রয়োজন সে ফসল এখানে চাষ করা যায় না।

‘‘ আমাদের এখানের সব জমিই টেক, গরম কালে চাষ হয়না। ’’

ডাঙা

সাধারণত উঁচু জমিকে ডাঙা বলে। এই জমিতে সারাবছর জল জমে থাকে না আবার টেঁক জমির মত শুকিয়েও যায় না। ডাঙা জমিতে সবরকম চাষ ভালো হয়। এই জমি কৃষকদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। এর দামও অনেক বেশি।

‘‘বিঘে দুই ডাঙা জমি থাকলে ভাতের অভাব হয় না। ’’

ডুবো

নদীর ও খালের ধারের জমি ডুবো নামে পরিচিত। এই জমিতে প্রায় সারা বছর জল জমে থাকে। ফলে এখানে নির্দিষ্ট কিছু ফসল ছাড়া অন্য কোনো ফসল হয় না। পানিফল, পদ্ম ফুল, ধনিচা গাছ এই ধরনের চাষই ডুবো জমিতে হয়ে থাকে। এ জমির মূল্য খুবই কম।

‘‘ এখানকার অধিকাংশ জমিই ডুবো, সব্জি চাষ কী করে হবে? ’’

নোনা ওঠা

কোনো কারণে যদি জমিতে নোনা জল প্রবেশ করে তবে সে জমিতে আর চাষ করা যায় না। এমন জমিকে নোনা ওঠা জমি বলে।

‘‘ আয়লার পর এলাকার সব জমিতে নোনা উঠে গেছ, চাষ বিশেষ হয়না। ’’

পোতা

ওঠন ভাঙা জমি থেকে নিচু এবং সাধারণ জমি থেকে কিছুটা উঁচু জমিকে পোতা বলে। এই জমিতে চাষ ভালো হয়।

‘‘ বুড়ির পোতায় এবার পটল চাষ করিচি, দেখি কেমন হয়।

বাগান

কৃষকরা কোনো কোনো জমিতে স্থায়ী-ভাবে কলা, শাল, সেগুন, আম, পেয়ারা প্রভৃতি গাছ লাগায়। ঐ জমিতে আর নিয়মিত চাষ হয় না। এমন জমিকে বলে বাগান।

‘‘ দেখাশুনো করার লোক নেই, বেশির ভাগ জমিতে আম বাগান লাগিয়ে দিয়েছি। ’’

ভালো মাটি

যে মাটিতে সব রকম ফসল ভালো হয় তাকে ভালো মাটি বলে। দোঁয়াশ মাটিই ভালো মাটি নামে পরিচিত।

‘‘ ওদের ওখানে মাটি ভালো, চাষে লাল হয়ে যাচ্ছে ওরা। ’’

খারাপ মাটি

নোনা ধরা, পাথুরে, বালি মেশা মাটিতে চাষ ভালো হয় না। এমন মাটিকে খারাপ মাটি বলে।

" এমন খারাব মাটিতে চাষ করা যায় না। "

মাঠান জমি

কৃষিজ সমাজের কাছে জমি দুই প্রকার - মাঠান জমি ও ভিটে বাড়ি। বসত বাড়ি ও তার সংশ্লিষ্ট জমি হল ভিটে বাড়ি। অন্যদিকে যেসব জমি কেবলমাত্র চাষের কাজে ব্যবহৃত হয় তাদের মাঠান জমি বলে।

" ভিটে আর মাঠান, জমির তো এই দুই ভাগ। "

মাটির গুণ

সব রকম মাটিতে সব ফসল ভালো হয় না। যেমন- বালি মাটিতে আলু চাষ ভালো হয়, এঁটেল মাটিতে আলু চাষ ভালো হয় না। আবার ধান চাষ এঁটেল মাটিতে ভালো হয়। মাটির উৎপাদন বিশেষত্বকে বলে মাটির গুণ।

" আসল কথাটা হল মাটির গুণ, মাটি ভালো হলে সব ভালো হয়। "

আচাট

দীর্ঘদিন কোনো জমিতে চাষ করা না হলে ঐ জমিতে প্রচুর পরিমাণে ঘাস ও আগাছা জন্মায়। ফলে ঐ জমিতে আর চাষ করা যায় না। ঘাস ও আগাছায় ঢেকে যাওয়া জমিকে বলা হয় আচাট।

" এক সিজন চাষ করিনি, তাতেই জমি আচাট হয়ে গেছ। "

গড়ান

একদিকে ঢালু জমিকে বলে গড়ান। কারণ এই জমিতে জল দাড়ায় না, গড়িয়ে অন্য জমিতে চলে যায়। যেসব ফসলে জল কম লাগে সেসব ফসল গড়ান জমিতে ভালো চাষ হয়।

" গড়ান জমিতে আর যাই হোক ধান হবে না। "

জো হওয়া

ধান ছাড়া অন্যান্য যে কোনো ধরনের চাষের ক্ষেত্রে জো-হওয়া কথাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। 'জো হওয়া' জমির সেই অবস্থা যখন মাটি সম্পূর্ণ ভিজে নয় , আবার পুরোপুরি শুকনোও নয়। জমিতে জলের পরিমাণের একটি বিশেষ অবস্থা হল জো হওয়া। একঅর্থে 'জো হওয়া' জমির সেই অবস্থা যে অবস্থায় খুব ভালো করে লাঙল চালানো যায়।

'' দেখিস যেনো জো বয়ে না যায়। ''

টানানো

বৃষ্টির জলে জমির মাটি একেবারে নরম হয়ে গেলে তাতে লাঙল দেওয়া যায় না। জমি কিছুটা শুকনো হওয়ার দরকার পড়ে। এমন ক্ষেত্রে ভিজে জমি ধীরে ধীরে শুকনো হওয়াকে বলে টানানো। অর্থাৎ জমির জল আস্তে আস্তে শুকনো হওয়া।

'' বাবু মাটি একটু টানাক, তারপর চষে দোব। ''

বাচাড়

'বাচাড়' হল ঘাসে ঢাকা এমন জমি যাতে কোনো চাষ হয় না। 'বাচাড়' কে চাষযোগ্য করে তোলা বেশ কঠিন।

'' আগে তবু গ্রামে একটা দুটো বাচাড় ছিলো, বিকেলে বসা যেত, এখন তো তাও নেই। ''

ভাগাড়

সাধারণ অর্থে ভাগাড় হল সেই জায়গা যেখানে নোংরা, পচা জিনিস ফেলা হয়। লোকালয় থেকে ভাগাড় কিছুটা দূরে থাকে। কৃষিজ সংস্কৃতিতে অনুর্বর পোড়ো জমিকেও ভাগাড় বলে।

'' এই ভাগাড়ের ধারের জমিরও এত দাম !''

লিজ জমি

টাকার বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কৃষকরা অন্যের জমি চাষ করে। এক্ষেত্রে জমির মালিককে নির্দিষ্ট

পরিমাণ টাকা দিতে হয়। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কৃষক যতটা যা চাষ করার করে নিতে পারে। এর পুরোটাই কৃষক পায়। জমির মালিক উৎপাদিত ফসলের কোনো ভাগ পায় না। চাষ করে কৃষকের লোকসান হলে তার অংশভাগও জমির মালিক নেয় না।

‘‘ জমি লিজে দোয়া মহা পাপ। ’’

ভাগের জমি

উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক মালিক পাবে আর অর্ধেক পাবে কৃষক এমন শর্তে কৃষাণ যখন জমি চাষ করে তখন তাকে বলে ভাগে করা ও ওই জমিকে বলা হয় ভাগের জমি। উল্লেখ্য ভাগের জমির ক্ষেত্রে ভাগাভাগির অনুপাত পরিস্থিতির সাপেক্ষে পরিবর্তিত হয়।

‘‘ বিঘে দুই ভাগে নিয়ে ধান চাষ করি, নিজের জমি নেই বাবু। ’’

ভাগরা জমি

রাষ্ট্রীয় আইন বলে ভাগে চাষ করা চাষি অনেক সময় জমির উপর অংশত মালিকানা স্বত্ত্ব দাবি করে এবং দেশের আইন অনুসারে সে দাবি স্বীকৃত হয়। এমনভাবে প্রাপ্ত জমিকে বলা হয় ভাগরা জমি। সাধারণত দীর্ঘ দিন যাবৎ একই জমি একই কৃষক চাষ করলে ভাগরার শর্ত প্রতিষ্ঠিত হয়।

‘‘আমি কী তোমার জমি ভাগরা করতে পারি ভাই, ঈমান চলে যাবে না ! ’’

মাঠজরা

কোনো জমিতে পর পর কয়েক বছর চাষ করলে জমির উর্বরতা শক্তি কমে যায়। জমির উর্বরতা শক্তি কমে যাওয়া বোঝাতে মাঠজরা কথাটি ব্যবহার করা হয়। মাঝ জরলে জমিতে উৎপাদন ভালো হয় না।

‘‘ মাঠজরলে গোবর সার ছাড়া অন্য কিছুতে কাজ হয় না।’’

মরা জমি

মাঠজরার কারণে কোনো জমির উর্বরা শক্তি কমে গেলে সেই জমিকে বলে মরা জমি।

‘‘ ঐরাম মরা জমি কেউ ভাগে লেয় ?’’

চর

নদীর পাশের জমিকে চর বলে। প্রতি বছর বর্ষায় চর জলে ডুবে যায় এবং চরে নদীর পলি পড়ে। বর্ষার পর জল নেমে গেলে চরের পলি পড়া জমিতে সব্জি চাষ খুব ভালো হয়।

‘‘ আমাদের এখানে দামোদরের চরে ভালো সব্জি চাষ হয়।”

ছ) জমি প্রস্তুতি বিষয়ক শব্দ-শব্দবন্ধ

আল ছেঁটা

আল জমির চারিদেকের সীমা নির্দেশ করে। আলে প্রচুর ঘাস জন্মায় এবং চাষ করার আগে আলের ঘাস পরিষ্কার করতে হয়। একে আল ছেঁটা বলে। ভালো করে আল ছেঁটা না হলে আলের ঘাস সহজে জমির মধ্যে প্রবেশ করে ফসলের ক্ষতি করে।

‘‘ কাল থেকে আল ছেটা শুরু করব। ”

কাড়ান দেওয়া

ধান চাষের ক্ষেত্রে জলে ভেজা জমিতে প্রথমে খুব ভালো করে লাঙল দেওয়া হয়। একে বলে কাড়ান দেওয়া।

‘‘ ভালো করে কাড়ান না দিলে গাছ ভালো হবে না। ”

কাঁতি মারা

অনেকক্ষেত্রে জমির সীমানা বরাবর জল চলাচলের জন্য নালার ব্যবস্থা করা থাকে। বর্ষার সময় ঐ নালার পাড় ভেঙে যায়। ফলে মাটি দিয়ে নালার পাড় নতুন করে বাঁধতে হয়। মাটি দিয়ে নালার পাড় বাধাকে বলে কাঁতি মারা।

‘‘ বর্ষার আগে আগে কাঁতিটা মেরে দিতে হবে। ”

খানা কাটা

অনেক সময় বৃষ্টির জল যাতে দ্রুত বেরিয়ে যেতে পারে তার জন্য জমির বা মাঠের স্থানে স্থানে বেশ বড় মাপের নালা কাটা হয়। একেই বলা হয় খানা কাটা। খানা কাটা কথাটি প্রত্যেক জমির সাপেক্ষে প্রযোজ্য নয়। বেশ কিছু পমিাণ জমি বা এলাকা সাপেক্ষে কথাটি প্রযোজ্য হয়।

" জমির পাশে খানা কাটা থাকলে অনেক সুবিধা। "

কাদা করা

জমিতে যথাযথ কাদা না থাকলে ধানের বীজ নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে ধানের বীজ রোপনের আগে জমিতে ভালো করে কাদা তৈরি করতে হয়। লাঙল দেওয়া জমিতে প্রচুর জল দিয়ে তাতে খুব ভালো করে আবার লাঙল দিতে হয়। এর ফলে জমির মাটি পুরো কাদা হয়ে যায়। একে কাদা করা বলে। কাদা করা ভালো না হলে ধান চাষ ভালো হয় না।

" ধান চাষে কাদা করাটাই আসল। "

খোপ করা

ঝিঙা, উচ্ছে, শসা, করল্লা, কপি, কুমড়ো প্রভৃতি চাষ করার সময় বীজ বপনের আগে খোপ করতে হয়। জমিতে নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর কোদাল দিয়ে কুপিয়ে গোলাকার জায়গা তৈরি করা হয়। ঐ গোলাকার জায়গার নাম খোপ।

" আমার প্রতিটা খোপে চারা বেরিয়েছে, এবার দেখা যাক গাছ কেমন হয়। "

খোলা করা

যে সব ফসলের দানা ছড়িয়ে আলাদা জায়গায় চারা বার করতে হয় সেসব চাষের ক্ষেত্রে কথাটি প্রযোজ্য। বিশেষত ফুলকপি, বাঁধা কপি, লঙ্কা, টমাটো, বেগুন প্রভৃতি ফসলের দানা আলাদা জায়গায় ছড়িয়ে চারা তৈরি করতে হয়। ঐ চারা পরে জমিতে রোপন করা হয়। দানা থেকে চারা বার করার জন্য যেখানে দানা ছড়ানো হয় সেই জায়গাকে বলে খোলা। দানা ছড়ানোর আগে জায়গাটি ভালো করে প্রস্তুত করাকে বলে

খোলা করা।

‘‘ বাড়ির কাছাকাছি খোলা করা ভালো, সবসময় নজর রাখা যায়। ’’

ঘোগ বোজান/ঘোগে কাদা দেওয়া

ধান জমিতে সবসময় জল ধরে রাখার দরকার হয়। কিন্তু এই কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায় ইঁদুর, কাঁকড়া প্রভৃতি। এরা দুটো জমির মাঝের আলের নিচ দিয়ে গর্ত করে দেয়। ফলে এক জমির জল সহজেই অন্য জমিতে চলে যায়। ঐ গর্ত বন্ধ করতে গর্তে কাদা দিতে হয়। এই কাজকে বলে ঘোগ বোজান বা ঘোগে কাদা দেওয়া।

‘‘ খাল বিল বয়ে যাচ্ছে, ঘোগে কাদা দে কী হবে। ’’

চাবড়া কাটা

কোদাল দিয়ে মাটি কাটার সময় কোদালের এক কোপে যে পরিমাণ মাটি ওঠে তাকে চাবড়া বলে। চাবড়া হল কোদাল দিয়ে কাটা বড় আকারের মাটির চাঙড়।

‘‘ মাটি নরম হলে চাবড়া বড় বড় হয়। ’’

জিরেন দেওয়া

কোন জমিতে পর পর দুটো চাষ করার মাঝে জমিটি কিছুদিন ফেলে রাখা হয়। দুটো চাষের মাঝে জমি কিছুদিন ফাঁকা রেখে দেওয়াকে বলে জিরেন দেওয়া। জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য জিরেন দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

‘‘ এযুগে জিরেন দেওয়ার সময় কই? ’’

ঢেলা ভাঙা

শুকনো জমিতে লাঙল দিলে মটির বড় বড় চাঙড় ওঠে। ঐ চাঙড় গুলোকে চলতি কথায় ঢেলা বলে। ঢেলা থাকা অবস্থায় জমিতে চাষ করা যায় না। তাই চাষিরা বড় লাঠি দিয়ে আঘাত করে ঢেলা ভেঙে দেয়।

ইদানিং ট্রাক্টরের প্রচলন হওয়ায় ঢেলার ভাঙা বিষয়টি অপ্রচলিত হয়ে পড়ছে। কেননা ট্রাক্টরে জমি চষলে ঢেলা তৈরি হয় না।

‘‘ রাতের জলে ঢেলা নরম করে দিয়েছ, ভাঙতে অসুবিধা হবে না। ’’

দর দেওয়া

‘দর দেওয়া’ হল কাড়ান দেওয়ার পরবর্তী পর্যায়। কাড়ান দেওয়ার পর জমি কিছুদিন ফেলে রাখা হয়। এই সময় জমিতে অবস্থিত ঘাস, আগাছা মরে পচে যায়। অতঃপর পুনরায় জমিতে লাঙল দেওয়ার নাম দর দেওয়া। দর দেওয়ার পর কাদা করা। ধান চাষের ক্ষেত্রে কথাটি বিশেষ প্রযোজ্য।

‘‘ এখনো দর দেওয়া হল না, কাদা করবো কবে। ’’

পড় টানা

পড় হল জল প্রবাহিত হওয়ার উপযুক্ত নালা। জমির চারিপাশে, অনেক সময় জমির ভিতরেও পড়ে’র দরকার হয়। উক্ত নালা তৈরি করাকে পড় টানা বলে।

‘‘ পড়ের দরকার এখন কমে গিয়েছ। পাইপ দিয়েই সব কাজ হয়। ’’

পিলি দেওয়া

পিলি হল পড়ের ক্ষুদ্র সংস্করণ। কপি, আলু প্রভৃতি চাষের ক্ষেত্রে জমিকে এমনভবে প্রস্তুত করতে হয়, যাতে গাছের একেবারে গোড়ায় জল থাকবে না, কিন্তু কাছাকাছি জল থাকবে। এই ব্যবস্থা করার জন্য দুই সারি গাছের মাঝখান দিয়ে সরু করে নালা কাটা হয়। ঐ নালাকে বলে পিলি। পিলি কাটার পর গাছের গোড়ায় মাটি দিয়ে উচু করা হয়। ঐ নালা বা পিলি দিয়ে জল চলাচল করে কিন্তু গাছের গোড়ায় জল পৌঁছোয় না। এই নালা তৈরিকে পিলি দেওয়া বলে।

‘‘ কপি চাষে পিলি দেওয়াটা খুব দরকার। ’’

ভেজানো

শুকনো জমিকে জল দিয়ে ভিজিয়ে ফেলার নাম ভেজানো। ধান, পাট প্রভৃতি কোনো কোনো ফসল চাষের

জন্য জমি আলাদা করে ভেজানোর দরকার হয়।

‘‘ জলের যা দাম, ভেজাতেই পকেট ফাঁকা। ’’

মাটি ফেলা

কোনো জমিতে দীর্ঘদিন নিয়মিত চাষ করলে জমির উর্বরতা শক্তি কমে যায়। তখন ঐ জমিকে আবার উর্বর করার জন্য অন্য জায়গা থেকে মাটি এনে জমিতে ফেলা হয়। এই কাজকে বলে মাটি ফেলা। আবার অনেক সময় গড়ান জমির মাটি বৃষ্টির জলে ধুয়ে যায়। ফলে জমি নিচু হয়ে চাষের অযোগ্য হয়ে পড়ে। তখন ঐ জমিকে পুনরায় চাষ যোগ্য করার জন্য জমিতে মাটি দিতে হয়।

‘‘ আর মাটি না ফেললে হবে না, জমির অবস্থা খারাব। ’’

লাঙল নামানো

ধান চাষের ক্ষেত্রে কথাটি প্রযোজ্য। লাঙল নামানো বলতে বোঝান হয় নির্দিষ্ট মরসুমে জমিতে প্রথমবার লাঙল ব্যবহার করাকে। এক্ষেত্রে কৃষকরা বলে ‘এখনও লাঙল নামাইনি ভুঁইতে’।

লেভেল করা

ধান জমিতে সব জায়গায় সমান ভাবে জল থাকার দরকার। তাই জমিকে একেবারে সমতল করতে হয়। পুরো জমিকে একভাবে সমতল করা বা জমির উঁচু নিচু অংশকে সমতল করাকে লেভেল করা বলে। লেভেল ইংরেজি শব্দ। কৃষকরা অনায়াসে এই ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে।

‘‘ জমি লেভেল করা অত সোজা না ’’

পানি ছেচা

যে সব চাষ মূলত জল সেচের উপর নির্ভর করে, সেই সব চাষের ক্ষেত্রে কথাটি প্রযোজ্য। কৃত্রিমভাবে জলসেচ করাকে কৃষকদের নিজস্ব পরিভাষায় পানি ছেচা বলা হয়।

‘‘ দু এক দিনের মধ্যেই পানি ছেচতে হবে। ’’

পানি দেওয়া-জল দেওয়া

পানি ছেঁচার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শব্দ। সব কৃষকের স্যালো মেশিন বা মিনি টিউব ওয়েল থাকে না। ঐ কৃষককে যাদের স্যালো বা মিনি টিউবওয়েল আছে তাদের কাছ থেকে জল নিয়ে চাষ করতে হয়। এমন ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় স্যালো বা মিনি টিউবওয়েল এর মালিকরা হিংসা বা শত্রুতার কারণে কোনো কোনো চাষিকে জল দেয় না। সেচের জল দেওয়া বা না দেওয়া বোঝাতে পানি দেওয়া কথাটি ব্যবহৃত হয়।

" আর বছরের টাকা না দিলে, এবার তোর জল দোব না। "

পানি বাঁধা

ধান জমিতে সবসময় জল থাকার দরকার হয়। তাই কৃষকরা ধান জমির চারপশে মাটির আস্তরণ দিয়ে জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করে। এই প্রক্রিয়াকে পানি বাঁধা বলে।

" বর্ষাকালে পানি বাঁধার দরকার নেই। "

ফুরন পানি

পানি ছেঁচার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শব্দ। ধানচাষের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে কৃষক এবং জলের কলের মালিকের মধ্যে এমন চুক্তি হয়-জলের কলের মালিক ধানের মরশুমে প্রয়োজন মতো জল সরবরাহ করবে এবং কৃষক বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করবে। এইভাবে চুক্তিভিত্তিক জল কেনাকে বলা হয় ফুরন পানি।

" সামনে বার থেকে ফুরন পানি বন্ধ করে দোব। "

ঘণ্টা পানি

ফুরন পানির বিপরীত বিষয় ঘন্টা পানি। এক্ষেত্রে জলের কলের মালিক ঘন্টা হিসেব করে অন্যের জমিতে জল দেয় এবং সেই অনুসারে টাকা নেয়।

" ঘণ্টা মেপে পানি নিয়ে চাষ করা যায়না। "

ঘোগ

দুটো জমির মাঝখানের উঁচু অংশকে আল বলে। আল পাশাপাশি দুটো জমিকে পৃথক রাখে। ইঁদুর বা ঐ জাতীয় প্রাণীরা আলে গর্ত করে দেয়। এই গর্ত কৃষক সমাজে ঘোগ নামে পরিচিত।

‘‘ আলে প্রচুর ঘোগ হয়েছে, তাড়াতাড়ি বন্ধ না করলে বিপদ। ’’

জাব ফেলা

কোনো জমিতে নিয়মিত চাষ করলে জমির উর্বরতা শক্তি কমে যায়। এক্ষেত্রে ওই জমিকে পুনরায় উর্বর করার জন্য নতুন মাটি ফেলা হয়। পুকুরের কাদায় প্রচুর হিউমাস থাকায় তা চাষের জন্য খুব উপকারী। এই জন্য কৃষকরা পুকুরের কাদা তুলে জমিতে দেয়। একে জাব ফেলা বলা হয়। কথাটি পান চাষেও খুব পরিচিত।

‘‘ এই জাব ফেলা শেষ করলাম। ’’

মাটি কাটা

জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য যেমন জমিতে মাটি ফেলা হয় তেমন আবার জমির মাটি কেটেও ফেলা হয়। এক্ষেত্রে জমির উপরিভাগের মাটি কোদাল দিয়ে কেটে ফেলে দিতে হয়। এই কাজকে বলা হয় মাটি কাটা।

‘‘ জমির মাটি কেটে ফেলতে পারলে সব দিক দিয়ে লাভ, জমিটাও বাঁচে, কিছু টাকাও হয়।’’

জ) ফসল পরিবহন বিষয়ক শব্দ-শব্দবন্ধ

আড়াআড়ি

মাঠ থেকে ফসল বাড়ি আনার সময় সব সময় জমির আল বরাবর হাঁটা বা গাড়ি চালানো হয় না। ক্ষেতের মধ্যে দিয়েই সোজা পথ তৈরি করে নেওয়া হয়। জমির আল বরাবর না হেঁটে মাঝখান দিয়ে সোজা হাঁটাকে বলা হয় আড়াআড়ি চলা। এক্ষেত্রে বলা দরকার মাঠে কোনো ফসল না থাকলে তবেই আড়াআড়ি পথ

করা সম্ভব হয়।

‘‘ আড়াআড়ি চল, তাড়াতাড়ি হবে। ”

ওলা হওয়া

একটা সময় ছিল যখন গরুর গাড়িই ছিল পণ্য পরিবহনের একমাত্র মাধ্যম। ‘ওলা হওয়া’ কথাটি তখন খবু প্রচলিত ছিল। গরুর গাড়ির মাঝখানে থাকে চাকা এবং সামনের জোয়াল গরুর কাঁধে বাঁধানো থাকে। গাড়িতে কৃষিজ পণ্য এমন ভাবে সাজানো হয় যাতে সামনের ও পিছনের দিকে ওজন সমান থাকে। কিন্তু যদি কোনোভাবে পিছনের দিকে বেশি ওজন পড়ে যায় তবে পিছন দিক নিচু এবং সামনের দিক উঁচু হয়ে যায়। গরুর গাড়ির এই অবস্থাকে বলে ‘ওলা হওয়া’। ‘ওলা হওয়া’ গাড়ি চালানো যায় না।

‘‘ঠিক করে সাজাস, নইলে ওলা হয়ে যাবে। ”

গজাল দেওয়া

গরুর গাড়ির চাকা তৈরি হয় কাঠ দিয়ে এবং বৃত্তাকার কাঠের চাকার বাইরে থাকে লোহার বেড়। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরমে লোহার বেড় আকারে বড় হয়ে যায়। ফলে কাঠের চাকা ও লোহার বেড়ের মাঝে বড় ফাঁক তৈরি হয়। ঐ ফাঁকে কাঠ গুঁজে ভরাট করতে হয়। এই ভাবে গরুর গাড়ির চাকায় কাঠ গোঁজাকে গজাল দেওয়া বলে।

‘‘গাড়িতে কিছু শক্ত কাঠ সবসময় রাখতে হত, গজাল দেওয়ার জন্য।”

গাড়ি সাজানো

গরুর গাড়িতে কৃষিজ দ্রব্য পরিবহনের জন্য দ্রব্য সাজানোকে বলে গাড়ি সাজানো।

‘‘ সবাই গাড়ি সাজাতে পারে না। ”

পাল দেওয়া

গরুর গাড়িতে দ্রব্য সাজানোর সময় গাড়ি যাতে কোনো দিকে গড়িয়ে না যায় তার জন্য গাড়ির চাকার নিচে

ইঁট বা বড় কাঠ দিয়ে রাখা হয়। যা গাড়িকে গড়িয়ে যেতে বাধা দেয়। গরুর গাড়ি'র চাকায় ইঁট বা কাঠ গুঁজে দেওয়াকে 'পাল দেওয়া' বলে। কৃষিক্ষেত্রের এই শব্দটি বর্তমানে অন্যান্য গাড়ির ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

'' যা গড়ান জায়গা, তাড়াতাড়ি পাল দে"

টাল ভাঙা

গরুর গাড়ির চাকার লোহার বেড় অনেক সময় ঘর্ষণ জনিত কারণে গরম হয়ে বেঁকে যায়। তখন ঐ চাকা আর ব্যবহার করা যায় না। এমন অবস্থায় ওই চাকাকে কামারের কাছে এনে আবার সোজা করতে হয়। একে বলে টাল ভাঙা। বর্তমানে টাল ভাঙা শব্দটি সাইকেল, ভ্যান, রিক্সা প্রভৃতির চাকার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

'' সেবার টাল ভাঙা ভালো হয়নি, এবার ঠিক করে কোরো।"

ছই গাড়ি

দক্ষিণবঙ্গের কৃষিজ সংস্কৃতিতে গরুর গাড়ি কৃষিজ পণ্য বহন করার পাশাপাশি মানুষের যাতায়াতেরও একটি অন্যতম মাধ্যম ছিল। গরুর গাড়িতে মানুষ যাতায়াতের সময় যাত্রীদের রৌদ্র ও বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য, মেয়েদের আব্রু রক্ষার জন্য একটা ছাউনি করা হত। এই রকম ছাউনি দেওয়া গরুর গাড়িকে ছই গাড়ি বলা হয়।

'' ছই গড়ি বহুদিন আগে উঠে গেছ। "

মাঠামাঠি

অনেক সময় দেখা যায় রাস্তা দিয়ে বাজারে গেলে অনেক বেশি পথ অতিক্রম করতে হয়। এমন ক্ষেত্রে রাস্তা থেকে নেমে কৃষকরা মাঠের উপর দিয়ে অনেক কম সময়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। রাস্তা ছেড়ে এইভাবে মাঠের উপর দিয়ে যাতায়াতকে মাঠামাঠি যাওয়া বলা হয়।

'' কোনো চিন্তা নেই, মাঠামাঠি চলে যাবো।

হাল পড়া

গ্রীষ্মকালে রাস্তা দিয়ে অনেকক্ষণ গরুর গাড়ি চললে কখনো কখনো ঘর্ষণ জনিত কারণে গাড়ির চাকার উপরে থাকা লোহার বেড় বড় হয়ে যায়। এতে বেড়ের নিচেয় থাকা কাঠের কোনো বাঁধুনি থাকে না। ফলে গাড়ি চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই বিষয়টিকে বলা হয় হাল পড়া।

‘‘ রাস্তার মাঝে হাল পড়লি কেঁদে কুল হবে না। ’’

গাড়ি জোড়া

যখন কৃষিজ পণ্য পরিবহনের জন্য গরুর গাড়ি ব্যবহৃত হত তখন এই কথাটির প্রচলন ছিল। গরুর গাড়িতে মাল বোঝাই করে তাতে দুটো গরু সংযোগ করাকে বলা হত গাড়ি জোড়া। বর্তমানে গরুর গাড়ি অপ্রচলিত হওয়া শব্দটির ব্যবহার কমে এসেছে।

‘‘ রাত থাকতে গাড়ি জুড়তে হবে, অনেক দূরের পথ। ’’

জোতের বলদ

লাঙল টানা ও গরুর গাড়ি টানার কাজে যে বলদ গরু ব্যবহার করা হয় তাদের জোতের বলদ বলা হয়।

‘‘ নিজের খাওয়া না হলেও জোতের বলদের খাবার আমি কম দেইনে।’’

ঝ) ফসল পত্তন ও পরিচর্যা সংক্রান্ত শব্দ-শব্দবন্ধ

আওতা

চাষ জমির পাশে কোন বড় গাছ থাকলে ঐ গাছের ছায়া জমিতে পড়ে। জমিতে পড়া ছায়াকে বলে ‘আওতা’। ‘আওতা’ জমিতে কোন ফসল ভালো হয় না। এক্ষেত্রে একটি প্রচলিত ছড়া আছে এই রকম--

‘‘গাছ বলে মুই ফলতে জানি।
যদি না পড়ে পড়শির পানি।।’’

আকাশের পানি

কৃষিক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে জলের দরকার হয়। বৃষ্টির জল এবং সেচের মাধ্যমে এক্ষেত্রে জলের সরবরাহ

অব্যাহত রাখা হয়। বৃষ্টির জলকে কৃষকেরা বলে আকাশের পানি। কিছু কিছু ফসলের জন্য 'আকাশের পানি' বেশি উপকারী।

" বর্ষার ধানে আকাশের পানি না হলি হয় না। "

আণ্ডার গাউন

'আণ্ডার গাউন' এর মূল শব্দটি হল 'আণ্ডার গ্রাউণ্ড'। ডিপ টিউবওয়েল বা মিনি টিউবওয়েল প্রচলিত হওয়ার পূর্বে দমকলের সাহায্যে মাটির তলা থেকে জল তোলা হত। গ্রীষ্মকালে মাটিতে জলের লেয়ার নেমে গেলে দমকল মাটির উপর রেখে জল তোলা যেত না, ঐ সময় মাটিতে পাঁচ ফুট বা দশ ফুট গর্ত করে দমকল ঐ গর্তের মধ্যে নামিয়ে জল তোলা হত। এই ভাবে মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে দমকল নামানোকে আণ্ডার গাউন বলে।

" এবছর যা অবস্থা আণ্ডার গাউন করেও কোন কাজ হবে না। "

ধস নামা

আন্ডার গাউন করার ফলে অনেক সময় মাটিতে ধস নামে। অর্থাৎ গর্তের পাশের মাটি গর্তের মধ্যে নেমে আসে। একে ধস নামা বলে। ধস নামা বিষয়টি বেশ বিপদজনক। প্রথমত ধস নামলে গর্তের মধ্যে থাকা মেশনটি উপরে তুলে আনা খুব সমস্যার হয়। দ্বিতীয়ত, কৃষক যখন মেশিন চালানোর জন্য গর্তের মধ্যে নামে সেই সময় যদি ধস নামে তবে তবে কৃষকের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

" কাল আবার ধস নেমেছ, আর কিছু করার নেই। "

আল বাঁধা

পাশাপাশি অবস্থিত দুটো জমির মাঝখানের সরু উঁচু পাড়কে বলে আল। নতুন ফসল পত্তন দেওয়ার সময় আলের দুই দিকের জমির মালিকই আল ছেঁটে দেয়। ফলে আল ধীরে ধীরে সরু হয়ে যায়। এদিকে দুটো জমিকে পৃথক রাখার জন্য আল অনিবার্য। তাই পাশাপাশি দুটো জমির মালিকই আলের উপর মাঝে মাঝে কাদা দিয়ে আলকে মোটা করে দেয়। একে বলে আল বাঁধা।

" সবসময় আল কাটলে হবে, মাঝে মাঝে বাঁধতেও তো হবে। "

একটা পানি

কোন ফসলে একবার সেচ দেওয়া বা একবার আকাশের বৃষ্টি পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা থাকলে বলা হয় একটা পানির দরকার।

‘‘ আর একটা পানি পেলে মিটে যায়। ’’

একবেলার কাজ

কৃষিক্ষেত্রে কোনো কাজ যদি একবেলায় শেষ করা যায় তবে ঐ কাজের পরিমাণ বোঝাতে ‘এক বেলার কাজ’ কথাটি ব্যবহার করা হয়। বলা দরকার কৃষিজ সংস্কৃতিতে ‘বেলা’ বলতে বোঝায় সকাল থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত সময়কে এবং বিকাল তিনটে থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়কে।

‘‘ মাঠে এক বেলার কাজ আছে, করে নিয়ে যাবো। ’’

কলানো

ধান, সরিষা, শসা প্রভৃতি দানাশস্যের বীজের অঙ্কুরোদগমকে বা অঙ্কুর বের হওয়াকে কলানো বলে। বিশেষত শসা চাষের সময় শসার বীজ বপনের আগে আলাদা করে অঙ্কুরিত করে নিতে হয়। অঙ্কুর বার হওয়ার পর বীজ জমিতে বপন করতে হয়।

‘‘ জমি রেডি, শুধু দানা কলানোর অপেক্ষা। ’’

কারিকিত করা

কোন ফসলের প্রতি বেশি পরিমাণ যত্ন নেওয়াকে কারিকিত করা বলে।

‘‘ ভালো করে কারিকিত কর, খারাব হবে না। ’’

কালি ভাঙা

পিঁয়াজ কালি বাঙালি সমাজে সব্জি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তাই কৃষকরা পিঁয়াজ কালি কেটে বাজারে বিক্রি করে। বাজারে বিক্রি উদ্দেশ্যে পিঁয়াজ কালি কাটাকে কালি ভাঙা বলে। উল্লেখ্য অনেক সময় কালি না

কেটে কৃষকরা হাতের বিশেষ কাদায় তা ভেঙে নেয়। সেইসূত্রে একে কালি ভাঙা বলা হয়।

" কালি এখনো ভাঙার মত হয়নি। "

কোপানো

হাত কোদাল বা দাঁড় কোদাল দিয়ে জমি খোড়াকে বা জমির মাটি আগলা করাকে বলে কোপানো।

" পেট ভরে খাও আর দম ভর কোদাল কোপাও, সব রোগ পালাবে। "

গাছ করা

যে কোন ফসলের গাছ যথাযথ ভাবে তৈরি করাকে গাছ করা বলা হয়। গাছ করা ঠিক ঠাক না হলে ফলন ভালো হয় না।

" সবাই ভালো গাছ করতি পারে না। "

চাকি বসানো

'ওল' চাষের জন্য যে সব ওল বীজ হিসাবে রাখা হয় তাদের বলে চাকি। ওল চাষ করার জন্য মাটিতে চাকি বসাতে হয়।

" হাত দুই ছেড়ে ছেড়ে চাকি বসাস। "

চাপান দেওয়া

ধান চাষের ক্ষেত্রে কথাটা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। ধানের চারা'র ঠিক ঠাক বৃদ্ধি না হলে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার প্রয়োগ করাকে চাপান দেওয়া বলে।

" আর ক' দিন দেখ, তারপর চাপান দে। "

চারা টানা- চারা মারা

বিষয়টি পাট চাষের সঙ্গে সম্পৃক্ত। জমিতে দুটো পাট গাছের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান থাকা দরকার। অন্যথায়

পাট গাছের বৃদ্ধি ভালো হয় না। পাটের দানা ছড়ানোর পর জমির কোনো কোনো জায়গায় পাটের চারা খুব ঘন হয়ে যায়। ঐ ঘন জায়গা থেকে কিছু চারা তুলে ফেলে দেওয়া হয়। একে চারা টানা বা চারা মারা বলে।

‘‘ পাটের চারা মেরে বেচে দে, যে কটা টাকা হয়। ’’

ছড়ানো

‘ছড়ানো হল কৃষিজমিতে বীজ বপনের বা সার প্রয়োগের একটি পদ্ধতি। এক্ষেত্রে বীজ বা সার হাতে নিয়ে বিশেষ কায়দায় জমিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

‘‘ আমার এখনো সার ছড়ানো বাঁকি। ’’

ছাই ছিটানো

বীজ তলায় বীজ ধান বোনার পর ধানের উপর উনুনের কাঠের ছাই ছড়ানো হয়। এতে ধানের অঙ্কুরোদ্‌গম ভালো হয়।

‘‘শুধু বীজতলায় না, সব চাষেই ছাই ছিটানোর দরকার। ’’

ছ্যাচা পানি

কৃত্রিম জল সেচের মাধ্যমে জমিতে যে জল দেওয়া হয়, তাকে ছ্যাচা পানি বলে।

‘‘ ছ্যাচা পানিতে চাষ করে সুখ নি। ’’

জো বয়ে যাওয়া

কোনো জমি তে জা হওয়ার পরও কোনো কারণে জমি অনেক দিন পড়ে থাকলে বলা হয় জো বয়ে যাচ্ছে।

‘‘ সময় মত চাষ দিস, জো যেনো বয়ে না যায়। ’’

ঝাড়া

পাটগাছ কাটার পর কিছুদিন জমিতে ফেলে রাখা হয়। এই সময় পাটের পাতা গুলো পচে যায়। পচে যাওয়া

পাতা একটু নাড়া দিলেই ঝরে যায়। এইভাবে পচা পাতা ঝরিয়ে ফেলাকে বলে ঝাড়া। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ধানগাছ থেকে ধান আলাদা করাকেও ধান ঝাড়া বলা হয়।

‘‘ ভালো করে ঝেড়ে নিস, পাতা থাকলে বোজার ওজন বেড়ে যাবে। ’’

ঝাড়াই মাড়াই

ধান পেকে যাওয়ার পর ধানগাছ কাটা থেকে চাল তৈরি করা পর্যন্ত যাবতীয় কাজকে এককথায় ঝাড়াই মাড়াই বলা হয়।

‘‘ আমি ঝাড়াই মাড়াই শেষ করে ফেলিছ। ’’

ঠোঙা বাঁধা

পেয়ারা, বেগুন প্রভৃতি চাষের সময় গাছে কচি ফল ধরলে ঐ কচি ফলের উপর ঠোঙা বাঁধা হয় বা খবরের কাগজ জড়িয়ে দেওয়া হয়। যাতে রৌদ্রের তাপে ফলের রং নষ্ট না হয়। কাগজ বেঁধে দিলে ফলের রং ভালো হয়। কচি ফলের গায়ে কাগজ জড়ানোকে ঠোঙা বাঁধা বলে।

‘‘ এত রোদে ঠোঙা বেঁধেও কাজ হবে বলে মনে হয়না। ’’

তেল দেওয়া

ফসলের উপর বিষ সহ যে কোনো তরল কীটনাশক প্রয়োগ করাকে তেল দেওয়া বলে।

‘‘ কাল ধানে একটু তেল দিয়ে দিস। ’’

নতি কাটা

পটল গাছের কচি ডগাকে নতি বলে। নতি শাক হিসাবে খাওয়া হয়। খাওয়ার বা বিক্রির জন্য পটলের ডগা কাটাকে নতি কাটা বলে।

‘‘ সময় মত নতি কাটতে পারলে গাছের ফড়কি ভালো বের হয়। ’’

লতি কাটা

কচু গাছের মোটা শিকড় হল লতি। বাজারে বিক্রি করার জন্য লতি কাটা হয়।

" কাল হাটবার, লতি কাটতে হবে। "

নিড়ানো

জমিতে অতিরিক্ত ঘাস বা আগাছা হলে তা পরিষ্কার করতে হয়। এই কাজকে বলে নিড়ানো।

" বসে না থেকে নিড়ো, সময় হলেই তো পালাবি। "

ধূলুচে বীজ

বীজ তৈরির উদ্দেশ্যে শুকনো জমিতে যে ধান ছড়ানো হয় তাকে ধূলুচে বীজ বলে।

ধূলুচে বোনা

শুকনো জমিতে বীজ ধান বপন করাকে ধূলুচে বোনা বলে। এক্ষেত্রে সেচের দরকার হয় না। বৃষ্টির জলেই ধান থেকে চারা বার হয়।

" ধূলুচে বুনে দোব, তারপর যা হয় হবে"

নেউচে বীজ

যে বীজ ধান জলে ভেজা জমিতে বপন করা হয় তাকে নেউচে বীজ বলা হয়।

নেউচে বোনা

নেউচে বীজ বোনার পদ্ধতিকে নেউচে বোনা বলে।

" জমি যা অবস্থা তাতে নেউচে বোনা যাবে।"

পত্তন দেওয়া

যে কোন ফসলের ক্ষেত্রে কথাটি ব্যবহার করা হয়। জমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে তাতে ফসল লাগানোকে পত্তন দেওয়া বলে। পত্তন দেওয়া বা চাষ শুরু করা।

" আমার পত্তন দিতিই লেট হয়ে গেছ। "

পাই তোলা / পাই ধরা

ফসল তোলা সহ জমিতে অন্যান্য পরিচর্যা করার সময় এক এক একজন শ্রমিক একবারে যেটুকু অংশের দায়িত্ব নিতে পারে তাই হল পাই। এক পাই অংশের কাজ শেষ করাকে বলা হয় পাই তোলা।

" যে যার পাই তুলিস, নইলে এড়গে যাবে। "

বাছাই দানা

সাধারণত দানাশস্যের ক্ষেত্রে কথাটি প্রযোজ্য। ছোলা, মটর, মুশুরি, বাদাম প্রভৃতির উৎকৃষ্টতা বোঝাতে বাছাই দানা কথাটি ব্যবহৃত হয়।

" দাগি পচা নি, পুরো বাছাই দানা। "

বিদে দেওয়া

পাটের জমিতে পাট রোপন করার পরে বিদে দেওয়া হয়। বিদে দিয়ে অতিরিক্ত পাটগাছ তুলে ফেলা হয়।

" কাল বিদে দিয়েছি, আজ ছেচে দোব। "

বিদের জো

খুব শক্ত বা খুব নরম মাটিতে বিদে দেওয়া যায় না। এর জন্য শক্ত ও নরমের মাঝামাঝি পর্যায়ের জমি লাগে। বিদে দেওয়ার উপযুক্ত জমির অবস্থাকে বিদের জো বলে।

" ঠিকঠাক বিদের জো না হলে বিদে দিসনে। "

বীজ খোলা বা বীজ তলা

ধান গাছের কচি চারাকে বলে বীজ। যে জায়গায় ধানের বীজ তৈরি করা হয় তাকে বীজ খোলা বা বীজ তলা বলা হয়।

" আমরা নাপাক গায় বীজখোলায় যাই না। "

বীজ পাতা

বীজ ধান থেকে চারা তৈরি করার যে প্রক্রিয়া তার প্রথম পর্যায় হল বীজ পাতা। এই পর্যায়ে জলে ভিজানো ধান একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ছড়ানো হয়। তারপর ঐ ধানের জমিতে বিশেষ ভাবে যত্ন নেওয়া হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পর তৈরি বীজ ঐ বীজ খোলায় ছড়ানো হয়। একে বীজ পাতা বলে।

‘‘ বীজ তো পাতলাম, কেমন হবে কে জানে। ’’

বীজ ভাঙা

ধানের বীজ রোপন করার জন্য বীজ খোলা থেকে কচি বীজ তোলা হয়। বীজ খোলা থেকে বীজ তোলাকে বীজ ভাঙা বলে।

‘‘ বীজ এখনো ভাঙার মত হয়নি। ’’

রোয়া

রোয়া হল রোপন করার আঞ্চলিক নাম। ধানের বীজ বীজতলা থেকে তুলে ধান জমিতে সারিবদ্ধ ভাবে পুতে দেওয়ার অন্য নাম রোয়া।

‘‘ সবে বিঘে পাঁচেক রোয়া হল। ’’

বোনা

ধান রোপন করা হয়, কিন্তু পাট, সরিষা, গম, মুশুরি, প্রভৃতি ফসল বোনা হয়। ‘বোনা’ কথাটি ‘বপন’ শব্দের আঞ্চলিক রূপ। প্রস্তুত করা জমিতে ফসলের বীজ ছড়িয়ে দেওয়ার অন্য নাম বোনা বা বপন করা।

‘‘ আরও চার বিঘেয় সরষে বোনার ইচ্ছে আছে। ’’

ভারা করা

যে সব ফসলের গাছ লতানো তাদের ক্ষেত্রে ভারা করার দরকার পড়ে। যেমন-পটল, ঝিঙে, উচ্ছে, করল্লা, শসা ইত্যাদি চাষে ভারার প্রয়োজন হয়। কারণ লতানো গাছ মাটিতে লতিয়ে বড় হলে ফলন

ভালো হয় না। একারণে বাঁশ, বাঁশের বাখারি, কঞ্চি, লোহার তার প্রভৃতি দিয়ে উঁচু করে মাচা করে দেওয়া হয়। লতানো গাছ ঐ মাচায় তুলে দিলে ফলন ভালো হয়। এমন মাচাকে ভারা বলে। ভারা তৈরি করাকে বলা হয় ভারা করা।

" ভারা না করে পটল চাষ করা বেকার। "

ভাসা করে পোতা

লাউ, কুমড়ো, ঝিঙে, শসা প্রভৃতি সব্জির বীজ মাটিতে পুঁততে হয়। কোনো কোনো বীজ মাটির গভীরে পোঁতা হয়, আবার কোনো কোনো বীজ মাটির ঠিক নীচেই পোঁতা হয়। মাটির ঠিক নীচেই বীজ পোঁতাকে ভাসা করে পোঁতা বলে।

" শসার দানা ভাসা করে পুঁততে হয়। "

মই দেওয়া

ঢেলা ভাঙার পরেও অনেক সময় দেখা যায় জমি যথেষ্ট অসমতল অবস্থায় রয়েছে। এই অসমতল অবস্থাকে সমতল করার জন্য মই দেওয়া হয়। যেভাবে জমিতে লাঙল দেওয়া সেই ভাবেই মই দেওয়া হয়। কেবল মাত্র লাঙলের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় মই বা কাঠের শক্ত পাটাতন। মই দেওয়া হলে মই বা পাটাতন ও কৃষকের শরীরের ওজনের চাপে পায়ের নিচের মাটি সমান হয়ে যায়।

" আমার মই দেওয়া হয়ে গিয়েছ, এখন খালি জলের অপেক্ষা। "

মাজ তোলা

জমিতে নানা প্রকার আগাছা, ঘাস প্রভৃতি জন্মায়। ঐ ঘাস, আগাছা ভালো করে নষ্ট করতে হলে একেবারে শিকড় সমেত তুলতে হয়। শিকড় সমেত ঘাস বা আগাছা তোলাকে মাজ তোলা বলে।

" ঘাসের মাজ তুলতেই দিন পার। "

মাটি তৈরি

ভালো ফসল ফলাতে হলে উপযুক্ত পরিচর্যা করতে হয়। এই পরিচর্যার একটি পর্যায় হল মাটি তৈরি। এক এক ধরনের ফসলের জন্য এক এক ধরনের মাটির দরকার হয়। ঠিকঠাক মাটি তৈরি না হলে ফলন ভালো হয় না। ফসল ভেদে মাটি তৈরির পদ্ধতি বদলে যায়। ফসল অনুযায়ী মাটি তৈরি করাকে মাটি তৈরি বলে।

" ফলন নির্ভর করে মাটি তৈরির উপর। "

সার খাওয়ানো

জমিতে প্রয়োজন মতো রসায়নিক সার প্রয়োগ করাকে সার খাওয়ানো বলা হয়।

" জমিতে আরও সার খাওয়াতে হবে। "

স্প্রে করা

চাষের জমিতে প্রচুর পরিমাণে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হয়। আধুনিক কালে এর পরিমাণ আরও বেড়েছে। তরল কীটনাশক স্প্রে করেই প্রয়োগ করা হয়। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিকায়নের পাশাপাশি কৃষকের ভাষাতেও আধুনিকতার ছাপ পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে তারা সহজেই ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করছে। 'স্প্রে' শব্দটি তারই একটি নমুনা।

" আগে বিষ স্প্রে করতে মাথা ঘুরে যেত। "

পোঁচ চালানো

ধান, গম, মুশুরি কাটার সময় যখন কাস্তে দিয়ে গাছের গোড়া কাটা হয় ঐ কাজকে বলা হয় পোঁচ চালানো।

" দেখেশুনে পোঁচ চালাস, হাতে যেনো না বাঁধে।"

ঞ) ফসলের বৃদ্ধি ও ফলনের পরিমাণ বিষয়ক শব্দ-শব্দবন্ধ

ইঁদুর জালি

লাউ ও কুমড়ো চাষে কথটি বিশেষভবে ব্যবহৃত হয়। লাউ বা কুমড়োর ফুল যখন সবে মাত্র ফলে পরিণত হয় তখন সেই ছোটো আকারের লাউ বা কুমড়োকে বোঝানোর জন্য কথাটি বলা হয়।

" এমন ইঁদুর জালি মাল কেউ তোলে!"

এক হাঁটু

কথাটি পাট গাছের উচ্চতা নির্দেশক। পাট গাছ যখন মানুষের পায়ের হাঁটু সমান হয় তখন ওই উচ্চতার পাটগাছকে বোঝাতে এক হাঁটু কথাটি বলা হয়।

‘‘ এক হাটু হলে তবে পাট নিড়োনো ভালো। ’’

গলাগলা

এ শব্দটিও পাটগাছের উচ্চতা নির্দেশক। গলা গলা হল প্রমাণ উচ্চতার মানুষের গলা সমান পাট গাছ।

‘‘ ক দিনেই পাট গলাগলা হয়ে গেছ। ’’

কটাসে

যে কোনো ফসল তার নির্দিষ্ট রং ছেড়ে অন্য রঙের হয়ে গেলে তাকে কটাসে বলে। মূলত রোগ ব্যাধি হলে বা জমিতে সার কম পড়লে ফসলের রং কটাসে হয়ে যায়। যেমন- ধানগাছ সবুজের পরিবর্তে হলুদ হয়ে যায়।

‘‘ এত যত্ন করলুম তাও কটাসে হয়ে গেলো। ’’

কলানো

জমিতে দানাশস্য যেমন-সরিষা, মটর, তিল, বপন করার পর যখন অঙ্কুর বার হয়, ঐ অবস্থাকে কলানো বলে।

‘‘আমার শসার দানা সবে কলানো শুরু করেছ। ’’

কাঁচ থোড়

কথাটি ধান গাছের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। ধান গাছের মাঝ বরাবর একটি মোটা শক্ত কাণ্ড তৈরি হয়। ঐ কাণ্ড থেকেই ধানের শিষ নির্গত হয়। ঐ কাণ্ডকে বলে থোড়। ধান গাছের নতুন বেরোনো কচি থোড়কে কাঁচ থোড় বলে।

‘‘ কাঁচ থোড়ে পোকা লাগলে বিপদ। ’’

ফুল থোড়

ধান গাছের পুরুষ্ট থোড়। থোড় পুরুষ্ট হলে তবে তার থেকে ধানের শিষ নির্গত হয়।

" এই সময় যেনো ঝড় ঝাপটা না হয়, সারা জমিতে ফুল থোড় এসে গেছ। "

দুধ আসা

ধান গাছে প্রথম ধান এর খোসাটা হয়। তারপর ঐ খোসার মধ্যে সাদা রঙের আঠালো তরল পদার্থ আসে। ঐ তরলই পরে চালে পরিণত হয়। দুধ আসা হল ধানের খোসার মধ্যে ওই সাদা তরল পদার্থ তৈরি হওয়া।

" সবে দুধ আসা শুরু হল, এই সময় পঙ্গপাল লাগলো ? "

ধান ফোলা

ধানের খোসার মধ্যে দুধ আসা শুরু হলে খোসা মোটা হতে থাকে। এই পর্যায়কে বলে ধান ফোলা।

" ধান ফোলার মুখে ঝড় বৃষ্টি সয়না। "

কালো হওয়া

ধান ফোলার মুখে ঝড় হয়ে গাছে গাছে ধাক্কা লাগলে ধান কালো হয়ে যায়। এছাড়া নানা রকম রোগ এর কারণেও ধান কালো হয়।

" এক ঝড়েই সারা জমির ধান কালো করে দিল। "

গাছ নামা

বিশেষত আম চাষে কথাটি ব্যবহৃত হয়। গাছে আম পুরুষ্ট হয়ে পাকা শুরু করলে বলা হয় গাছ নেমে গিয়েছে। অর্থাৎ আম যথাযথ পুরুষ্ট হয়েছে।

" গাছ নামা এখনো শুরু হয়নি। "

গোছ ধরা

লাউ কুমড়ো গাছের ক্ষেত্রে যে অবস্থাকে ফড়কি ধরা বলা হয়, ধান গাছের ক্ষেত্রে সেই অবস্থা বা তার

অব্যবহিত পরের অবস্থা হল গোছ ধরা। এইসময় ধানগাছ বেশ বেড়ে ওঠে।

‘‘ একবার গোছ ধরে গেলে চিন্তা নেই। ’’

চিটে হওয়া

ধান যখন ফুলছে তখন যদি ঝড় বৃষ্টি হয় অথবা খেতে জলের সরবরাহ ব্যাহত হয় তবে ফোলা ধানের ভেতরে সাদা আঠালো বস্তুটি চালে পরিণত হওয়ার আগে শুকিয়ে যায়। অর্থাৎ ধানের মধ্যে চাল তৈরি হয় না। ঐ রকম চালহীন ধানকে চিটা বলে।

‘‘ আগের বার ধানের থেকে চিটে বেশি হয়েলো। ’’

টাইট হওয়া

বাঁধাকপি’র ক্ষেত্রে কথাটি প্রযোজ্য। বাঁধাকপি কচি অবস্থায় কপির পাতাগুলো আলগা থাকে। যত পুরুষ্ট হয় পাতা তত টাইট হয়। কপি যত টাইট হয় তার গুণমান তত ভালো হয় এবং কপির ওজন বেড়ে যায়।

‘‘ টাইট হওয়ার আগেই কপি কাটা শুরু করলি, ওজনে ঠকে যাবি তো। ’’

ধরে যাওয়া

যে কোনো চারা গাছের সেই অবস্থা যখন নতুন মাটিতে তার শিকড় ছাড়া শুরু হয়। অর্থাৎ ঐ গাছ মরে যাওয়ার ভয় আর থাকে না।

‘‘ একটু জল পেলেই ধরে যাবে। ’’

থোড় হওয়া

ধানগাছের গোছ ধরার পরবর্তী অবস্থা। অন্য অর্থে যে অবস্থায় ধানগাছে ধানের শীষ ধরতে শুরু করে ঠিক তার পূর্ববর্তী অবস্থা।

‘‘ থোড় হতি শুরু করলি জানবি কোনো চিন্তা নেই। ’’

পাঁড় শসা

অত্যন্ত পেকে যাওয়া শসা। যা কাঁচা খাওয়া যায় না। এই শসার বাজারমূল্য খুব কম। দক্ষিণবঙ্গের কোন কোন জেলায় পাঁড় শসা রান্না করে খাওয়ার রেওয়াজ আছে।

" এইরাম পাঁড় শসা কেউ খাবেনা। "

পুরুষ্টু

যে কোনো ফসল খাদ্য বা অন্য কোনো রূপে ব্যবহারের উপযুক্ত অবস্থা।

" দানা করতে হলে ভালো পুরুষ্টু ফল লাগে। "

ফল আসা

শসা, মটরশুটি, বেগুন, প্রভৃতি গাছে প্রথম ফলন শুরু হওয়াকে ফল আসা বলে।

" এই জাতের গাছে সদ্য বছরে ফল আসবে। "

ফলন ভালো

যে কোনো ফসলের ভালো উৎপাদন হওয়া বোঝাতে কথাটি ব্যবহৃত হয়।

" এবছর আমের ফলন ভালো। "

মরণ ফলন

যে কোন ফসলের অতিরিক্ত ফলনকে বলা হয় মরণ ফলন। আসলে কোনো কিছুই অতিরিক্ত হওয়া ভালো নয়। তাই মরণ কথাটি ব্যবহার করা হয়।

" কোনো কিছুরই মরন ফলন ভালো না। "

কোনাষ্টে

ফল জাতীয় ফসল যেমন-পটল, বেগুন, লাউ কুমড়ো, শসা প্রভৃতি চাষের ক্ষেত্রে কথাটি প্রযোজ্য। গাছের কোনো ফলের বৃদ্ধি যথাযথ ভাবে না হলে তাকে কোনাষ্টে বলে। জমির সব ফল যথাযথ ভাবে বাড়ে না। মূলত যে ফলগুলো বাড়ে কম তাদের বোঝাতে কথাটি ব্যবহৃত হয়।

" তাড়াতাড়ি কর, ফেরেস কোনাষ্টে আলাদা করতে অনেক সময় লেগে যাবে।"

জালি

লাউ, কুমড়ো প্রভৃতি ফসলের ইঁদুর-জালি'র পরের অবস্থা। একেবারে ছোটও নয় আবার বড়ও নয় এমন ফল।

" ছোটো বেলায় কত জালি লাউ কাঁচা খেয়েছি আমরা।"

জালি ধরা

লাউ, কুমড়ো গাছে ফল ধরা শুরু হওয়ার অবস্থা বোঝতে জালি ধরা কথাটি বলা হয়।

" গাছে জালি ধরতে শুরু করেছে। "

ডগা

লাউ, কুমড়ো , পটল, ঝিঙা, শসা, পুঁইশাক প্রভৃতি লতানো গাছের একেবারে আগার কচি ও নরম অংশ। এই অংশ শাক হিসাবেও খাওয়া হয়।

" একটা গোড়া থেকে চারটে ডগা বেরিয়েছ, মাচা ভরে যাবেন। "

ডোকা ছাড়া / ফড়কি ছাড়া

লাউ, কুমড়ো, শসা, পুঁইশাক প্রভৃতি লতানো গাছের একেবারে ডগা থেকে নতুন কচি ডাল বার হয়। ঐ কচি ডালকে ডোকা বা ফড়কি বলে। গাছে নতুন ডাল গজাতে শুরু হওয়ার অবস্থাকে ডোকা ছাড়া বা ফড়কি ছাড়া বলে।

" যত ফড়কি ছাড়বে, তত লাভ। "

ফুল আসা-ফল ধরা

লাউ, কুমড়ো, শসা, পটল প্রভৃতি গাছে প্রথম ফুল ফোটা শুরু হলে বলা হয় ফুল আসা। এর পর ঐ ফুল থেকে ফল হওয়া শুরু হওয়া বোঝাতে ফল ধরা কথাটি ব্যবহার করা হয়।

" একটু কুয়াসা করলে তাড়াতাড়ি ফুল আসতো। "

লতানো

মাটিতে লতিয়ে যে সব গাছ হয়, যেমন-কুমড়ো, লাউ, প্রভৃতি গাছের চারা'র বৃদ্ধির প্রথম পর্যায়। এক্ষেত্রে কৃষকরা বলে ' লতাচ্ছে'। অর্থাৎ লাউ গাছ আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে।

" বেড়ার ধারে লতিয়ে যা হবে, তাতেই খাওয়ার কাজ চলে যাবে। "

সাতমেসে

এটি একপ্রকারের ধান। এই ধান রোপন করা থেকে ধান কাটা পর্যন্ত প্রায় সাত মাস সময় লাগে। চাষিরা বলে 'সাত মেসে ধান করেছি'। বর্তমানে এই ধরনের ধান চাষ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

" সাত মেসে ধান এযুগে কেউ আর করে না। "

শেকড় ছাড়া

ধান বীজ রোপন করার পর যখন ঐ বীজে নতুন শিকড় বার হয়, সেই অবস্থাকে শেকড় ছাড়া বলে।

" শেকড় ছাড়ার সময় জমিতে জলের অভাব হলে চলে না। "

একটা গোড়া রাখা

শসা, লাউ, কুমড়ো প্রভৃতি সব্জির বীজ যখন জমিতে খোপ করে বসানো হয় তখন একটা খোপে পাঁচটা ছয়টা দানা বসানো হয়। প্রতিটা দানা চারা হলেও সব গাছ রাখা হয় না। সবচেয়ে ভালো গাছটা রাখা হয় এবং বাকি গাছ তুলে দেওয়া হয়। এইভাবে অন্যগুলো তুলে দিয়ে একটা গাছ রাখাকে বলা হয় একটা গোড়া রাখা। প্রতি খোপে অনেক গাছ না রেখে একটা ভালো গাছ রাখলে গাছের বৃদ্ধি ও ফলন ভালো হয়।

" প্রতি খোপে একটি করে গোড়া রাখলেই চলবে। "

চৌমো

লাউ ও কুমড়ো চাষের ক্ষেত্রে কথাটি ব্যবহৃত হয়। গাছে লাউ বা কুমড়ো ধরার পর ফলের আকার যখন খুব ছোটো ও পুরুষ্টের মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে তখন তাকে বলা হয় চৌমো।

" ফল এখন সবে চৌমো, আর কদিন অপেক্ষা করতে হবে। "

রং চড়া

ফল জাতীয় ফসল যখন গাছে পাকা শুরু করে তখন ফলের রং অল্প অল্প হলুদ বা লাল হতে থাকে। ফসলের বৃদ্ধির এই অবস্থাকে বলা হয় রং চড়া।

‘‘ ফল রং চড়া শুরু করলে তবে ভাঙা শুরু করবো। ’’

ওঠার মুখ

ফসল বিক্রির জন্য হাটে নিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত অবস্থা। কথাটির মধ্যে দিয়ে যেকোন ফসলের প্রথমবার হাটে নিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত অবস্থাকে বোঝান হয়।

‘‘ কপি ওঠার মুখে, আর ক’ দিন অপেক্ষা কর, সব টাকা দিয়ে দোব। ’’

ঝেঁঝগে যাওয়া

সাধারণত দানা শস্যের ক্ষেত্রে কথাটি ব্যবহৃত হয়। ধান, গম, সরিষা, মুসুরি প্রভৃতি দানাশস্য জমিতে থাকা-কালীন পেকে অতিরিক্ত শুকিয়ে গেলে ফসলের দানা আপনা থেকেই ঝরে পড়তে থাকে। ফসলের এই অবস্থাকে বলা হয় ঝেঁঝগে যাওয়া।

‘‘ ঝেঁঝগে যাওয়ার আগেই মুসুরি কেটে নিতে হবে।’’

ট) ফসল সহ অন্যান্য বিষয়ের নাম বৈচিত্র্য

ধান

কনকচূড়, কামিনসরু, গোলাপ সরু, জয়া, দুধের সর, নাগরাই, পেসারি, পক্ষিরাজ, পাটনাই, পাতামাসুরী, প্রতীক্ষা, পোরঙ্গী, বড়ান, বেড়ি, বিন্নি, মিনিকিট, রঞ্জিত, রত্না, রোয়া, সমুদ্রবালী, স্বর্ণমাসুরী, হোগলা, ললাট, মহারাজ, জিরা কাটি, পারিজাত, খণ্ডগিরি, গঙ্গা, শতাব্দী, IR-8, IR-36, গঙ্গা-কাবেরী, গোসাই, M-সঙ্কর ইত্যাদি।

চাল

আকুলা চাল, আলো চাল, সেদ্ধ চাল, একসেদ্ধচাল , কাটরা লাগা চাল, ঘোরো চাল, মিলের চাল, কালো মাছি ইত্যাদি।

ওল

বুনো ওল, দেশী ওল, সাঁতরাগাছি ওল, মাদরাজি ওল ইত্যাদি।

কচু

গুড়ি কচু , পদ্ম কচু , মান কচু , সোলা কচু , কালো কচু , গাটি কচু ইত্যাদি।

কলা

দেশি কলা, কাঁচ কলা , পাকা কলা, বীচিকলা , মর্তমান কলা, বাগদা কলা, কাঠালি কলা, কালি বৌ কলা, চিনি কাঠালে কলা, পানারম কলা ইত্যাদি।

ছিম

এউসে ছিম, কেঁকলে ছিম, আমুনে ছিম, মেদিনীপুরী ছিম, কার্ত্তিকে ছিম ইত্যাদি।

টমাটো

আটাশ পয়ত্রিশ টমাটো, চামিলি টমাটো, নবিন টমাটো, ঢ্যাবা টমাটো, পাথর কুচি টমাটো , অবিনাশ-২ ইত্যাদি।

ডাল

ছোলার ডাল, খেসারী ডাল, তেউড়ে ডাল, মটর ডাল, মুসুরির ডাল, মুগ ডাল, সোনামুগ ডাল, কড়াই ডাল, অড়লের ডাল ইত্যাদি।

ফুলকপি

অঘ্রাণে কপি, পৌষালী কপি, মাঘি কপি, লেট কার্ত্তিক কপি, জলদি ইত্যাদি।

বেগুন

ঝুরি বেগুন, ফক্‌ড়া বেগুন, শ্যাওলা বেগুন, এলোকেশী বেগুন, মুক্তকেশী বেগুন, ভাঙড় বেগুন, মণিপুরি ঝুরি, পায়রাটুনি বেগুন, পুল বেগুন, মাকড়া বেগুন, সাদা মাকড়া বেগুন, কালো মাকড়া বেগুন ইত্যাদি।

শাক

চায়না শাক, শান্তি শাক, হেলেঞ্চা শাক, পলতা শাক, পুঁইশাক, পাটশাক, হিঞ্চে শাক, কুমড়ো শাক, কলমি শাক, লাল শাক, ন্যাট শাক, সাদা নটে শাক, লাউ শাক, আতাড়ি পাতাড়ি শাক ইত্যাদি।

বাঁধা কপি

গ্রীন বাঁধা , K K Cros, Indian green, Rare ball ইত্যাদি।

সরিষা

কালো সর্ষে, ছোটনাই সর্ষে, ঝাল সর্ষে, তড়ী সর্ষে, বড়ান সর্ষে, B-54, শ্বেত সর্ষে, হনুমান জটা, জটাই হাই ব্রিট, রাই সরিষা ইত্যাদি।

ঝিঙে

বারোপাতার ঝিঙে, দেশী ঝিঙে, হাইব্রিট ঝিঙে ইত্যাদি।

পটল

ঘুগু বোম্বাই পটল, বোম্বাই পটল, হইবত ঘালি পটল, আমড়া আটি পটল, পাঁপড়া কাটির কোরাস পটল, কাটি পটল, ঢ্যাবা পটল, পাপড়ার কোরাস পটল, পাপাড়া পটল ইত্যাদি।

আলু

জ্যোতি আলু , চন্দ্রমুখি আলু, লাল আলু, পোখরাজ আলু, মনিপুর লাল আলু, নৈনিতাল আলু, সুপার-৬ আলু, লাল পোখরাজ আলু, S-Punjab আলু, মেটে আলু, চুপড়ি আলু, হরিণ সিং আলু ইত্যাদি।

লঙ্কা

দেশি লঙ্কা , বুলেট লঙ্কা, চাইনিজ লঙ্কা, পেপসিকাম, কামরাঙা লঙ্কা, চুনি লঙ্কা, আকাশ লঙ্কা, বেলডাঙার লঙ্কা, ধানি লঙ্কা, কালো বুলেট লঙ্কা ইত্যাদি।

কুমড়ো

কার্ত্তিকে কুমড়ো , চৈতে কুমড়ো, আষাঢ়ে কুমড়ো, মাচার কুমড়ো, হাইব্রিড কুমড়ো ইত্যাদি।

পাট

লাল পাট, ম্যাস্তা পাট, দেশি পাট ইত্যাদি।

তিল

লাল তিল, কালো তিল, শ্বেত তিল ইত্যাদি।

পিঁয়াজ

কাট পিঁয়াজ, বোম্বাই পিঁয়াজ, মাদ্রাজি পিঁয়াজ, তসুরে পিঁয়াজ, ভাতি পিঁয়াজ, লাট্টু বোম্বাই পিঁয়াজ, সুর সাগর পিঁয়াজ, কার্গিল পিঁয়াজ, কালি পেঁয়াজ ইত্যাদি।

আম

হিমসাগর আম, তোতামুখি আম, ল্যাংড়া আম, গোপাল ভোগ আম, গোলাপ খাস আম, ম্যাটরাজ আম, চ্যাটার্জি ভোগ আম, শোর কোতানি আম, গুলি আম, আম্রপালি আম, কিশোম ভোগ আম ইত্যাদি।

পান

সিমুরালি পান, দিশি পান, মিঠা পান ইত্যাদি।

আঁখ

দেশি আঁখ, সামসাড়ার আঁখ ইত্যাদি।

ধনে

পঞ্জাবি ধনে, দেশি ধনে, বিলিতি ধনে ইত্যাদি।

আগাছা

ক্যাকটাকুচো, ব্যাঙ থাবড়ি, লতাপাতা, স্বর্ণলতা, তেলাকুচো ইত্যাদি।

গাদা

বাংলা গাদা, গোল গাদা, লম্বা গাদা ইত্যাদি।

ঘাস

চায়না ঘাস, দুবলো ঘাস, কেদরা ঘাস, বনমুলো, বেতো ঘাস, মুতো ঘাস, শান্তি ঘাস , সামা ঘাস, হেলেঞ্চা ঘাস, বেনা ঘাস , খড়ি বন, হোগলা, উলু ঘাস ইত্যাদি।

জল বা বৃষ্টিপাত

শেয়াল তাড়ানো বৃষ্টি, ধূলো মারা বৃষ্টি, গড়ানো পানি, নুন পানি, গা ধোয়ানো বৃষ্টি, বুনন জল, রোয়ার জল, এক আছড়া বৃষ্টি, দু আছড়া বৃষ্টি ইত্যাদি।

পোকা মাকড়

মাজরা পোকা, শোষক পোকা, ধোসা, পঙ্গপাল ইত্যাদি।

ঠ) বিপণন সংক্রান্ত শব্দ-শব্দবন্ধ

হেবি আমদানি

কৃষিজ পণ্য বিক্রির উদ্দেশ্যে হাটে বা বাজারে নিয়ে যাওয়া হয়। কোনো পণ্য যদি বাজারে অতিরিক্ত পরিমাণে আসে তবে তার অতিরিক্ততা বোঝাতে হেবি আমদানি কথাটি ব্যবহার করা হয়।

‘‘আজ যা আমদানি, দাম বিশেষ পাওয়া যাবেনা।’’

এক হাট-দু-হাট

ওল, কপি, কুমড়ো, টমাটো ইত্যাদি ফসল বিক্রির উপযোগী হলে বেশ কিছুদিন ধরে বিক্রির জন্য হাটে নিয়ে যেতে হয়। এক্ষেত্রে প্রথম বার হাটে নিয়ে যাওয়াকে এক হাট এবং দ্বিতীয় বার নিয়ে যাওয়াকে দু-হাট বলে।

‘‘ এক দু হাট না গেলে লাভ লস বোঝা যাবেনা।’’

কাঁটা করা

এটি কৃষিজ পণ্য ওজন করা সংক্রান্ত শব্দ। কোনো ফসল হাটে নিয়ে যাওয়ার পর বাজরা সমেত বা বস্তা সমেত ওজন করা হয়। এই রকম ওজন করাকে কাঁটা করা বলে। মূলত পাইকারি হাটে কাঁটা করার দরকার হয়।

‘‘ তাড়াতাড়ি কাঁটা করে নে, নইলে দাম কমে যাবে।’’

কুটিয়াল

বড় চাল ব্যবসায়ী কুটিয়াল নামে পরিচিত। এরা চাষিদের কাছ থেকে ধান কিনে চাল তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে।

‘‘ কুটিয়ালের চালে কোন ভরসা নেই।’’

কেনা দাম-বেচা দাম

হাটে বা বাজারে যে সব ব্যবসাদার কৃষিজ দ্রব্য বিক্রি করে তারা সবাই কৃষক নয়। তারা কৃষকদের থেকে পাইকারি দামে কৃষিজ দ্রব্য কিনে খুচরো দামে বিক্রি করে। এরা যে দামে জিনিস কেনে সেটা কেনা দাম এবং যে দামে বিক্রি করে সেটা বেচা দাম।

‘‘ শেষের দিকে কেনা দামেই মাল বেচে চলে এসছি ।”

খাজনা

যে কোনো হাট বা বাজারে ফসল বিক্রি করতে হলে ওই হাট বা বাজারের মালিককে ট্যাক্স দিতে হয়। ঐ ট্যাক্স হল খাজনা।

‘‘ হাট খাজনা যা বাড়াচ্ছে তাতে প্রতিবাদ না করে উপায় নেই। ”

ক্ষেতে বিক্রি

যে সব কৃষিজ দ্রব্যের বাজার চাহিদা প্রচুর সেই সব দ্রব্য নিয়ে কৃষককে বাজারে যেতে হয় না। পাইকারি খরিদ্দাররা কৃষিক্ষেত্র থেকেই ঐ সব ফসল কিনে নেয়। একেই বলে ক্ষেতে বিক্রি।

‘‘ সেবার ফুলকপি ক্ষেতেই বিক্রি হয়ে গেছিলো। ”

গলন

ডালের গুণাগুণ বোঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। বলা হয়- ‘‘এ ডালের গলন ভালো”। অর্থাৎ রান্নার সময় ডালটি তাড়াতাড়ি ও ভালো রকম গলে যায়।

‘‘ আমার ডালের গলন খুব ভালো বাবু। ”

চটিওয়ালা

বাজারে বা হাটে কৃষিজ পণ্যের এক স্তরের বিক্রেতা। এরা চাষির কাছ থেকে বিভিন্ন রকমের সব্জি কিনে নিয়ে সাধারণ খরিদ্দার, যারা বাড়িতে খাওয়ার জন্য বাজার করে তাদের কাছে বিক্রি করে।

‘‘ সব্জির দাম তো চটিওয়ালারাই বাড়িয়ে দেয়, চাষিরা বিশেষ দাম পায়না। ”

চটি দেওয়া

বাজারে বা হাটে কৃষিজ পণ্য নিয়ে বিক্রির উদ্দেশ্যে দোকান দেওয়া। এই দোকান স্থায়ী নয়। সাধারণত চট বা ঐ জাতীয় কিছু বিছিয়ে তার উপর সব্জি সাজিয়ে বিক্রি করা হয় বলে চটি দেওয়া কথাটি এসেছে।

‘‘ ফেরি করার থেকে হাটে চটি দেওয়া অনেক ভালো।’’

জল মারা-পানি মারা

সব্জি বাজারে বিক্রি করতে নিয়ে যাওয়ার সময় তাতে প্রচুর জল দেওয়া হয়, যাতে শুকিয়ে না যায়। আবার শাক জাতীয় দ্রব্য বিক্রির আগে তাতে জল দেওয়া হয়। এতে শাকের ওজন বেড়ে যায়।

‘‘ মালে এখনো জল দিইনি, তবু কেমন রং দেখুন। ’’

ঢেলে বিক্রি

কোনো ফসলের উৎপাদন ও আমদানি খুব বেশি হলে হাটে বা বাজারে তার দাম কমে যায়। তখন ঐ ফসল আর কেজি দরে মেপে বিক্রি করা হয় না। কারণ তাতে বিশেষ লাভের আশা থাকে না। বাধ্য হয়ে কৃষকরা তা মাটিতে ঢেলে খুব কম দামে বিক্রি করে।

‘‘ এখন যা হয় হোক, পরে ঢেলে বেচে দোব। ’’

তলাচে

বাজরায় বিক্রির উদ্দেশ্যে ফসল সাজানোর সময় একেবারে নিচে খারাপ মাল গুলো দেওয়া হয়। তলাচে হল বাজরা বা বস্তার নিচের দিকে থাকা খারাপ বা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট মানের মাল।

‘‘ অত বাছলে তলাচে গুলো বিক্রি হবে? ’’

থেউকো দরে

একসঙ্গে অনেক দ্রব্য কিলো ধরে হিসেব করে বা ওজন না করে একীকৃত দামে বিক্রি করাকে থেউকো দর বলে। এক্ষেত্রে আলাদা করে বিক্রিত দ্রব্য ওজন করা হয় না।

‘‘ এর চেয়ে থেউকো দোওয়া ভালো। ’’

দরদাম

কৃষিজ দ্রব্য বিক্রির সময় ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দ্রব্যের দাম নিয়ে আলাপ-আলোচনা।

" কেনার আগে দরদাম করে নেওয়া ভালো। "

দামাদামি নেই

কোন ফসলের বাজার চাহিদা খুব বেশি হলে তা বিক্রি করার সময় কৃষক খরিদ্দারকে দামাদামি করার সুযোগ দেয় না। অর্থাৎ কৃষক যে দাম বলবে সেই দামেই খরিদ্দারকে কিনতে হবে। খরিদ্দারকে দামাদামি করার সুযোগ না দেওয়ার জন্যই বলে 'দামাদামি নেই'।

" দামাদামি হবেনা একটাই দাম। "

পরতা বা পড়তা

পড়তা শব্দটি কৃষিজ দ্রব্য বিপণনের সময় বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। পরতা বা পড়তা শব্দটির অর্থ হল 'লাভ'।

" ওই দামে পড়তা পোষাবে না। "

পাষাণ ভাঙা

কথাটি তুলাযন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কৃষকরা খুচরো বাজারে যে তুলাযন্ত্র ব্যবহার করে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুবেদি তুলাযন্ত্র নয়। অনেক সময় কৃষকদের সাধারণ তুলাযন্ত্রের দুই দিকের আধারের মধ্যে ওজনের সামঞ্জস্য বজায় থাকে না। এক্ষেত্রে পরিমাপ যথাযথ হয় না। পাষাণ ভাঙা হল সামঞ্জস্যহীন তুলাযন্ত্রের দুই আধারের মধ্যে ওজনের সামঞ্জস্য তৈরি করা।

" আমার পাল্লায় পাষাণ ভাঙা আছে। "

পাল্লা দরে

পাল্লা হল পরিমাপের যন্ত্র বা তুলাযন্ত্র। পাল্লা দরে কথাটির অর্থ একসঙ্গে পাঁচ কেজি মূল্যে ফসল বিক্রি করা।

" পাল্লা দরে কিনতে পারলে একটু কমে পাওয়া যায়। "

পাল্লা ধরা

কোনো দ্রব্য বিক্রি করার সময় দ্রব্য পরিমাপ করাকে পাল্লা ধরা বলে।

‘‘ একটানা পাল্লা ধরা সোজা কথা না। ’’

ফড়ে

কৃষকদের কাছ থেকে যারা সব্জি জাতীয় দ্রব্য পাইকারি মূল্যে ক্রয় করে। এরা কৃষিজ দ্রব্য কৃষকদের কাছ থেকে ক্রয় করে খুচরো ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে।

‘‘ ফড়েদের অত্যাচারে মাল কেনাই ঝকমারি। ’’

ফেরেস

উৎকৃষ্ট মানের কৃষিজ ফসল। যাতে কোনো দাগ বা পোকা থাকে না।

‘‘ বাছতে হবে না, সব ফেরেস মাল। ’’

বউনি মাল

কৃষক যখন তার উৎপাদিত ফসল বাজারে বিক্রি করে তখন প্রথম যে দ্রব্যটি বিক্রি হয় সেটি হল বউনি মাল।

‘‘ দামটা একটু ঠিক করে বলুন, তবে বউনি মালটা আপনারেই দিই। ’’

কাটা ফল

যে সব্জি জাতীয় ফসল গাছ থেকে কেটে নিতে হয়, যেমন ঢ্যাড়স, কাঁঠাল, কলা এদেরকে কাটা ফল বলে।

‘‘ এবার সব কাটা ফলের চাষ করিচি। ’’

ক্যাট মাল

জমি থেকে ফসল সংগ্রহ করার পর ভালো এবং খারাব ফসল আলাদা করা হয়। যেসব ফসলের বৃদ্ধি ভালো হয়নি তাদের ক্যাট মাল বলে। মূলত ফল জাতিয় ফসল, যেমন-শসা, পেপে, পটল, লাউ, কুমড়ো প্রভৃতির ক্ষেত্রে কথাটি প্রযোজ্য।

" এত ক্যাট মাল কী করে বেচবো? "

খাওয়া খদ্দের

কৃষিজ দ্রব্যের পাইকারি হাটে কেবলমাত্র ব্যবসায়ীরা জিনিস কেনে তা নয়, সাধারণ মানুষও কম দামে পাওয়ার আশায় পাইকারি হাট থেকে খাওয়ার জন্য বাজার করে। এমন খরিদ্দারদের খাওয়া খদ্দের বলা হয়।

" পাইকারি হাটে খাওয়া খদ্দের যে কেন আসে! "

ঘোরো চাল

কৃষক নিজের ধান নিজেই সিদ্ধ করে চাল তৈরি করলে, সেই চালকে ঘোরো চাল বলে। বাজারে ঘোরো চালের মূল্য বেশি। কারণ ঘোরো চাল থেকে ভালো ভাত হয়।

" ঘোরো চালের স্বাদই আলাদা। "

ছেঁড়া ফল

কিছু কিছু ফল জাতীয় সব্জি আছে যাদের ফল গাছ থেকে হাত দিয়ে ছিঁড়ে নিতে হয়। যেমন- পটল, বেগুন, ঝিঙা, শসা, লঙ্কা ইত্যাদি। এই সব্জিগুলোকে ছেঁড়া ফল বলে।

" ছেঁড়া ফল তোলা তাড়াতাড়ি হয়। "

ডাক হওয়া

নিলাম এর চলতি কথা ডাক হওয়া। কৃষিজ সংস্কৃতিতে কোনো কোনো ফসল, পুকুর প্রভৃতির ডাক হয়। যদি কোন ফসলের উৎপাদন খুব কম হয়, কিন্তু তার চাহিদা থাকে প্রচুর তবে সেই ফসলের ডাক হয়।

ডাকে ফসল বিক্রি করতে পারা কৃষকের কাছে ভাগ্যের ব্যাপার। কারণ এক্ষেত্রে অনেক বেশি লাভের সম্ভাবনা থাকে।

" সেবার সামান্য বেগুনও ডাকে বিক্রি হয়েছিল। "

ধলতা

কৃষিজ দ্রব্যের মূল্য বিষয়ক শব্দ। কোন ফসল খুব কম দামে বিক্রি করা হলে 'ধলতা' দাম বলা হয়।

" শেষে ধলতায় দিয়ে চলে এসেছি। "

ন-আনা, ছ-আনার খরিদ্দার

কৃষিজ পণ্যের হাটে যেসব খরিদ্দার খুব কম টাকার দ্রব্য কেনে তাদের তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ন-আনা, ছ-আনার খরিদ্দার বলা হয়। অবশ্য কৃষিজ সংস্কৃতির বাইরেও কথাটির বিশেষ ব্যবহার আছে।

" আমি ওসব ন আনা-ছ আনার খদ্দেররে বেশি পাত্তা দেইনে। "

বাজরা কত

বাজরা হল বাঁশের তৈরি এক প্রকার বড় আকারের পাত্র। বাজরায় করে কৃষিজ দ্রব্য বাজারজাত করা হয়। 'বাজরা কত' বলতে এক বাজরা কৃষিজ দ্রব্যের দাম কত তা জানতে চাওয়া।

" ওজন ছাড়, বাজরার দাম বল। "

বাজার চড়া-বাজার নরম

কৃষিজ পণ্যের পাইকারি বাজারে দ্রব্যের দাম যদি বেশি থাকে তবে বলা হয় বাজার চড়া। আবার বাজারে দ্রব্যের দাম কম থাকলে 'বাজার নরম' কথাটি ব্যবহার করা হয়।

" আজ মনে হয় বাজার আর চড়বে না।"

বাজার লাগা

অনেক সময় দেখা যায় বাজারে দোকানদাররা অনেকক্ষণ দোকান খুলে বসে রয়েছে কিন্তু ক্রেতা নেই। সহসা এক সঙ্গে প্রচুর খরিদ্দার চলে এল। একই অবস্থাকে বলা হয় বাজার লাগা।

" বাজার লাগতে লাগতে বেলা গড়িয়ে যাবে। "

দোকান লাগা

যদি এমন হয় কোনো দোকানদার অনেকক্ষণ দোকান খুলে বসে রয়েছে কিন্তু ক্রেতা নেই। সহসা এক সঙ্গে প্রচুর খরিদ্দার চলে এল। এই অবস্থাকে বলা হয় দোকান লাগা।

" সারাদিন পর একটু দোকান লেগেছে, এখন জ্বালাতন করিস না। "

ব্যাপারী

ব্যবসায়ীদের একটা শ্রেণি। এরা একসঙ্গে অনেক মাল কিনে খুচরো বিক্রেতাদের কাছে বিক্রি করে। আবার যারা সাইকেল বা ভ্যানে করে গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় বিক্রি করে তাদেরও ব্যাপারী বলা হয়।

" আমরা ব্যাপারীর থেকে কিছু কিনি না, সব দোকান থেকে নিয়ে আসি। "

বেড়ার মাল

পটল, ঝিঙে, উচ্ছে, করল্লা প্রভৃতি সব্জির গাছ লতানো প্রকৃতির। অনেক সময় জমির পাশের বেড়াতে এমন লতানো ফসলের গাছ তুলে দেওয়া হয়। যদিও মাটিতেও এইসব ফসল ফলে। কিন্তু বেড়ার গায়ে বেড়ে ওঠা ঝিঙা, পটল প্রভৃতি গাছের ফসল এর মান অনেক ভালো হয় এবং বাজারে তার দামও বেশি। এমন বেড়ার গায়ে বেড়ে ওঠা গাছের ফসলকে বোঝাতে 'বেড়ার মাল' কথাটি ব্যবহৃত হয়।

" বেড়ার মালের দাম তো একটু বেশি হবেই দাদা। "

ভারার মাল-মাটির মাল

ঝিঙা, পটল, শসা প্রভৃতি ফসল যখন মাচায় হয় তখন বাজারে তাকে ভারার মাল বলে। ঐ সব ফসল

যখন মাটিতে হয় তখন তাকে মাটির মাল বলে। কথা দুটি সমস্ত রকম লতানো গাছের ফসলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

‘‘ ভারার মালের থেকে মাটির মালের স্বাদ ভালো হয়। ’’

পাকা ফল

কিছু কিছু ফসল আছে যে গুলো অনেক দিন গুদামজাত করে রাখা যায়। যেমন-কুমড়ো, নারকেল প্রভৃতি। এই সব ফসলকে পাকা ফল বলে।

‘‘ পাকা ফলের চাষে মার যায় না, কোন না কোন সময় পুষিয়ে যায়। ’’

মাতানি

বাজরায় যখন সব্জি জাতীয় ফসল সাজানো হয় তখন উৎকৃষ্ট মানের ফসল গুলো উপরে দেওয়া হয়। মূলত খরিদ্দারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এমন করা হয়। বাজরার উপরের দিকে সাজানো উৎকৃষ্ট মানের ফসলকে বলা হয় মাতানি।

‘‘ মাতানি দেখে ভোলা যাবেনা, তলা দেখতে হবে। ’’

ধরে রাখা—ছেড়ে দেওয়া

অনেক সময় দেখা যায় বাজারে কোনো কৃষিজ দ্রব্যের যথেষ্ট চাহিদা আছে এবং বিক্রেতা তার উপযুক্ত মূল্যও পাচ্ছে। তবে তার পরেও আরও বেশি মূল্য পাওয়ার জন্য সে অপেক্ষা করছে। এই অবস্থাকে বলা হয় মাল ধরে রাখা। কিছুক্ষণ ধরে রাখার পর বিক্রি করে দেওয়া হল ছেড়ে দেওয়া।

‘‘ দামের আশায় সারাদিন মাল ধরে বসে থাক, শেষে ধলতায় ছাড়তে হবে দেখিস। ’’

মাল তোলা

বিক্রি করার পর কৃষক কর্তৃক খরিদ্দারের গাড়িতে দ্রব্য তুলে দেওয়া বা তোলার কাজে সহযোগিতা করা। পাইকারি ক্রেতাদের সাপেক্ষে মাল তোলা কথাটির অর্থ দাঁড়ায় কৃষকের কাছ থেকে কেনা মাল তুলে নিয়ে একস্থানে জমা করা, বা কোন গাড়িতে তুলে দেওয়া।

‘‘ আমি মাল তুলতে পারবো না, নিতি হয় নাও না হয় না নাও। ’’

রেকে সেকে বলা

বাজারে কৃষক যখন কৃষিজ দ্রব্য বিক্রি করে তখন তার দাম একটু বেশি করে খরিদ্দারকে বলে। এটা স্বাভাবিক ঘটনা। খরিদ্দারও বিষয়টা জানে যে কৃষকরা সবসময় বেশি দাম চায়। তখন তারা কৃষককে অনুরোধ করে জিনিসের দাম যথাযথ বলার জন্য। রেকে সেকে বলা কথাটি এমন ক্ষেত্রে খরিদ্দার ব্যবহার করে।

" ওরাম করলি হয় ভাই, একটু রেকে সেকে বলো। "

লাঙল বেচা

অনেক সময় দেখা যায় কোনো ব্যক্তি নিজে তেমন কিছু চাষবাস করে না কিন্তু ঘরে রীতিমতো লাঙল গরু রাখে। আসলে সে তার লাঙল অন্যের জমিতে চাষের কাজে লাগায় এবং বিনিময়ে টাকা নেয়। একেই বলা হয় লাঙল বেচা।

" সারাবছর লাঙল বেচে খাই, তাতে আর কতটা কী করা যায় বলো?"

লাঙল বেচার সংসার

লাঙল বেচে সংসার চালায় এমন ব্যক্তির সংসারকে বলা হয় লাঙল বেচা সংসার। সারা বছর সমানভাবে লাঙল বেচা সম্ভব হয় না। কাজেই সংসারের আর্থিক অবস্থা ভাল থাকে না। প্রতীকি অর্থে লাঙল বেচা সংসার হল অর্থনৈতি দিক থেকে সম্পন্ন নয় এমন সংসার।

" পোড়া কপাল বলে এই লাঙল বেচার সংসারে এসে পড়িচি। "

লাঙল তুলে দেওয়া

অভাবে কারণে যদি এমন হয় কোনো কৃষক তার লাঙল গরু বিক্রি করে দিচ্ছে তবে তা কৃষকের পরিভাষায় লাঙল তুলে দেওয়া। লাঙল তুলে দেওয়া যে কোনো কৃষকের কাছে খুব মর্মান্তিক ব্যাপার। অভাবের তাড়নায় কখনো কখনো সেটাও করতে হয় কৃষকদের।

" কম কষ্টে আর লাঙল তুলে দেইনি। "

হাট খরচা

হাটে যে কোনো কিছু বিক্রি করতে হলে হাট মালিক বা হাট পরিচালক কমিটিকে ট্যাক্স দিতে হয়। হাট খরচা হল ঐ ট্যাক্স। হাট খরচা কথাটার অন্য অর্থও রয়েছে। সাধারণত সপ্তাহে একদিন বা দুই দিন কোনো এলাকায় হাট বসে। ওই দিন কৃষকমাত্রকে হাটে যেতে হয় এবং সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিস কমবেশি কেনাকাটা করতে হয়। হাটবারে ন্যূনতম এই যে কেনাকাটা এবং তার জন্য যে খরচ তাকেও হাট খরচা বলে।

" এত বড় সংসার , হাট খরচা জোগাড় করতেই হিমসিম খাই। "

হাট চালা

হাটে অবস্থিত চালাঘর। যেখানে দোকানিরা দ্রব্য সাজিয়ে বিক্রি করতে বসে। অনেক সময় হাট চালার চারিধার খোলা থাকে। কখনো কখনো তিন দিক আটকানো ও একদিক খোলা হাট চালাও দেখা যায়।

"গায় কত যুত না হলে কেউ হাট চালা পাকা করে! "

হাটবার

কোন নির্দিষ্ট জায়গায় সপ্তায় একদিন বা দুইদিন হাট বসে। সপ্তার যে দিনটিতে হাট বসে সেই দিনটি হল হাটবার।

"যা লাগবে হাটবারে বলবে। "

গরহাটবার

হাট বসার নির্দিষ্ট একটা বা দুটো দিন বাদ দিয়ে সপ্তাহের অন্য দিনগুলি হল গরহাটবার।

" হাটবারে না বলে গরহাটবারে বলছো? এখন পাই কোথায়। "

হাটের মাল

কৃষক মাঠ থেকে যখন ফসল তোলে কিছু ফসল নিজেদের ব্যবহার বা খাওয়ার জন্য রেখে বেশি অংশ হাটে বিক্রির জন্য আলাদা করে। হাটে বিক্রির উদ্দেশ্যে আলাদা করে রাখা ফসল হাটের মাল নামে

পরিচিত।

‘‘ আগে হাটের মাল আলাদা করে নিই, তারপর দেখা যাবে। ’’

হাটুরে

হাটে আগত বা হাট থেকে প্রত্যাগত যে কোন ব্যক্তিই হাটুরে বলে পরিগণিত হয়।

‘‘ হাটুরেদের সঙ্গে কোনোদিন খারাব ব্যবহার করবি নে।’’

হাজার দরে—শ দরে—পোন দরে

কেনাকাটার সময় কখনো একশো, কখনো এক হাজার, কখনো বা পোন কে পরিমাপের একক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সেই হিসেবে হাজার দরে—শ দরে—পোন দরে প্রভৃতি বলা হয়।

হাটখোলা

যে জায়গায় হাট বসে সেই জায়গা কৃষি সংস্কৃতিতে হাটখোলা নামেও পরিচিত।

‘‘ হাটখোলার ধারে জমি কেনার ক্ষমতা আমাদের নেই।’’

খুচরো বিক্রি

অল্প অল্প মাল ওজন করে বিক্রি করাকে খুচরো বিক্রি বলা হয়। সব্জির হাটে খুচরো সব্জি বিক্রি করে চটিদাররা। খুচরো বিক্রির বিপরীত ধারণা পাইকারি বিক্রি। এক্ষেত্রে একসঙ্গে অনেক মাল বিক্রি করা হয়। কথাদুটি অন্যান্য ব্যবসার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

‘‘ খুচরো পাইকারি কোনো ব্যাপার না, আমার একই দাম লাগবে।’’

ড) রোগ ব্যাধি বিষয়ক শব্দ

এঁসে

এই রোগটি গরুর হয়। গরুর পায়ের খুরে এই রোগ হয়। গরুর খুর ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে পচে যায়। এঁসে হলে গরু আর চলতে পারে না। মূলত গোয়ালের মেঝের কাদা এঁসে হওয়া মূল কারণ।

‘‘ বর্ষাকালে গরুর এঁসে হওয়ার খুব ভয়। ’’

এঁটে লাগা

এঁটে এক রকম পোকা। কলা গাছ, পাট গাছ ইত্যাদিতে এই পোকা আক্রমণ করে। কলা গাছ এঁটে পোকা আক্রান্ত হলে গাছের থোড় এ কালো কালো ফোটা ফোটা দাগ হয়, ফলে গাছের পাতা শুকিয়ে যায়। গাছ দূর্বল হয়ে মারা যায়। পাট গাছে এঁটে লাগলে পাটের পাতা হলুদ হয়ে যায় এবং গাছের বৃদ্ধি ঠিক ঠাক হয় না।

" একটা গাছে এঁটে লাগলে পুরো ঝাড় শেষ করে দেবে। "

কাটরা লাগা

চাল সাধারণত পাটের বস্তায় সংরক্ষণ করা হয়। যদি কোনো ভাবে বস্তা ভর্তি চালে জল লাগে বা ভিজে জায়গায় বস্তা রাখা হয় তবে চালের মধ্যে ছোট ছোট কালো পোকা হয়। ঐ পোকাকে কাটরা পোকা বলে। কাটরা পোকা চাল খেয়ে নষ্ট করে দেয়।

" চালে কিছু নিমপাতা ফেলে রাখলে কাটরা লাগার ভয় থাকে না। "

পঙ্গপাল পড়া

ছোট ছোট ফড়িং এর মত পোকা। মূলত ধান গাছে আক্রমণ করে। ঐ পোকা ধানের পাতা খেয়ে গাছ নষ্ট করে দেয়।

" ধানের আসল শত্রু পঙ্গপাল। "

ঝালসা

ধান, টমাটো প্রভৃতি গাছে এই রোগ হয়। এর ফলে ধান গাছের পাতা শুকিয়ে লাল হয়ে যায় এবং গাছের গোড়া পচে যায়। ঐ ধানগাছে ধান হয় না। জমিতে সারের পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে গেলে এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

" আগের বার ঝালসা লেগে শেষ করে দিয়েছিলো, এবার সাবধান থাকতে হবে। "

ধরা লাগা

শসা, পটল, লাউ প্রভৃতি গাছে এই রোগ হয়। এর ফলে গাছের পাতা সাদা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। উপযুক্ত

ঔষধ প্রয়োগ না করলে গাছ মারা যায়।

‘‘ সব কিছুই তো ঠিকঠাক ছিল, তবু যে কেনো ধরা লাগলো বুঝলাম না !”

ধোসা লাগা

মূলত আলু চাষে এই রোগ দেখা যায়। ধোসা এক প্রকার পোকা। যা আলুর গায়ে লেগে আলুর গায়ে ছোট ছোট গর্ত করে দেয়। ফলে আলু বড় হয় না। অতিরিক্ত কুয়াশা হলে প্রতিদিন সকালে আলু গাছ ধুয়ে দিতে হয়। কুয়াশা যদি আলু গাছে বসে যায় তবে ধোসা লাগার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এই রোগের কোনো প্রতিকার নেই। আলু চাষের পক্ষে এই রোগ ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক।

‘‘ যা অবস্থা, পুরো ক্ষেতেই না ধসা লেগে যায়। ”

পচানি

যে কোনো চাষে এই রোগ হয়। এর ফলে গাছের শিকড় পচে যায় এবং গাছ মারা যায়। এর কারণ এক প্রকার ভাইরাস। জমির কোনো একটি গাছে পচানি রোগ শুরু হলে ধীরে ধীরে সমস্ত জমিতে তা ছড়িয়ে যায়। তাই প্রথম পর্যায়েই উপযুক্ত কীটনাশক প্রয়োগ করতে হয়।

‘‘ আর যাই হোক পচানি রোগ যেনো না হয়, তালি সব শেষ।”

পালা হওয়া

মূলত পাট গাছে এই রোগ হয়। এক্ষেত্রে পাটের গায়ে প্রচুর ফড়কি জন্মায়। যা পাটের পক্ষে ক্ষতিকারক।

‘‘অত সার দিসনা, শেষে পালায় শেষ করে দেবে। ”

ঝাপটা

মূলত ধান গাছের পাতায় ঝাপটা লাগে। ঝাপটা লাগলে পাতা হলুদ হয়ে যায়। ঐ গাছের ধান চিটে হয়ে যায়।

‘‘ অসময়ে বৃষ্টি হলে ঝাপটা তো লাগবেই। ”

তুলসি পড়া

বেগুন, টমাটো, শসা, কুমড়ো প্রভৃতি গাছে তুলসি পড়া রোগ হয়। এক্ষেত্রে এক প্রকার ছোটো ছোটো পোকা পাতার তলায় আটকে থাকে। ফলে পাতা গুটিয়ে ছোটো হয়ে যায়। তুলসি পড়া বেগুন গাছে বেগুন ভালো হয় না।

" গাছে তুলসি পড়ে গেছ, আর রেখে লাভ নেই। "

পোকা লাগা

উপযুক্ত পরিমাণে কীটনাশক ব্যবহার করা না হলে বেগুনে পোকা লাগে। বেগুনের গায়ে খুব ছোট ছোট গর্ত হয়। ঐ গর্ত দিয়ে পোকা বেগুনের ভিতরে গিয়ে বাসা বাধে। পোকা লাগা বেগুনের বাজার মূল্য খুব কম।

" দেখতে ভালো না হলেও পোকা লাগা বেগুনের স্বাদ ভালো হয়। "

নোনা লাগা

বেগুন জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা না হলে জমির উর্বরতা শক্তি কমে যায়। একারণেই বেগুন গাছে নোনা লাগে। এর ফলে গাছের ফলন কমে যায়, ও খুব দ্রুত গাছ শুকিয়ে মারা যায়।

" কেন যে তোদের জমিতে নোনা লাগে বুঝিনে। "

চামটা লাগা

এই রোগ পটল গাছে হয়। গাছের পাতার নিচে ছোট ছোট পোকা হয়। ফলে পাতা শুকিয়ে গাছ মারা যায়।

" চামটা পোকা লাগলে সব শেষ। "

কাগ মারা

বাঁশ গাছের আগা পচে যাওয়া। বাঁশের আগা মরে গেলে তাকে কাগমারা বাঁশ বলে। এর ফলে বাঁশের

বৃদ্ধি ব্যহত হয়। কাগ মরা বাঁশ দিয়ে বিশেষ কোন কাজ হয় না।

‘‘ কিনলে কাগ মরা বাঁশ বাদ রেখে কিনবো। ’’

মেজড়ো লাগা

মেজড়ো এক ধরনের অতি ক্ষুদ্র পোকা। যা ধান গাছের কাণ্ডে বা থোড়ে প্রবেশ করে রস খেয়ে নেয়। মেজড়ো লাগলে ধান চিটে হয়ে যায়। ফলন ভালো হয় না।

‘‘ ধানে মেজড়ো লেগে গেছ, কী যে করি। ’’

শোষক পোকা

কচি ধানের গায়ে এই পোকা লাগে। এই পোকা ধানের ভিতরের রস বা দুধ খেয়ে নেয়। এর ফলে ধান চিটে হয়ে যায়। শোষক পোকা লাগলে ধানের ফলন ভালো হয়না।

‘‘ দরকার হলে বিষ দোব, শোষক পোকারে সহ্য করা যাবেনা। ’’

ছিটে দাগ

সাধারণত ধান গাছে এই রোগ হয়। এর ফলে গাছের পাতায় ছোটো ছোটো সাদা বা হলুদ দাগ হয়। জমিতে জলের পরিমাণ কম হলে এই রোগের সম্ভাবনা তৈরি হয়। একবার এই রোগ হলে সারানো কঠিন হয়ে পড়ে। ধানের উৎপাদন কমে যায়।

‘‘এই গরমে ধান বাঁচানো কঠিন, জলের অভাব হলেই ছিটে দাগ ধরে যাবে।’’

গাছ হলদে হওয়া

যে কোনো ফসলের গাছে এই রোগ হয়। এক্ষেত্রে গাছের পাতা হলুদ হয়ে যায়। মূলত যথাযথ সারের অভাবে এই রোগ হয়।

‘‘ সার ঠিক করে দিলি আবার গাছ হলদে হয়?’’

শিকড় পচা

ধান গাছে এই রোগ হয়। জমিতে কোনো ভাবে পচা জল ঢুকলে এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

" ধানের শিকড় পচে গেলে সব শেষ।"

কুল্লে পড়া

বেগুন, টমাটো, লঙ্কা প্রভৃতি সব্জি গাছের পাতা পোকার আক্রমণে গুটিয়ে যায়। একে কুল্লে পড়া বলে। উপযুক্ত কীটনাশক প্রয়োগ করলে এই রোগ সেরে যায়।

" গাছে কুল্লে পড়ে গেছ, স্প্রে না করে উপায় নেই।"

ঢ) বিবিধ

আল ঠেলা

আল পাশাপাশি দুটো জমির সীমা নির্দেশক। কৃষকেরা আল ছাঁটার সময় অনেক ক্ষেত্রে আল একটু বেশি পরিমাণে কেটে নিজের জমির পরিমাণ সামান্য বাড়িয়ে নেয়। বছরের পর বছর এটা করতে থাকলে একটা সময়ে এসে দেখা যায় নির্দিষ্ট কৃষকের জমির পরিমাণ বেশ কিছুটা বেড়ে গিয়েছে এবং অন্যের জমির পরিমাণ সেই তুলনায় কমেছে। আল ছেঁটার সূত্রে এইভাবে জমির পরিমাণ বাড়িয়ে নেওয়াকে বলে আল ঠেলা। কৃষি-সংস্কৃতিতে আল ঠেলা বিষয়টি খুবই নিন্দনীয়।

" হাজি সাহেব হয়েও আল ঠেলতে ওর বাধে না। "

উদোম দেওয়া

আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে দক্ষিণবঙ্গের সব কৃষি জমিতে সারাবছর চাষ হত না। বছরে একবার বা দুই বার চাষ হত। বাকি সময় জমি পড়ে থাকতো। মাঠে ফসল না থাকায় ঐ সময় কৃষকরা গৃহপালিত পশুদের মাঠে ছেড়ে দিত চরে খাওয়ার জন্য। বিষয়টি তখনকার দিনে উদোম দেওয়া নামে পরিচিত ছিলো। এখন আর উদোম দেওয়ার বিষয়টি তেমন প্রচলিত নয়

" এখন সারা বছর মাঠে আবাদ হয় উদোম দেয়ার সুযোগ কই?"

খাওয়ার জন্য বা খাওয়ার জাতে

কৃষকরা কখনো বসত বাড়ির আশেপাশে বা জমির চারিদিকে অল্প জায়গায় সব্জি গাছ লাগায়। ঐ গাছের সব্জি তারা বিক্রি করে না, মূলত বাড়িতে খাওয়ার জন্যই এটা করা হয়। একেই বলা হয় খাওয়ার জন্য। অবশ্য খাওয়ার জন্য কথাটি অন্য একটা ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। বাজার জাত করার জন্য যে ফসল তোলা হয় তার সামান্য অংশ অনেক সময় বাড়িতে খাওয়ার জন্য রেখে দেয়। এক্ষেত্রেও বলা হয় খাওয়ার জাতে বা খাওয়ার জন্য।

‘‘ ওগুলো খাওয়ার জন্যে রেখে দিয়েছি। ’’

চরানো

গরু-ছাগলকে মাঠে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে যাওয়া। যাদের অনেক গরু-ছাগল তারা সেগুলির জন্য আলাদা করে পয়সা দিয়ে লোক রেখে দেয়।

‘‘ আগে তবু ছাগল গরু চরেও খেতে পারত, এখন তো তারও উপায় নেই। ’’

রাখাল

ছাগল-গরু চরানোর জন্য যাকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিয়োগ করা হয় তাকে বলা হয় রাখাল। পূর্বে রাখাল রাখা কৃষক পরিবারে অতি সাধারণ বিষয় ছিল। তবে রাখাল-বৃত্তান্ত এখন আর দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় তেমন প্রচলিত বিষয় নয়।

‘‘ কটা মাত্র গরু ছাগল আমার, এতে রাখাল রেখে পোষায়? ’’

জ্বালানি

কৃষিজ বর্জ্য যেমন- ধান গাছের খড়, গম গাছের খড়, মরা বেগুন গাছ প্রভৃতি জ্বালানির কাজে ব্যবহার করা হয়। এদের একসঙ্গে জ্বালানি বলে।

‘‘ জ্বালানির অভাবে এখন বেশির ভাগ মানুষ গ্যাস নিচ্ছে। ’’

তাতের ধান

গরমকালে যে ধান চাষ হয় করা হয় তা তাতের ধান নামে পরিচিত।

‘‘ আমি তাতের ধান বেচিনে, খাওয়ার জাতে রেখে দিই। ’’

তোলা মাটি

জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য অনেক সময় পুকুর, ডোবা থেকে পাঁক তুলে জমিতে দেওয়া হয়। ঐ মাটিকে তোলা মাটি বলে। তোলা মাটিতে সব্জি চাষ ভালো হয়।

‘‘ তোলা মাটি পেয়ে গাছগুলোর কেমন বাড় হয়েছে দেখ। ’’

নাকাল দেওয়া

গরুর নাকের ভিতর দিয়ে দড়ি পরানোকে নাকাল দেওয়া বলা হয়। নাকল দেওয়া থাকলে গরু বেশি দৌড়াদৌড়ি করতে পারে না। গরুকে নিয়ন্ত্রণ করতে সুবিধা হয়।

‘‘ গরু জব্দ করতি গেলি নাকাল দিতিই হবে। ’’

পানি সওয়া

জল ছাড়া কোনো ফসল চাষ হয় না। কিন্তু ফসলে জল দেওয়ার নির্দিষ্ট সময় থাকে। নির্দিষ্ট সময়ের পর জল দিলে ফসলের ক্ষতি হয়। যেমন- আলু চাষে প্রথম দিকে জল দেওয়া যায়, কিন্তু আলু তোলার মুখে জল দিলে আলুর প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। পানি সওয়া কথাটির অর্থ হল ফসলে জল সহ্য করা। অসময়ে জল দিলে কোনো ফসলই তা সহ্য করতে পারে না।

‘‘ আলুর পানি সওয়ার সময় পার হয়ে গেছ, এখন বৃষ্টি হলে বিপদ। ’’

পাঁড় চাষি

দীর্ঘদিন চাষের সঙ্গে যুক্ত এবং চাষ এর কাজে খুব অভিজ্ঞ এমন ব্যক্তিকে বলা হয় পাঁড় চাষি।

‘‘ তোমার মত পাঁড় চাষি এতবড় ভুল করো কীভাবে? ’’

পাঁপ লম্বা

বাঁশের দুটো গাঁটের মাঝের অংশকে পাঁপ বলে। যে বাঁশে ঘন ঘন গাঁট থাকে তার পাঁপ ছোট হয়। বিপরীতক্রমে যে বাঁশের গাঁট দূরে দূরে অবস্থিত তাকে পাঁপ লম্বা বলে। পাঁপ লম্বা বাঁশ তুলনায় দূর্বল হয়।

‘‘ ওর খালি পাঁপই লম্বা হয়েছ, বুদ্ধি বাড়েনি। ’’

পোট পড়া

মাঠ থেকে ফসল বাড়ি আনার জন্য এক সময় গরুর গাড়ি ব্যবহার করা হত। গরুর গাড়ি যেখান দিয়ে যাতায়াত করে সেখানে চাকার দাগ পড়ে যায়। মাঠের মধ্যে দিয়ে কোনো নির্দিষ্ট পথে দীর্ঘদিন গরুর গাড়ি চলাচল করলে চাকার দাগ থেকে সাময়িকভাবে একটা সরু রাস্তা তৈরি হয়ে যায়। একেই বলে পোট পড়া।

‘‘ কোন অসুবিধা হবে না, গরুর গাড়ির পোট বরাবর চলে যাবো।’’

মদ্দা ফুল

পুং লিঙ্গ ফুল কে চাষিরা মদ্দাফুল বলে। মদ্দা ফুলে ফল হয় না। তবে পরাগ মিলনের জন্য ঐ ফুল খুব কাজে লাগে।

‘‘ মদ্দা ফুলরে হেলা করিসনে, ওরও দরকার। ’’

মুড়িয়ে খাওয়া

গরু বা ছাগল কোনো ফসল এর গাছ যদি একেবারে গোড়া সমেত খেয়ে নেয় তবে তাকে মুড়িয়ে খাওয়া বলা হয়।

‘‘ ওগা ছাগল পুঁইশাক গুলো পুরো মুড়িয়ে খেয়ে লেছ । ’’

মৌজ হওয়া

কোন ব্যক্তির যদি পুত্র সন্তান না থাকে, তবে তার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি মৌজ হয়ে যায়। মৌজ হওয়া

বলতে বোঝায় পুত্রহীন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বংশের সকলের মধ্যে ভাগ হয়ে যাওয়া।

‘‘ বুড়ো মরলেই ওর সম্পত্তি মৌজ করে লোব। ’’

ষাঁড়ের আড়ি

ষাঁড় যদি কোনো কারণে কোনো চাষির উপর রেগে যায় তবে তার নানারকম ক্ষতি করে। অনেক সময় দেখা যায় ষাঁড়টি আরও অনেক জমি পেরিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট জমির অর্থাৎ ওই চাষির ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে দিয়ে আসে। দিনের পর দিনও ঘটতে পারে এই ঘটনা। অর্থাৎ একটা মরসুমের পুরো চাষটাই নষ্ট হয়ে যায়। ষাঁড়ের প্রকোপে পড়ে এইভাবে চাষ নষ্ট হয়ে যাওয়াকে ষাঁড়ের আড়ি লাগা বলা হয়।

‘‘ ষাঁড়ের আড়ি লাগলে খুব বিপদ। ’’

হড়া পোড়া

কৃষিজ সংস্কৃতি থেকে প্রায় হারিয়ে যাওয়া একটা বিষয়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত হড়াপড়া শব্দটি কৃষক সমাজে বেশ পরিচিত বিষয় ছিল। ছোলা, মটর, মুসুরী প্রভৃতি দানাশস্যের গাছ জমি থেকে তুলে খামারে এনে শুকনো করা হত। অল্প বয়সি ছেলে মেয়েরা ঐ শুকনো গাছ নিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিত। আগুনে গাছ পুছে গেলেও ভিতরের দানাশস্য বেশ ভাজা ভাজা হয়ে যেত। ঐ রকম ঝলসানো ছোলা মটর চিবিয়ে খেতে বেশ ভালো লাগতো। এই বিষয়টি হড়াপোড়া নামে পরিচিত ছিল।

‘‘ সেযুগে হড়া পোড়ার আনন্দই ছিল আলাদা। ’’

পর্ব -২

ক) কৃষি কেন্দ্রিক অর্থ ব্যবস্থা

আধাআধি

ভাগ চাষের ক্ষেত্রে আধা-আধি কথাটি প্রযোজ্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে ভাগ চাষি এবং জমির মালিক উৎপন্ন ফসলের সমান সমান ভাগ নেয়।

‘‘ পারলে আধাআধি চাষ কর, নইলে ছাড়। ’’

গাঁতিদার

প্রচুর জমির মালিকদের এক সময় গাঁতিদার বলা হত। গাঁতিদাররা ভাগ চাষিদের দ্বারা জমি চাষ করাতো। বর্তমানে এই শব্দের ব্যবহার প্রায় নেই। আসলে বর্তমানে রাষ্ট্রীয় আইন অনুসারে কোন ব্যক্তির একার পক্ষে প্রচুর পরিমাণে জমি রাখা সম্ভব নয় ।

‘‘ এ যুগে আর গাঁতিদার হতে হবে না, সে গুড়ি সরকার বালি দিয়ে দিয়েছে।”

বন্ধক রাখা

হঠাৎ প্রচুর টাকার দরকার হলে চাষিরা তাদের জমি অন্যের কাছে টাকার বিনিময়ে জমা রাখে। টাকার বিনিময়ে জমি অন্যের কাছে জমা রাখাকে বন্ধক রাখা বলে। পরে ঐ টাকা ফেরত দিলে জমি ফেরত পাওয়া যায়।

‘‘ সব জমি বন্ধক রেখেও ওর দেনা শোধ হবে না। ”

ভাগ চাষি

যেসব কৃষিজীবী মানুষের জমি থাকে না তারা অন্যের কাছ থেকে আধা-আধি বা তিন ভাগের এক ভাগ হিসাবে জমি ভাগ নেয়। যেসব কৃষক অন্যের জমি ভাগ নিয়ে চাষ করে তাদের ভাগ চাষি বলে।

‘‘ ভাগ চাষিরা চিরকাল বঞ্চিত। ”

ভাগ চাষ

অন্যের জমি ভগে চাষ করাকে ভাগে চাষ বলা হয়। এক্ষেত্রে ভাগের পরিমাণ হয় বিভিন্ন রকম। কখনও মালিক ও কৃষকের মধ্যে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক হিসাবে ভাগ হয়, আবার কখনও তিন ভাগের একভাগ হিসাবে ভাগ হয়।

‘‘ ভাগ চাষ করার চেয়ে অন্য কাজ করা ভালো। ”

ভেড়িতি দেওয়া

উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অঞ্চল বিশেষে প্রচুর ভেড়ি আছে। ভেড়ি হল বড় জলাশয়, যেখানে

মাছ চাষ করা হয়। মাঠে ভেড়ি থাকলে চাষ ভালো হয় না। ভেড়ির পাশাপাশি জমি'র মালিকরা চাষে বিশেষ লাভ না পাওয়ার ফলে তাদের জমি ভেড়ি মালিকদের দিয়ে দেয় ভেড়ির কাজে লাগানোর জন্য। একে ভেড়িতি দেওয়া বলে। জমি ভেড়িতে দিলে ভেড়ি মালিকের কাছ থেকে লভ্যাংশ পাওয়া যায়। দীর্ঘদিন চাষে ক্ষতি হলে চাষিরা জমি ভেড়িতে দিতে বাধ্য হয়।

‘‘ হোক না ভেড়ি, সব জমি ভেড়িতি দিয়ে নিশ্চিন্তে দিন কাটাবো। ’’

লিজে দেওয়া

জমি লিজে দেয় তারা যাদের অনেক জমি আছে। এক্ষেত্রে জমির মালিকরা নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অন্যকে জমি চাষ করতে দেয়। যে লোক জমি লিজ দেয় সে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার প্রাপ্য টাকা বুঝে নেয়। চাষির যদি ঐ সময় চাষ করে ক্ষতি হয় তবুও জমির মালিক তার কোনো দায় স্বীকার করে না।

‘‘ সাচ্চা লোক কখনও জমি লিজ দেয়না। ’’

হাটুসার অবস্থা

চাষ করে কোনো কৃষকের যদি প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি হয় তবে তার ক্ষতির পরিমাণ বোঝাতে ‘হাঁটুসার অবস্থা’ কথাটি ব্যবহার করা হয়।

‘‘ আলু চাষে এবার হাটুসার অবস্থা হবে।

খ) পরিমাপের একক

কেজি

ওজন করার একক। এক কেজি অর্থাৎ একশত গ্রাম।

পাল্লা

পাঁচ কেজি পরিমাণ দ্রব্যকে এক কথায় পাল্লা বলে।

মোন

চল্লিশ কেজি দ্রব্যকে একত্রে এক মোন বলে।

কুইণ্টাল

একশো কেজি দ্রব্যে এক কুইণ্টাল হয়।

খুঁচি

বেত দিয়ে তৈরি এক প্রকার বাটি। একটা সময় খুঁচি মেপে চাল, ডাল, গম প্রভৃতি দানাশস্য বিক্রি করা হত।

পালি

এটিও বেতের তৈরি বাটি বা গামলা। তবে পালির আয়তন খুঁচির চেয়ে কিছুটা বড়। কৃষিজ দ্রব্য পরিমাপ করার জন্য পালি'র ব্যবহার দক্ষিণবঙ্গে একসময় ব্যাপক হারে প্রচলিত ছিল।

ধামা

ধামা বেতের তৈরি বড় আকারের পাত্র। অনেকটা ঝুড়ি'র মত এর আয়তন। ফসল মাপার ও বহন করার কাজে ব্যবহৃত হয়। এখনও দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র কমবেশি ধামার প্রচলন আছে।

বস্তা

পাটের বা নাইলনের তৈরি বড় থলে। ধান, গম বস্তায় সঞ্চয় করা হয়। আবার ধান, গমের মতো দানাশস্য বস্তা মাপেও বিক্রি করা হয়।

গণ্ডা

গুনতি হিসাবে ফসল বিক্রি করার জন্য গণ্ডা নামক একক ব্যবহার করা হয়। একসঙ্গে চারটি দ্রব্যকে গণ্ডা বলে। বিচুলি, কলা প্রভৃতি গণ্ডা হিসাবে বিক্রি করা হয়। এক গণ্ডা কলা মানে চারটি কলা।

পোন

গণনা করার একক। এক পোন মানে আশিটা দ্রব্য।

কাহন

গণনা করার একক। এক কাহন মানে ষোলো পোন।

আটি

বিচুলি বা ধানের খড় বিক্রি করার সময় আটি-র ব্যবহার দেখা যায়। দুই হাত বা আড়াই হাত দড়িতে বিচুলি বাঁধলে হয় এক আটি। আবার শাক, পান এসবও আটি হিসাবে বিক্রি করা হয়। তবে এক্ষেত্রে দড়ির দৈর্ঘ্য কম হয়।

কাঁধি

কলা বিক্রি করা হয় কাঁধি হিসাবে। কাঁধি হল একটি গাছ থেকে এককালীন প্রাপ্ত কলার পরিমাণ।

গল্লা

মানুষের হাতের এক মুঠো পরিমাণ দ্রব্য। মূলত শাক, পাটকাঠি, বিচুলি প্রভৃতি পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

নাচি

পাট পরিমাপের ক্ষেত্রে নাচি কথাটির প্রচলন আছে। আট থেকে দশ গল্লা পাট একসঙ্গে করা হলে হয় নাচি।

হাজার

সংখ্যা গুনে বিক্রি করা যায় এমন যে কোনো কৃষিজ দ্রব্য হাজার দরে বিক্রি করা হয়। এক্ষেত্রে এক হাজারটা জিনিসের দাম একসঙ্গে নির্দিষ্ট করা হয়। বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমাটো, লঙ্কা প্রভৃতি

গাছের চারা হাজার দরে বিক্রি করা হয়। গুনে দ্রব্য বিক্রি করার সময় এক শত হিসাবেও বিক্রি করা হয়। এক্ষেত্রে একশোটি জিনিস একসঙ্গে দাম ঠিক করে বিক্রি করা হয়।

গ) মাঠের নাম–ক্ষেতের নাম

দক্ষিণবঙ্গের কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা কর্মে দক্ষিণবঙ্গের তেরোটি জেলায় তথ্য সংগ্রহের জন্য ঘুরে বেড়িয়েছি আমরা। বিস্তৃত এই ভূমিখণ্ডে কৃষি সংস্কৃতিতে রয়েছে নানা মাত্রা। জেলাভেদে সাংস্কৃতিক ভেদাভেদের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেছি আমরা। তবে সেই বিচিত্র পার্থক্যের মধ্যে কিছু সাধারণ সাদৃশ্যের জায়গাও রয়েছে। এমনিতে কৃষিকাজ, কৃষি পদ্ধতি বিষয়ক সাদৃশ্য পাওয়া গিয়েছে বিপুল পরিমাণে। তারই মাঝে একটি বিষয়ে বিস্মিত হয়েছি আমরা। বিষয়টি হল কৃষিজমির নামকরণ। চাষজমিকে নানা বিচিত্র নামে নামাঙ্কিত করার ঐতিহ্য দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলায় সমান ভাবে বিদ্যমান। আমি উত্তর ২৪ পরগনার ভূমিপুত্র। তাই এখানকার মাঠের নামকরণ দেখে আমরা প্রথম উৎসাহিত হই। তারপর বিষয়টি দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও যাচাই করার চেষ্টা করি বিষয়টি জেলা নিরপেক্ষ ভাবে সত্য কি না। এক্ষেত্রে সদর্থক চিত্রই আমাদের সামনে পরিস্ফুট হয়।

চাষ জমিকে নানা নামে চিহ্নিত করার পিছনে বিশেষ কারণ আছে বলে আমাদের মনে হয়। প্রথম কারণ অবশ্যই চিহ্নিতকরণের সুবিধা গ্রহণ করা। দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ নাম দ্বারা পৃথক করতে পারলে চিনে নেওয়া সহজ হয়। কাউকে কাজ করতে পাঠানো বা কৃষি বিষয়ে কয়েকজনের মধ্যে আলোচনাও সুবিধাজনক হয়। এসবের পাশাপাশি আরও কিছু কারণ আছে বলে আমরা মনে করি। একজন কৃষকের কাছে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস চাষজমি। তাই জীবনের অন্যান্য সবকিছুই যখন নাম দ্বারা চিহ্নিত হয় তখন চাষ জমিই বা বাদ যায় কেন। চাষজমির প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসার কারণেও নামকরণ হতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস।

চাষজমির নামকরণের কয়েকটি বিশেষ শ্রেণি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। যেমন দিক নির্দেশক নাম, অনুষঙ্গ বিষয়ক নাম, জমির প্রকৃতি বিষয়ক নাম প্রভৃতি। এই রকম শ্রেণি বিভাজন জেলা নিরপেক্ষ ভাবেই সত্য। এর মধ্যে অনুষঙ্গ বিষয়ক নামকরণের প্রবণতাই সবচেয়ে বেশি এবং নামের বৈচিত্র্যও

এখানে বেশি পরিলক্ষিত হয়। গবেষণা সূত্রে বিভিন্ন নামকরণের ইতিহাস অন্বেষণের চেষ্টা করেছিলাম আমরা। তবে সর্বাংশে আমাদের প্রচেষ্টা সফল হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষকরা জমির নাম বললেও সেই নামকরণের ইতিহাস বলতে পারেননি। নামগুলি দীর্ঘকাল ধরে বয়ে আসছে এবং তাঁরা ব্যবহার করতেই অভ্যস্থ। কখনো তার ইতিহাস পাঠের প্রয়োজন অনুভব করেননি অধিকাংশ জেলার কৃষক। তার ভিতর দিয়েও কিছু ইতিহাস আমরা পেয়েছি। নির্দিষ্ট জায়গায় তার ব্যাখ্যা দেবো আমরা। আমাদের সংগৃহীত তথ্য নিম্নরূপ-

দিক নির্দেশক নাম

দক্ষিণবঙ্গের কোথাও এই শ্রেণির নামকরণে কোনো বৈচিত্র্য নেই। মূলত চারটি দিকের নাম অনুসারে এই নামকরণ। যে কোন গ্রামের উত্তর দিকে মাঠ উত্তর মাঠ, দক্ষিণ দিকের মাঠ দক্ষিণ মাঠ, পূর্ব দিকের মাঠ পূর্ব মাঠ এবং পশ্চিম দিকের মাঠ পশ্চিম মাঠ নামে পরিচিত।

অনুষঙ্গ বিষয়ক নাম

এই শ্রেণির নামকরণে নানা বৈচিত্র্য পাওয়া যায়। যে কোন গ্রামের দিক নির্দেশক চারটি মাঠই নানা অনুষঙ্গ বিষয়ক নামের দ্বারা বিভক্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে সব অনুষঙ্গের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না। দক্ষিণবঙ্গের কৃষি সংস্কৃতি বহু প্রাচীন হওয়ায় নামগুলি সুদীর্ঘকাল ধরে বয়ে আসছে। গ্রামের বয়স্ক মানুষদের সঙ্গে কথা বলে কিছু নামের ইতিহাস পাওয়া যায়, যদিও তার পরিমাণ খুব কম।

অনুষঙ্গ বিষয়ক কিছু নামের বিশ্লেষণ

কাগমরার ভুঁই

সংশ্লিষ্ট এলাকায় বহু পূর্বে একবার প্রচুর কাক মারা যায়। কেন মরেছিল তা কেউ বলতে পারেন না। তবে তারপর থেকেই ঐ জায়গার জমি কাগমরার ভুঁই নামে পরিচিত।

জোনা বাবলা তলা

এই এলাকায় প্রচুর বাবলা গাছ ছিল। সেজন্য এই নামকরণ।

জাহাজ পোতা

গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া এক নদীর পাড়ের জমির এমন নাম। শোনা যায় ঐ নদীতে একদা জাহাজ চলত। সেই সময় কোন এক জাহাজ ডুবি হয় ঐ এলাকায়। এলাকার মানুষের ধারণা সেই জাহাজ আজও নদীর ঐ জায়গায় পুঁতে আছে। তাই এমন নাম।

মাঠপুকুর

দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের মাঝে একটি পুকুর ও তার চারিপাশে আমবাগান। মাঠে কাজ করা কৃষকরা দুপুরের রৌদ্র থেকে বাঁচতে এই আমগাবানে আশ্রয় নেয়। আরও পূর্বে তৃষ্ণার্ত কৃষকরা ঐ পুকুরের জল খেয়ে তৃষ্ণা মেটাত। আজও পুকুরটি আছে, কিন্তু তার জল আজ আর কেউ খায় না।

বনভোজন তলা

মাঠের মাঝে এক বিশাল বটগাছ। গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ আজও রান্না পূজার দিন বিকালবেলা ঐ গাছের তলায় বসে খাওয়া দাওয়া করে। গাছতলায় বসে ভোজন করা হয় বলে এই নামকরণ।

অনুষঙ্গ বিষয়ক আরও কিছু নাম

কালসিপোতা, কৌর আটি, কেলোর আট, খড়ের মাঠ, খালের ধার, চাতর মাঠ, চাতরের বিল, ছোট গাঙ, কানপুকুর, কুমোর গাড়ি'র মাঠ, শ্মশান তলা, খালপাড়, পদ্মা, ঝড়ার আট, নেড়ার ভুঁই, সানসারার মাঠ, বনভোজন তলা, বেনের ভুঁই, কলমি তলার ভুঁই, বিনাধারি, ভাটা তলা, ময়নাতলা, মাঠের আটি, রাখাল ভুঁই, রুপির বেড়, লক্ষ্মিকুড়ে, শিরিষ তলা, হাতির ঘোজ, হেরোর বেড়। ছাগল ছেড়া, কলা তলা, বুড়োর বাগান, কুজ তলা, মাছি মোল্লা, বেড়া জোল, জোড়া পকুর, ঘোলা দীঘি, বট তলা, নাপতির ভুঁই, ফকির ঘোজ, লোহা পোতা, কালসে পোতা, গাজি বাড়ি, পোদের ভুঁই, পাটা পুকুর, নেতার জমি, নয়ান জুলি, ঘট পুকুর, টালি খোলা, জয়নাল বাগান, চুকরি, মেনকের ডোকা, বুড়ির বাগান, বুড়ির ব্যাড়, ঘোল দরিয়া, বিল, শাপের পুকুর, চোর আটি, মাথা ছেঁড়া, বেকির ভুঁই, বেনার কোপলা, বুড়ো কোপলা, দরগা তলার মাঠ, শ্যাল মরার মাঠ, কবর ডাঙা, মখলের মাঠ, কদম তলার মাঠ, ডালিম তলার মাঠ, দাশ পাড়ার মাঠ ইত্যাদি।

জমির প্রকৃতি বিষয়ক

জমির উৎপাদন ক্ষমতা, প্রকৃতি প্রভৃতির উপর নির্ভর করে এমন নামকরণ। এই নামকরণে অনুষঙ্গের কোনো ভূমিকা নেই। কিন্তু অনুষঙ্গ দ্বারা চিহ্নিত জমিও এই রকম নামে নামাঙ্কিত হয়েছে। এই রকম কয়েকটি নামের বিশ্লেষণ।

মালসা কুড়ে

এই জমি মাটির তৈরি পাত্র মালসার মত। চারিদিক উঁচু ও মাঝে নিচু। চারদিকের জমির জল গড়িয়ে মাঝের এই জমিতে জমা হয়। তাই এমন নাম।

বেনা ডাঙা

এই জায়গার জমির আলে প্রচুর বেনাঘাস জন্মায়। কোনো ভাবেই ঐ বেনাঘাস মারা যায় না। বেনা ঘাসের জন্যই নাম বেনা ডাঙা।

এই ধরনের আরও কিছু নাম

খড়ের আটি, ভরের আটি, ভড়ভড়ের বিল, সাতকেমনে, উটির পিঠ ইত্যাদি।

সাধারণ নাম

এই ধরনের নামের কোনো ইতিহাস বা অনুষঙ্গ পাওয়া যায় না। আমরা তাই একে সাধারণ নাম হিসাবে চিহ্নিত করেছি। যেমন-

দিঘড়ি, হানা, পাটাকাটা, ফকির ঘোঁজ,ভাঙা নারকেল তলার মাঠ, আফুয়ার মাঠ, কোলো মাটির মাঠ ইত্যাদি।

ঘ) সময় নির্দেশক শব্দ-কথা

আজান হওয়া

মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে দুপুরে মসজিদে আজান দিলে ঐ আজান শুনে কৃষি শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে।

আজান হওয়া মানে কাজ ছাড়ার সময় হওয়া। আবার বিকালে আজান হওয়া মানে কাজ শুরু করার সময় হওয়া।

‘‘ আজান হলিই বাড়ি যাবো, যা করার তার আগে। ’’

এক বেলা - দুবেলা

সকাল থেকে দুপুরে আজান হওয়া পর্যন্ত সময়। আবার বিকালের আজান থেকে সন্ধ্যার আজান পর্যন্ত সময়। এই দুই সময়ে কাজ হল দুবেলা কাজ।

‘‘ অন্তত এক বেলা কাজ করে দে। ’’

গা ঘোর করা সন্ধে

সন্ধ্যা হওয়ার পর অন্ধকার একটু গাড় হলে কৃষিজ সংস্কৃতিতে বলা হয় গা ঘোর করা সন্ধে।

‘‘কাল গা ঘোর করা সন্ধ্যে পর্যন্ত কাজ করেও শেষ করতে পরিনি।’’

জল খাবারে বেলা

সকালে কৃষিজ কাজ শুরু করে দুই-আড়াই ঘণ্টা কাজ করার পর শ্রমিকরা টিফিন খায়। ঐ টিফিনকে জল খাবার বলে। সকাল থেকে কাজ করে যে সময় জলখাবার খাওয়া হয় সেটাই জলখাবারের বেলা।

‘‘ জল খাবারের বেলায় কেউ গরম ভাত খায়? ’’

পান্তা খাওয়ার বেলা

জল খাবারের বেলাকে পাতা খাওয়ার বেলাও বলা হয়।

‘‘ কাজ শুরু করতেই পান্তা খাওয়ার বেলা হয়ে গেলো। ’’

বেলা মাথার উপর

সূর্য মধ্য গগনে অবস্থান করাকে কৃষিজ ভাষায় বলা হয় - বেলা মাথার উপর।

‘‘ শীতকালে দেখতে দেখতে বেলা মাথার উপর উঠে যায়, কাজ করে ওঠা যায় না।”

বেলা গড়গে গেছে

সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়া বোঝাতে কথাটি বলা হয়।

‘‘ কাল ভোরে শুরু করে বেলা গড়গে যাওয়া পর্যন্ত ধান ঝেড়েছি।”

ঙ) বিবিধ

আঁজা দেওয়া

কথাটি কৃষি খামারের সঙ্গে সম্পর্কিত। খামার বেশ কিছুদিন ব্যবহার না হলে ইঁদুর খামারে গর্ত করে দেয়। খামার ব্যবহারের জন্য ঐ গর্ত বন্ধ করার দরকার। মাটি দিয়ে খামারের গর্ত বন্ধ করাকে আঁজা দেওয়া বলে। মাটির ঘরেও আঁজা দেওয়ার পড়ে। ঘরের মেঝের মাটি ফেটে গেলে সেখানে আঁজা দিতে হয়।

‘‘ আঁজা দিতে দিতে হাত ক্ষয়ে যেত, এতবড় খামার ছিল আমাদের।”

আবাদের লোক

কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী জেলার মানুষ একটা সময় দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মেদীনিপুর প্রভৃতি জেলার লোকদের আবাদের লোক বলত। বর্তমানে এই ধারণার পরিবর্তন হয়েছে।

‘‘ আবাদের লোক বললে ওরা এখন রেগে যায়। ”

আর বছর

চলতি বছরের পূর্বের বছরকে আর বছর বলে। সাধারণ কৃষকরা কথাটি ব্যবহার করে।

‘‘ আর বছর কপির ভালো দাম গেছলো, এবার কেমন হয় দেখা যাক।”

আষাঢ়ে বেলা

আষাঢ় মাসে দিন প্রচণ্ড বড় হয়। তাই কৃষক সমাজে বড় দিনকে নির্দেশ করার জন্য আষাঢ়ে বেলা কথাটি

ব্যবহার করা হয়।

‘‘ এই রকম আষাঢ়ে বেলায় সারাদিন না খেয়ে থাকা যায়!”

এক আছড়া

এক পশলা বৃষ্টিপাত। অল্প সময় ধরে অল্প পরিমাণ বৃষ্টিপাত বোঝাতে কৃষকরা কথাটি ব্যবহার করে।

নাগাড়ে বৃষ্টি

দীর্ঘ সময় ধরে ভারি বৃষ্টিপাত। একটানা তিন চারদিন বৃষ্টি হলে কৃষকরা নাগাড়ে বৃষ্টি বলে চিহ্নিত করে।

‘‘ যা গরম পড়েছে তাতে এক নাগাড়ে বৃষ্টি না হলে বাঁচা যাবে না।”

এলে দেওয়া

কোন ফসল অতিরিক্ত পরিমাণে ফললে তার প্রতি খরিদ্দারের আকর্ষণ চলে যায়। আকর্ষণ নষ্ট হওয়া অর্থে বলা হয়েছে এলে দেওয়া।

‘‘ পটলে লোক এলে দেছ, ও আর কেউ কিনতে চাচ্ছে না।”

তরান করা

কোন ফসলের সর্বনাশ করে দেওয়া। কালো যাদুর সাহায্যে ফসল ক্ষতি করাকে তরান করা বলা হয়।

‘‘ ও সেবার ফোলার মুখে আমার ধানে তরান করে, এবার আমিও দেখে নোব।”

কড়াল

বাঁশ ঝাড়ে বর্ষাকালে পুরানো বাঁশের গোড়া থেকে নতুন বাঁশ বার হয়। ঐ কচি বাঁশকে বলে কড়াল।

‘‘ ঝাড়ের গোড়ায় একটু মাটি দিতে পারলে কড়াল বেশি বের হয়।”

কাছা মারা

এক বিশেষ পদ্ধতিতে লুঙ্গি পরা। লুঙ্গি গুটিয়ে হাঁটুর উপরে তুলে অগ্রভাগকে দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে

গলিয়ে পিছনে কোমরে আকটানো হয়। কৃষি শ্রমিকরা কাজ করার সময় লুঙ্গিতে কাছা মারে। এতে কাজ করতে সুবিধা হয়।

‘‘ লুঙ্গিতে কাছা মেরে লেগে পড়ি তো যা হয় হবে।”

কো করা

সকাল বেলার কুয়াশাকে কৃষি সমাজ বলে কো। কো দুই প্রকার। শুকনো কো এবং ভিজে কো। কোন কোন চাষে কুয়াশা খুব উপকারী আবার কোন কোন চাষে অপকারী। যেমন আলু চাষে কুয়াশা খুব ক্ষতিকারক, আবার শসা চাষে কুয়াশা খুব উপকারী হয়।

‘‘ এবার তো ঠিকঠাক কো করলো না, শসার ফলন ভালো হবে কী করে?”

চোখ

আলু’র ক্ষেত্রে চোখ কথাটি প্রযোজ্য। আলু দীর্ঘদিন ঘরে রেখে দিলে তার থেকে নতুন মুকুল বার হয়। চাষ করার সময় ঐ মুকুলের অংশ গুলি কেটে কেটে জমিতে বসানো হয়। আলুর গায়ে যে জায়গা থেকে মুকুল বার হয় ঐ জায়গাকে চোখ বলে। একটা আলুতে অনেকগুলো চোখ বা মুকুল বার হয়।

‘‘ প্রত্যেকটা চোখ উপরে রেখে আলু বসাবি, নইলে মরে যাবে।”

খেউন্তে

যারা পরিমাণে অনেক বেশি খায় তাদেরও খেউন্তে লোক বলে।

‘‘ এখন খেউন্তে লোক খুব বেশি নেই।”

গরু পেটা

কাউকে অতিরিক্ত পরিমাণে মারধোর করলে বলা হয় ‘গরু পেটা করছে’। গরু-র উপমা দেওয়ার কারণ হল, গরুর বদমায়েশি বন্ধ করার জন্য গরুকে প্রচণ্ড পেটাতে হয়। কোন মানুষকে গরুর মত করে মারলে গরু পেটা কথাটা ব্যবহার করা হয়।

‘‘ মানুষ মানুষকে এমন গরু পেটা করতে পারে , না দেখলে বিশ্বাস হত না। ”

গায় পায় নি

খুব সরু, রোগা, দুর্বল এমন। মানুষ, গরু, ছাগল, গাছ-পালার উক্ত অবস্থা বোঝাতেও কথাটি ব্যবহৃত হয়।

‘‘ তোর ছেলের গায় পায় কিছু নি কেনো?”

গাল লাগা

ওল, কচু খাওয়ার সময় র‍্যাফাইড মানুষের গলার মিউকাস পর্দায় বিঁধে যায়। ফলে গলা চুলকাতে থাকে, অনেক সময় গলা ফুলেও যায়। কৃষিজ ভাষায় এই চুলকানোকে গাল লাগা বলে।

‘‘ দু’ দিন রোদে দিয়ে খাবি, একটুও গাল লাগবে না।”

গালে চড় মারা

কোন সব্জি রান্না করে স্বাদ খুব ভালো হলে, খেতে খুব ভালো লাগলে কৃষকরা বলে গালে চড় মারছে।

‘‘ একটু যুত করে রাঁধতে পারলে এ কচু গালে চড় মারবে।”

চরে খাওয়া

ছাগল, গরু দড়ি দিয়ে বেঁধে না রেখে ছেড়ে দিলে তারা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে ঘাস খায়। গরু, ছাগলের এমন খাওয়া ‘চরে খাওয়া’ নামে পরিচিত।

‘‘ আজকালকার দিনে গরু ছাগলের চরে খাওয়ারও জায়গা নি।”

চাবড়া

দাঁড় কোদালের এক কোপে যতটা পরিমাণ মাটি ওঠে তাকে চাবড়া বলে।

‘‘ এত শক্ত মাটিতে চাবড়া ওঠে?”

চালের বাতা

ঘরের ছাউনি কৃষিজ সংস্কৃতিতে চাল নামে পরিচিত। টালি, খড় দিয়ে ঘরে ছাউনি করতে হলে প্রথমে বাঁশের ফ্রেম করতে হয়। মূলত মোটা বাঁশ ও বাঁশের বাখারি দিয়ে ঐ ফ্রেম করা হয়। ঐ বাখারিকে বলে চালের বাতা।

''এখন টালির চালই দেখতে পাওয়া যায় না, তো চালের বাতা কোথায় পাবে?''

চুলো ধরানির মত

কৃষি সংস্কৃতিতে উনুনকে অনেক ক্ষেত্রে চুলো বলা হয়। চুলো জ্বালানোর জন্য বেশি পরিমাণ দাহ্য পদার্থ দরকার হয়। কৃষি সংস্কৃতিতে শুকনো পাটকাঠি, বিচুলি এই কাজে ব্যবহৃত হয়।

'' এবার চুলো ধরানির মত পাকাটিও গোছানো গেল না, বর্ষাকালে কি যে হবে!''

চুলোর জাতে

জ্বালানির কাজে ব্যবহার করার জন্য গুছিয়ে রাখা কৃষিজ পদার্থ। যেমন ধান বা গমের খড়, কাঁকচা, পাটকাটি, বাসনা, প্রভৃতি।

'' এগুলো চুলোর জাতে যাবে।''

জোরালি

শুয়োপোকাকে কৃষকরা বলে জোরালি। পাট চাষের সময় পাটগাছে প্রচুর জোরালি হয়।

'' জোরালি দেখলে আমার গা ঘিন ঘিন করে। ''

ঝেল্লে

কৃষিজ সংস্কৃতিতে ঝেল্লে হল গৃহস্থালীর বর্জ্য। কৃষক পরিবারের মেয়েরা, বধূরা সকালে ঘর, উঠান ঝাড়ু দেয়। এর ফলে জড়ো হওয়া পদার্থ হল ঝেল্লে।

'' আগে ঘর উঠোন ঝাঁট দিয়ে ঝেল্লে ফেলবো, তারপর চা করবো। ''

গরু ডাকা

গরুর প্রজননের সময় হলে এক বিশেষ প্রকার ডাক দেয়। ঐ ভাবে অন্য সময় ডাকে না। ঐ ডাককে বলে গরু ডাকা। অভিজ্ঞ কৃষকরা গরুর ডাক শুনে ডাকের বিশেষত্ব বুঝতে পারে।

‘‘ আমার বোকনাটা কাল থেকে ডাকছে, তাড়াতাড়ি দেখাতে হবে।”

তল্লা বাঁশ

যে বাঁশের গাঁট খুব দূরে দূরে অবস্থিত। এই বাঁশের কঞ্চি কম হয় এবং লম্বায় বেশি হয়। বেড়া দেওয়ার কাজে এই বাঁশ বেশি ব্যবহৃত হয়।

‘‘ ছেলেটা খালি তল্লা বাঁশের মত লম্বা হচ্ছে, কোনো কাজের না।”

দোকান মেটানো

কোনো ফসল চাষ করার আগে কৃষকরা প্রয়োজনীয় সার বা কীটনাশক দোকান থেকে ধারে কেনে। পরে ফসল বিক্রি করে তার দাম দেয়। দোকানের ধার মেটানোকে দোকান মেটানো বলে।

‘‘ চিন্তা কোরো না দাদা, ধান বেচেই তোমার দোকান মিটিয়ে দোব।”

নাবালের লোক

সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষকে কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, নদীয়ার মানুষ নাবালের লোক বলে।

‘‘ নাবালের লোকের বুদ্ধি একটু খাঁটো হয়। ”

পচানি পানি

পচে নষ্ট হওয়া জল। কোনো কোনো চাষে এই জল খুবই ক্ষতিকারক।

‘‘ খুব সাবধান, ক্ষেতে যেনো পচানি পানি না ঢোকে।”

পানি চলা

পুরুষ্ট, শুকনো নারকেল হাতে নিয়ে নাড়া দিলে ভিতরে জল নড়ার আওয়াজ পাওয়া যায়। ভিতরে জল নড়া নারকেল বোঝাতে 'পানি চলা' কথাটি কৃষকের ভাষায় ব্যবহৃত হয়। নারকেল কতটা পুরুষ্ট হয়েছে বোঝার জন্য পানি চলছে কী না দেখা হয়।

" প্রতিটা নারকেলে পানি চলছে, দাম একটু বেশি লাগবে।"

পানি পানা

নারকেল, আঁখ বা যে কোনো ফল যথাযথ মিষ্টি না হলে তা বোঝাতে পানি পানা কথাটি ব্যবহার করা হয়।

" এরাম পানি পানা নারকেলের এত দাম! "

পায়া ভারী

অহঙ্কারী লোককে বোঝাতে কথাটি ব্যবহার করা হয়।

" ছেলে চাকরি পাওয়ার পর ওর পায়া ভারী হয়ে গেছ। "

পা সই

ধান জমিতে প্রথম দিকে প্রচুর জলের দরকার। কিন্তু ধান বড় হওয়ার পর জমি শুকিয়ে গেলে ধান কাটতে সুবিধা হয়। 'পা সই' হল জমির কাদা শুকিয়ে পা দেওয়ার মত অবস্থা। যখন পা কাদায় বসে যাবে না।

" জমি পা সই হলেই কাটা শুরু করবো।"

বছরের খোরাকি

কৃষিজ ফসল কৃষক সারা বছর খাওয়ার জন্য যতটা পরিমাণ সংরক্ষণ করে, সেই পরিমাণ ফসল হল বছরের খোরাকি। ধন, গম, সরিষা, ডাল, ছোলা প্রভৃতি ফসল বছরের খোরাকি হিসাবে রাখা হয়।

" বছরের খোরাকি রেখে বাঁকি সব বেচে দোব।"

উঠোন

গ্রামাঞ্চলের বাড়ির সামনের ছোট জায়গা হল উঠোন বা আঙিনা। কৃষি সংস্কৃতিতে উঠোন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জায়গা। বিশেষ ভাবে উৎপাদিত ফসল পরিচর্যা করার কজে উঠোন ব্যবহৃত হয়।

‘‘ উঠোন না থাকলে বাড়িন মানান হয় না।”

বড় উঠোন

মূলত খামার। যেখানে কৃষিজ দ্রব্য পরিচর্যা করা হয়। যদিও বর্তমান দিনে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কৃষি সংস্কৃতি থেকে বড় উঠোন বা খামার হারিয়ে যাচ্ছে। পূর্বের বড় উঠোন বা খামারে বর্তমানের কৃষকরা বসতবাড়ি তৈরি করছে বাধ্য হয়ে।

‘‘ তখনকার বড় উঠোন ঝাঁট দিতে হেড়ো চলকে যেত।”

বাজার আসা

কথাটি কৃষক পরিবারের মেয়েরা ব্যবহার করে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বাজার বা হাট থেকে কিনে পুরুষরা বাড়িতে নিয়ে আসলে মেয়েরা বলে ‘বাজার এসে গেছে’।

‘‘ হাটবারে বাজার আসলে খাবারের আশায় বাচ্চারা একটু লাফালাফি করবেই।”

ব্যাঙে মোতা

খুব অল্প পরিমাণ বৃষ্টিপাত। এটি বৃষ্টির প্রতি এক প্রকার তাচ্ছিল্যকর কথা। এটি শ্যাল তাড়ানো বৃষ্টি নামেও পরিচিত।

‘‘ এইরাম ব্যাঙে মোতা পানি হওয়ার চেয়ে না হওয়াই ভালো।”

মাথা হওয়া

কোনো ঝামেলার কাজ কোনো একজন দায়িত্ব নিয়ে করা।

‘‘ জ্ঞান সবাই দিতে পারে, মাথা হওয়া অত সোজা না। ”

সলা বাঁধন

ঢিলে বাঁধন। দড়ি দিয়ে বাঁধার সময় ঢিলা করে বাঁধলে তাকে সলা বাঁধন বলে। এই বাঁধন তাড়াতাড়ি খুলে যায়।

‘‘ এত সলা বাঁধন বেশিক্ষণ থাকে?”

সাঁকো

ছোট্টো খাল পারাপারের জন্য বাঁশের তৈরি পথ। কৃষকরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সাঁকো তৈরি করে। একটা সময় খাল বা ছোটো নদী পারাপারের জন্য সাঁকোই ছিলো মানুষের একমাত্র ভরসা। বর্তমান দিনে পাকা ব্রিজের ব্যবস্থা হওয়ায় সাঁকো তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনেক কমে গিয়েছে। তবে সাঁকো তৈরি একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে একথা বলা যায় না।

‘‘ তালতলার মাঠে যেতে হলে সাঁকো পার হয়ে যেতে হয়।”

শ্যাওবাই

উপযুক্ত বুদ্ধি। যে কোন কাজের জন্য দক্ষতা। একটু কম বুদ্ধির লোকদের কৃষকরা বলে ‘ ওর শ্যাওবাই নি’।

‘‘ ওর শ্যাওবাই একটু কম আছে। ”

সেঁতকে ওঠা

দীর্ঘ অভাব অনটনের পর আর্থিক দিকে দিয়ে একটু সবল হওয়া। আবার দীর্ঘ বিপদ কাটিয়ে সুস্থ জীবনে ফেরা বোঝাতে সেঁতকে ওঠা কথাটি ব্যবহার করা হয়।

‘‘ কী করি ভাই, একটু সেঁতকে উঠতে না উঠতেই আবার ছেলেটা অসুস্থ হল!”

হাড়ে দুর্বল

কোন কিছু যথাযথ শক্ত না হলে বলা হয় হাড়ে দুর্বল। গাছপালা, মানুষ, পশুপাখি যেকোনো কিছুর

শারীরিক দুর্বলতা বোঝাতে হাড়ে দুর্বল কথাটি কৃষক সমাজ ব্যবহার করে।

‘‘ ঠিকঠাক সার দিস, নইলে গাছ হাড়ে দুর্বল হয়ে যাবে।”

হাঁটুসার

পরপর কয়েকটি চাষে যদি কোন কৃষক খুব ক্ষতির সম্মুখীন হয় তবে তার অবস্থা বোঝাতে কৃষক সমাজ কথাটি ব্যবহার করে।

‘‘এবার খরা আর বন্যায় কৃষকরা হাটুসার হয়ে গিয়েছে।”

পর্ব – ৩

ক) বিশেষ কিছু বাক্যবন্ধ ও তার বিশ্লেষণ

নাবি চাষ, পোঁদে বাঁশ

এটি একটি কৃষি পদ্ধতিগত বাক্যবন্ধ। কোন ফসল তার নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে চাষ করলে বলা হয় নাবি চাষ। নির্দিষ্ট সময়ের পরে চাষ করলে ফসলের ফলন ভালো হয় না। এর মূল কারণ আবহাওয়ার পরিবর্তন। যে ফসলের যেমন আবহাওয়া দরকার , তেমন আবহাওয়া না পেলে ফলন ভালো হবে না। ‘পোঁদে বাঁশ’ কথাটি আর্থিক ক্ষতির ইঙ্গিতবহ। সময়ে চাষ করার পরিবর্তে অসময়ে চাষ করলে খরচ অনেক বেশি হয়। বেশি খরচ করে চাষ করার পরও আবহাওয়ার কারণে উপযুক্ত পরিমাণ ফলন হয় না; আবার উৎপাদিত ফসলের দামও অনেক কম হয়। ফলে আর্থিক ক্ষতি হয় সব দিক থেকে। এই কারণে কৃষকরা নাবি চাষ করতে চায় না। নাবি চাষ সম্পর্কিত তাদের অভিজ্ঞতার কথা ধরা পড়েছে এই বাক্যবন্ধে।

সরু চালের ভাত পেটে দাঁড়ায় না

চাল প্রধানত দুই শ্রেণির। সরু চাল ও মোটা চাল। সরু চালের ভাত হয় সরু ও লম্বা এবং মোটা চালের ভাত হয় মোটা ও ছোটো। গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ মনে করে সরু চালের ভাত তাড়াতাড়ি হজম হয়ে যায়। ‘পেটে দাঁড়ায় না’ কথাটির মধ্যে দিয়ে তাড়াতাড়ি হজম হয়ে যাওয়াকে বোঝানো হয়েছে। আসলে কৃষিকাজ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হওয়ায় খাদ্যের ব্যাপারে কৃষকরা সব সময় সচেতন থাকে। পেটে ক্ষিদে

থাকলে কষ্টসাধ্য কাজ করা সম্ভব না। আবার কাজ করতে করতে বার বার খাওয়াও যায় না। তাতে কাজের ক্ষতি হয়। এই জন্য কৃষকরা চায় এমন খাবার খেতে যা তাদের দীর্ঘ সময় শক্তি যোগাবে। একারণেই তারা মোটা চালের ভাত খেতে বেশি পছন্দ করে। বিষয়টির কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কী না তা জানা যায় না, তবে কৃষক সমাজের বিশ্বাস এইরকম।

এক পালি চালের ভাত খাওয়ার লোক আজ নেই

বিগত কুড়ি পঁচিশ বছরের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের মানুষের জীবন যাত্রায় প্রভূত পরিবর্তন এসেছে। পূর্বে ভাতই ছিল মানুষের প্রধান খাদ্য। বর্তমান সময়ের মত এত বিকল্প সেদিন বাঙালির খাদ্য তালিকায় ছিল না। সকাল সন্ধ্যায় চা বা টিফিন খাওয়ার রেওয়াজও এত ছিল না। ফলে মানুষ ভাত খেতো অনেক বেশি পরিমাণে। তখন এক পালি চালের ভাত অনেকেই খেতে পারত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এক পালি চাল মানে প্রায় আটশো গ্রাম চাল। বর্তমানে বিকল্প খাদ্যের পরিমাণ এত বেড়ে গিয়েছে যে ভাত খাওয়ার প্রতি পূর্বের মত আসক্তি মানুষের আর নেই। এখন মানুষ ভাত কম খায়, পরিবর্তে অন্যান্য খাবার খেয়ে প্রয়োজন মিটিয়ে নেয়। আরও একটি বিষয় এক্ষেত্রে জড়িয়ে আছে। বর্তমান সময়ে মানুষের রোগ ব্যাধি এত বেড়ে গিয়েছ যে বেশি পরিমাণ খাবার খেলে তা হজম করা সহজ হয় না। তাই এক পালি চালের ভাত খাওয়ার মানুষ এযুগে বিশেষ নেই। আলোচ্য বাক্যবন্ধে কৃষকদের পরিবর্তিত খাদ্যাভাসের কথা ধরা আছে।

এক্কার মোমের মতন ওল

এটি কৃষি পণ্য বিপণন কেন্দ্রিক বাক্যবন্ধ। কোন সব্জি বিক্রেতা ক্রেতাকে তার দোকানের ওল কিনতে প্রভাবিত করার জন্য কথাগুলি বলেছে। ওলের গুণাগুণের প্রথম বিষয় তার গলনের পরিমাণ। যে ওল যত বেশি গলে তাকে তত ভালো হিসাবে ধরা হয়। ঠিকঠাক না গললে ওল রান্না খেতে ভালো লাগে না। একারণে ওল কেনার সময় ক্রেতারা গলনের পরিমাণ বিষয়ে সচেতন থাকে। এক্ষেত্রে দোকানদার তার দোকানের ওলের গলনের পরিমাণ বোঝাতে মোমের সঙ্গে তুলনা করেছে। মোম যেমন অল্প তাপে গলে জল হয়ে যায় তার দোকানের ওলও তেমন অল্প সময়েই গলে জল হয়ে যাবে। এখানে ‘ এক্কার ’ শব্দটি ‘একেবারে’ ও ‘ মতন ’ শব্দটি ‘মত’ এর বিকৃত রূপ। শব্দের গঠন ও উচ্চারণ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না

থাকার কারণে দোকানদার এমন উচ্চারণ করেছে।

আমার সাতে একটু সার দিলিই হবে

একটা সময়ে কৃষক পরিবারের সব সদস্য কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত থাকত। বংশানুক্রমিক ভাবে কৃষক পরিবার কৃষিকাজকেই জীবিকার শেষ অবলম্বন হিসাবে মনে করত। বর্তমানে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। কৃষক পরিবারের সকলে আর কৃষিকাজ করছে না। তারা অন্যান্য অনেক পেশার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। কৃষক পরিবারের যারা অন্য পেশার সঙ্গে যুক্ত তারা কৃষিকাজ করতে চায় না। কারণ একাজ খুব কষ্টসাধ্য। কিন্তু পরিবারের প্রধান ব্যক্তি কৃষিকাজে তাদের সাহায্য পেতে চায়। ছুটির দিনে তাদের দিয়ে কিছু কাজ করিয়ে নিতে চায়। আলোচ্য বাক্যবন্ধে সেই অনুরোধের সুর ধ্বনিত হয়েছে। বক্তা অনুরোধ করছে তার সঙ্গে একটু সহযোগিতা করার জন্য। 'সার দেওয়া' কথাটি এখানে সাহায্য করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে মুল কাজটা করবে বক্তা নিজেই, অন্যজন তাকে একটু সাহায্য করবে মাত্র।

দুশো করে হাজার লেলো, তাও বুঝতুম যদি জাতে ভালো হতো

এক হাজার ফুলকপির চারা দুইশত টাকা দিয়ে ক্রয় করতে হয়েছিল। দরটা একটু বেশিই ছিল। এতে আপত্তি করেননি ভদ্রলোক। ভালো ফলন হলে চারার দামের একটু কম বেশিতে কিছু এসে যাবে না। কিন্তু সমস্যা হয়েছে গোড়াতেই। চারার জাত ভালো হয় নি। ফল ছোট, আর রঙেও তেমন উজ্জ্বল নয়। লাভালাভের প্রশ্নে একজন কৃষক ততটা ভাবিত হন না,তার থেকে অনেক বেশি প্রাণিত হন সৃষ্টির আনন্দে। এক্ষেত্রে সেই আনন্দেরই হানি হয়েছে। জাত ভালো না হওয়ায় ফলন ভালো হয়নি। এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাতর হয়েছে ভদ্রলোক। সে কারুণ্য ব্যক্ত হয়েছে তার নিজস্ব ভাষায়। নিয়েছিল ধ্বনি পরিবর্তনের ধারায় হয়েছে লেল। ক্রিয়াপদের এমন সংক্ষিপ্ত রূপ দক্ষিণবঙ্গের সমাজ ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তাও বুঝতুম কৃষকদের নিজস্ব বাক্‌রীতি। শব্দ এখানে আভিধানিকতার সীমা অতিক্রম করেছে। বুঝতে পারতাম শব্দবন্ধ বিশেষ রূপে বিশেষ ভাবকে বহন করেছে। বুঝতুম এখানে মনকে প্রবোধ দিতাম, মেনে নিতাম ইত্যাদি ভাবের দ্যোতক।

গোড়ালে পাঁচ আর আগালে তিন টাকা করে দিতি হবে

গোড়ালে, আগালে এসব একান্ত কৃষিজ সংস্কৃতি জাত শব্দ। শব্দদুটি এক্ষেত্রে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পাট গাছ থেকে যে পাটকাঠি হয় তার রকম ফের হল গোড়ালে আর আগালে।পাটকাঠি থেকে পাটের আঁশ ছাড়িয়ে নেওয়ার সময় কখনো কখনো পাটকাঠিটিকে মাঝখান থেকে ভেঙে ফেলা হয়। খণ্ডিত পাটকাঠির গোড়ার দিকের অংশ হল গোড়ালে, ডগার দিকের অংশ আগালে। গোড়ালে অংশ পুরু ও শক্ত। এর জ্বালানি মূল্য বেশি, তাই দাম বেশি। আগার দিকের পাটকাঠি সরু ও দূর্বল হওয়ায় এর দাম কম। আলোচ্য বাক্যবন্ধে কোনো পাটকাঠি বিক্রেতা তার পাটকাঠির বোঝার দাম নির্দিষ্ট করছে। পাটকাঠি সাধারণত বোঝা বেঁধে বিক্রি করা হয়।

বেশি বেশি দেড় হাতি ছটা দিই তাও নাকি ওগা পোষায় না। যাগগে যা যেখানে পোষায় যাগগে যা

পাটকাঠি, গমকাঠি, সরিষা গাছ প্রভৃতি জিনিস বোঝা বেঁধে বিক্রি করার ক্ষেত্রে পরিমাপক একক হিসাবে ছটার প্রচলন রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের কৃষক সমাজে। পাটের দড়ি, কলার বাসনা ইত্যাদি দিয়ে ছটা তৈরি করা হয়। ছটার দৈর্ঘ্য অনুসারে বোঝার পরিমাপ বিভিন্ন হয়। ছটাগুলি সাধারণভাবে এক, দেড়, দুই, আড়াই, তিন হাতের হয়। দেড় হাতের সামান্য বেশি দৈর্ঘ্যের ছটাকে বেশি বেশি বেশি দেড়হাতি বলা হয়েছে। শুধু শব্দ ব্যবহারে নয়, কৃষকদের ভাষা হিসাবে এখানে বাক্‌ভঙ্গিগত একটা নিজস্বতাও রয়েছে। যাগগে যা যেখানে পোষায় যাগগে যা—ভাষা দৃঢ়পিনদ্ধ নয়, একটু আলুলায়িত ভাব আছে। এই আলুলায়িত ভাবকে ধারণ ও বহন করার জন্য যাগগে যা শব্দবন্ধকে দ্বিতীয় বারেও পূর্ণরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা এক্ষেত্রে সাধারণভাবে বলি — যেখানে পোষায় সেখানে যাক ইত্যাদি।

মাতানে ভিতরে কিছু নেই, সব এক সার। আমার কাছে ওসব হয় না

উৎপন্ন ফসল বিক্রি করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কৃষকদের নিজস্ব পরিভাষা। পটল, বেগুন প্রভৃতির বাজরা সাজানোর সময় অনেকক্ষেত্রে ভালো ভালো জিনিসগুলিকে উপরের দিকে রেখে অপেক্ষাকৃত খারাপ জিনিস ভিতরের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য পাইকারকে ঠকানো। উপরের দিকে রাখা এই সেরা

জিনিসগুলি হল মাতানে। এক্ষেত্রে জনৈক কৃষক পাইকারকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন তার বাজরায় আলাদা করে মাতানে রাখা হয়নি। উপরে নিচে সর্বত্র মালের ধরন এক। ভদ্রলোক মাতানে দিয়ে পাইকার ঠকানোকে অনৈতিক কাজ বলে মনে করেন এবং তিনি কখনো এমন অনৈতিক কাজ করেন না বলে দাবি করেছেন। তবে তাঁর এই দাবির যথার্থতা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। কেননা অধিকাংশ কৃষকই এমন দাবি করেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বিপরীত ঘটনা।

যে এল চষে সে রইবে বসে, নাড়া কাটারে ভাত দিতি হবে পাথর ঠেসে; এসব আমার দে হবে না

কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ফসল ফলানোর ক্ষেত্রে জমিতে লাঙল দেওয়া প্রথম ও প্রধান করণীয়। এই কাজের মূল্য তাই আলাদা। যে লাঙল চালায় বা তদনুরূপ পরিশ্রমসাধ্য কাজ করে পরিবারে তার একটা সম্ভ্রমের স্থান থাকে। এখানে সেই সম্ভ্রমের সুরই উচ্চারিত হয়েছে। পরিবারের দুই ছেলের একজন তেমন কাজের নয়। গৃহকর্ত্রী তাকে নেক নজরে দেখতে চায় না। হাল চালান বেটার মূল্য অনেক বেশি। তাকেই সে প্রথমে থালা ভরে ভাত দিতে চায়। অবশিষ্ট থাকলে নাড়া কাটারে দেবে। এমনিতে বিষয়টি কৃষি সংস্কৃতি নিরপেক্ষ যে কোনো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। এক্ষেত্রে কৃষি সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে তা এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। অকর্মণ্য অর্থে বলা হয়েছে নাড়া কাটা। ধান গাছ কেটে নেওয়ার পর যে অংশটুকু থেকে যায় তাকে নাড়া বলা হয়। নাড়ার অর্থমূল্য যৎসামান্য। গ্রামের হতদরিদ্র লোকেরা এইসব নাড়া কেটে নিয়ে যায়, জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে। সম্পন্ন কৃষকের ঘরে এর কোনোই মূল্য নেই। অকর্মণ্য, এই বিশেষ আভিধানিক শব্দটির উপর আধিপত্য স্থাপন করতে না পেরে জনৈক কৃষক-বধূ তার নিজস্ব সংস্কৃতির অনুষঙ্গে নাড়া কাটা শব্দবন্ধকে নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছে।

কলাগাছে ভাইরাস লেগেছে

কলা গাছের একটি প্রধান রোগ মেজড়ো লাগা। এই রোগ হলে গাছের কাণ্ডের ভিতর ছোটো ছোটো কালো দাগ হয় ও গাছ খুব তাড়াতাড়ি পচে মরে যায়। কলা চাষের জন্য এই রোগ ভীষণ ক্ষতিকারক। এটি একটি ভাইরাস ঘটিত রোগ। কৃষকের বাক্যবন্ধে ভাইরাস শব্দটি এমনিতে আশ্চর্যজনক হলেও এমন

ইংরেজি শব্দ এখন কৃষকরা যথেষ্ট মাত্রায় ব্যবহার করছে। বিগত কুড়ি ত্রিশ বছরে দক্ষিণবঙ্গের কৃষি সংস্কৃতিতে নানা পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তন হয়েছে কৃষকের আর্থসামাজিক পরিবেশের। যার প্রভাব পড়েছে তাদের ভাষায়। বর্তমানের কৃষক পরিবারের সন্তানরা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। কৃষক পরিবারের অনেক সদস্য কলকাতায় কাজ করতে যাচ্ছে। ফলে কৃষকরা কৃষি ক্ষেত্রের বাইরের বৃহত্তর জগতের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। যার প্রভাব পড়ছ তাদের ভাষায়। আলোচ্য বাক্যবন্ধে সেই ইঙ্গিত রয়েছে।

এই জাতীয় আরও কিছু বাক্যবন্ধ

একলা বাপের একটা ছেলে।

এগুনতি চুলোর জাতে দিলি হবেখন।

বীজ এখনও রেডি হয়নি।

ওকথায় চিটে পড়ে গেছ্।

ওরাম হজবজ করে বোঝালি হবে না।

ওসব দেশের লোকেরা দু' বিঘে জমিতি লাল হয়ে যাচ্ছে।

কত করে রেট যাচ্ছে।

কত প্রফিট দাঁড়াচ্ছে।

কপাল ঠ্যালা করে রুলুম, তা যা করে আল্লা।

কলকাতায় মাল নে যায়।

কাজ ছেড়ে দিলি আজান দিতি না দিতি।

কামিনসরু চালের গন্ধে বাতাস ম ম করতো।

কিরাম হাটের লোক জড়ো করত্যেছ দেখদিন।

কোনো সিন হবে না।

খাটতি খাটতি পোদের দড়ি আমসি হয়ে যাচ্ছে।

গাছের টিটম্যান ভালো হচ্ছে না।

গাল লাগার কোন সিন নি।

গায়ের ঘাম মরতি দিইনে, জোনের দাম মিটকে দেই।

গোড়া কেটে আগায় জল দিলি আর হবে।

ঘাড়ে জোল চেপকে দে, সব ঠিক হয়ে যাবে।

চাষা মানের ড্যাম শুয়ার।

চাষির বুকে বুনো চাবড়া বসাতি কেউ ছাড়ে না।

খোদা চাষার বুকে বুনো চাবড়া বসিয়ে দিয়েছে।

চোরের সাথে ভাগাভাগি চাষ করলি যা হবার তাই হবে।

ছেঁড়া ফলের বরকত আলাদা।

জমিতি আর সেই যুত নেই।

ঠাণ্ডা ঘরে দিবি ক বস্তা?

তোরা তুলে দিতি পারলি, আমি যাতি পারবো।

দাগি পচা নি একদম ফেরেস।

দু-চার হাট বেচাকেনা হয়।

ধান বেচে চাল কিনলিও হয়।

ধান বেচে চাল কেনার দলে আমি নি।

পাকাটির জাতে যাবেন।

পান্তা ভাতে বেগুন পোড়া।

হলো ভাতে কাটি দিতে হবে না।

পিস পিস বিক্রি করবো।

পেটে চিটে পড়ে গেছে।

ফড়ে দে বিক্রি করলি আর কি থাকবে।

ফুল ঠেকানোই আসল সমস্যা।

বউনি মালটা মশজিদে দেই আমরা।

বাড়ার কথা আড়ায় তুলে রাখ।

বাসনার বেড়া দে ঘেরবো ভেবিছি।

বেগুন চাষে পয়সা আছে।

বেলগড়ের কপি বাজারে সেরা।

বাঁশির টমাটো সবার থেকে ভালো হয়।

বেলা গড়াতি না গড়াতি লাঙল তুলে দিয়েছে।

মাল তুলে দিতি পারবো না।

মালের গ্লেস ভালো।

মেয়েটার মুখি ধান দিলি খই ফুটবে।

যত গরম পড়বে, রোয়া তত খুলবে।

যা করতি নি তাই করলেম, তবু গুটি উঠলো না।

লোকালে বিক্রি করে।

শসার দানা কলাতি গেলি খুব হিট দিতি হয়।

শালার চাষির জন্যি কোন সরকার নি।

শালার বাজার কোনদিন যে কি হয়।

বাজারের খবর কিছু বলা যায় না।

সকাল থেকে পেটে দানা পানি পড়েনি।

সপ্তায় একটা করে ছ্যাচা দিতি হয়।

সাতগণ্ডার বোঝা মাথায় নেওয়াটা কোন ব্যাপার না।

হরে দরে পোন পালি।

হাট মাথায় কথা কওয়া যায় না।

হাটের বেলা বয়ে যাচ্ছে।

হাটের লোক কোতায় শোবে, তোমার ভাবতি হবে না।

হাটে যেতি পাগল, যাওয়ার পর ছাগল।

লাঙল জুড়তিই পান্তা খাওয়ার বেলা, কাজ হবে কখন ।

হেঁসোর আগায় সবাই জব্দ।

বাঘের কাছে ছাগল পোষানি দিসনে।

খ) কৃষি কেন্দ্রিক প্রবাদ প্রবচন

প্রবাদ মানুষের জীবনাচারণের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত রূপ। প্রবাদের মধ্যে মানুষের সমাজ ইতিহাসের বহু অপঠিত উপাদান মিশে থাকে। প্রবাদ কোনো একক ব্যক্তির সৃষ্টি নয়। লোক সাধারণের জীবন থেকেই এর উদ্ভব। তাই প্রবাদের স্রষ্টা বা লেখক আবিষ্কারের চেষ্টা বৃথা, বরং প্রবাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা জীবনাভিজ্ঞতার পাঠ নেওয়া অনেক জরুরি। প্রবাদ লেখা যায় না, প্রবাদ তৈরি হয়।

পৃথিবীর সব ভাষাতেই প্রবাদ আছে। বলা যায় ভাষা সমৃদ্ধির একটি বিশেষ মাপকাঠি হল প্রবাদ। ভাষার পাশাপাশি কোনো লোক সমাজের প্রাচীনতার প্রমাণ বহন করে সেই সমাজে প্রচলিত প্রবাদের সংখ্যা। প্রবাদের বিষয়ের কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। মানব জীবনের যে কোনো বিষয় নিয়েই প্রবাদ তৈরি হতে পারে। বাংলা ভাষায় প্রচলিত প্রবাদের মধ্যে কৃষি কেন্দ্রিক প্রবাদের সংখ্যা বোধহয় সবচেয়ে বেশি। কারণ কৃষিকাজ বাঙালির জীবন জীবিকার একটি প্রধান অংশ। তাই কৃষি কেন্দ্রিক প্রবাদের সংখ্যাধিক্য অসম্ভব নয়।

আমাদের গবেষণার বিষয় দক্ষিণবঙ্গের কৃষি কন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতির আলোচনায় কৃষি বিষয়ক প্রবাদের আলোচনা খুবই জরুরি বলে আমরা মনে করি। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ক্ষেত্র সমীক্ষা করে কৃষি কেন্দ্রিক প্রবাদের বেশ কিছু নমুনা আমরা সংগ্রহ করেছি। কৃষি কেন্দ্রিক বলতে আমরা কেবল কৃষিকাজ সংক্রান্ত ভাষাকেই গ্রহণ করিনি। বৃহত্তর প্রেক্ষিতে কৃষিকাজ, কৃষকের জীবন যাপন, কৃষিজ সংস্কৃতি সব কিছুই আমাদের আলোচনায় জায়গা পেয়েছে। আমাদের সংগৃহীত প্রবাদও বিস্তৃত কৃষি সংস্কৃতি থেকে সংগৃহীত।

কৃষি কেন্দ্রিক প্রবাদের মধ্যে কৃষি সংস্কৃতির বিচিত্র পাঠ নিহিত আছে। কৃষি পদ্ধতি, কৃষি বিজ্ঞান, চাষবাসের সময়, কৃষকের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি নানা বিষয় কৃষি কেন্দ্রিক প্রবাদের মধ্যে লুকিয়ে

আছে। এসবের যথাযথ বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন বিস্তৃত ক্ষেত্র সমীক্ষা ও তার বিশ্লেষণ। বহুজনের সম্মিলীত প্রয়াস এক্ষেত্রে সঠিক পথের দিশা দেখাতে পারে। আমাদের সীমিত সক্ষমতায় আমরা যেসব প্রবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছি তা এইরকম--

ভাড় গলাতে পারে না, পেয়ের বায়না করেছে।

চালন ধুসনির বিচার করে।

চাল নেই যার সে করে চুলোর বিচার।

গায় গোস নেই, গোবরে চর্বি।

ঘুটে পোড়ে গোবর হাসে, গোবর বলে তোমারও দিন আসছে।

আধ পালি চালের ক্ষিদে।

আমানি ঠেলে পান্তা।

আশায় মরে চাষা।

খাল বিল সব বয়ে যাচ্ছে, ঘোগে কাদা দে কি হবে।

খেয়ে দেয়ে যে কদিন চলে।

কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে পরে ট্যাশ ট্যাশ।

গম চাষ না, ভুতির খাটান।

গরিবের কথা, পান্তায় ফলে।

গাছ বলে মুই ফলতি জানি, যদি না পড়ে পড়শির পানি।

চাষা মানেই ড্যাম শুয়ার।

চাষার পোঁদে গামছা থাকে না।

চাষির মেরে সবাই বড়লোক।

ঝোলের লাউ, অম্বলের কদু।

রইল তোর লাউ কদু, চললো রজবালী।

ধান বুঝে মান করতি হয়।

ধেনো হাটে ওল তুলিস না।

নি অন্নের মেয়ে গড়ায় বেশি।

নুন আনতি পান্তা ফুরোয়।

নোলার জ্বালায় কেস্তে গলায়।

পয়সা এখন জলে আর ফলে।

পয়সা এখন গাছে আর মাছে।

পল পাগলা পুলো, তিন নিয়ে উলো।

পাশাপাশি বাস, দেখাদেখি চাষ।

বেঁধেছি লম্বা দড়ায়, ঘুরে আসবি খোঁটার গোড়ায়।

বেশি আটতি গেলি ছটা কেটে যায়।

যে ধরেছে পাল্লা, তার নেই আল্লা।

হাজারে ব্যাজার নেই।

হাত অন্তর মাটি, দেশ অন্তর ভাষা।

হাল নি, হেতেল নি, নিধিরাম সর্দার।

ডেকে ষাঁড় পলগাদায় নামানো।

বাঁশ কেনো ঝাড়ে, আয় মোর গাঁড়ে।

পরের চালে পুঁইশাক তোলা।

বুঝবি চাচি বেলা হলি।

অলোচ্য অধ্যায়ে আমরা দক্ষিণবঙ্গের কৃষিকেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতির স্বরূপ পর্যালোচনা করেছি। কৃষিকেন্দ্রিক ভাষা বলতে আমরা গ্রহণ করেছি কৃষি সংস্কৃতি ও কৃষিকাজ কেন্দ্রিক বিভিন্ন শব্দ ও শব্দবন্ধকে। যে শব্দগুলির মধ্যে লুকিয়ে আছে কৃষি সংস্কৃতির বহু অজানা ইতিহাস। যেমন গাঁতিদার, পত্তনিদার, দরপত্তনিদার শব্দগুলির মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের কৃষি সংস্কৃতির বহু রক্তাক্ত ইতিহাস লুকিয়ে আছে। দক্ষিণবঙ্গের কৃষকরা সেই রক্তঝরা দিন গুলি থেকে বর্তমানে মুক্তি পেয়েছে একথা সত্য, কিন্তু স্মৃতি থেকে তার দাগ আজও মোছেনি। শব্দগুলি শোনার সঙ্গে সেঙ্গে সেই রক্তাক্ত দিনের কথা আজও আমাদের স্মৃতিতে ভেসে

ওঠে। ক্রম পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে দক্ষিণবঙ্গের সমাজ ইতিহাস। কৃষি সংস্কৃতির যে অনুষঙ্গ বর্তমানে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক আগামীতে তা হয়ে যেতে পারে একেবারেই অচল। একইভাবে পূর্বের অনেক কৃষি প্রসঙ্গ বর্তমানে অপ্রচলিত প্রায়। যেমন জমি কর্ষণ না করে চাষ করার কথা পঞ্চাশ বছর আগের কৃষকরা ভাবতেই পারতো না, বর্তমানে বিনা কর্ষণে চাষ করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং তা দিনে দিনে জনপ্রিয় হচ্ছে। আবার বর্তমানের এই বিষয়টি হয়ত আরও অত্যাধুনিক কিছু আবিষ্কারের ফলে আগামীতে অপ্রচলিত হয়ে পড়বে। সমাজেতিহাসের বিবর্তনের ধারায় এইরকম ব্যাপার চিরকাল ঘটতে থাকবে, এবং তা হওয়াটাও দরকার। সভ্যতার বিকাশ লুকিয়ে আছে এর মধ্যেই। তবু সেই বিবর্তনের ধারায় দক্ষিণবঙ্গের কৃষিকেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতির কিছুটা অধ্যায়কে ধারণ করার লক্ষ্যে আমাদের এই প্রচেষ্টা। পরবর্তীতে সমাজ ইতিহাসের কোন গবেষক আমাদের এই গবেষণা কর্মে কিছুটা উপকৃত হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে মনে করি।